ব্ল্যাক টিউলিপ

আলেকজান্ডার ডুমা

ব্ল্যাক টিউলিপ

এক

হল্যান্ড দেশের ডর্ট শহর।

প্রসিদ্ধ ধনী ভ্যান বেয়ার্লি আজ মৃত্যুশয্যায়।

সুখেই জীবন কেটেছে ভ্যান বেয়ার্লির। বিলাসে ব্যসনে কোনদিক দিয়ে কিছু ত্রুটি রাখেননি ভদ্রলোক। কেনই বা রাখবেন? জমিদারি থেকে বার্ষিক আয় তাঁর দশ হাজার গিল্‌ডার। ব্যবসা-বাণিজ্যও যথেষ্ট ছিল তাঁর পিতার আমলে, তার দরুন নগদ চার লক্ষ গিল্‌ডার জমে আছে বেয়ার্লিদের তহবিলে। ঝকঝকে সোনার মোহর চার লক্ষ। কোনটির গায়ে তিনটির বেশি মানুষের হাতের ছোঁয়া লাগেনি। তিনটি মানুষ—ভ্যান বেয়ার্লির বাবা, ভ্যান বেয়ার্লি নিজে এবং টাঁকশালের ম্যানেজার।

ভ্যান বেয়ার্লি নিজে ছিলেন বাপের একমাত্র ছেলে, আবার তাঁরও ছেলে মাত্র একটিই। নাম তার কর্নেলিয়াস। হল্যান্ডের কীর্তিমান দেশপ্রেমিক ডি-উইট ভ্রাতৃযুগল—বড় ভাই জন, ছোট ভাই কর্নেলিয়াস ডি-উইট। ওঁদেরও আদি বাস এই ডর্ট শহরেই। জন অনেকদিন থেকেই হেগ রাজধানীতে বসবাস করছেন, কারণ তাঁর কাজকর্ম সব সেখানেই। কিন্তু কর্নেলিয়াস মাঝে মাঝে আসেন ডর্ট শহরে, পৈতৃক বাড়িতে কাটিয়েও যান দুই-চারদিন। বেশি দিন থাকার তাঁর উপায় নেই, কারণ তিনিই হচ্ছেন গোটা দেশটার সমস্ত খাল এবং জলপ্রণালীর তত্ত্বাবধায়ক—অতি দায়িত্বপূর্ণ কাজ, কে না জানে যে ওলন্দাজ জাতির সমৃদ্ধি, এমন কি অস্তিত্বই নির্ভর করে তাঁর খালগুলির উপরে? নরদেহে যেমন স্নায়ুমণ্ডলী, হল্যান্ডের দেহে তেমনি খালের জাল।

এই কর্নেলিয়াস ডি-উইটের সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল ভ্যান বেয়ার্লির। তারই খাতিরে বেয়ার্লির একমাত্র পুত্র জন্মগ্রহণ করল যখন—কর্নেলিয়াস হলেন তার ধর্মপিতা। নবজাত শিশুকে গির্জায় নিয়ে পবিত্রজলে স্নান করানো হয় যখন, তখন ধর্মপিতাই তাকে কোলে করে বসেন। এদিক দিয়ে ধর্মপিতা পরম শ্রদ্ধেয় সমস্ত খ্রিস্টানের চোখে। সাধারণত ধর্মপিতার নাম অনুসারেই শিশুর নামকরণ হয়ে থাকে।

ভ্যান বেয়ার্লির একমাত্র পুত্রের নাম তাই কর্নেলিয়াস ভ্যান বেয়ার্লি। নবীন যৌবন তার, স্বাস্থ্যে সৌন্দর্যে, বিদ্যায় বুদ্ধিতে, সারা দেশে তার তুলনা মেলা ভার।

ছেলেটির এক দোষ—কোন লাভের কাজে সে হাত দেবে না। ব্যবসা-বাণিজ্য নয়, সরকারী চাকরি নয়, কিছুমাত্র না। ভ্যান বেয়ার্লি প্রাণপণে চেষ্টা করেছেন তাকে যা-হোক-কিছু কাজে ভিড়িয়ে দেবার জন্য। সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে তাঁর।

ছেলেটা লাভের কাজে হাত দেবে না, কিন্তু অকাজে তার উৎসাহ কম নয়। সাহিত্যচর্চা করবে, ফুলের চাষ করবে, শখের ডাক্তারি করবে। যখন চেষ্টা করে, নিষ্ঠার সঙ্গেই করে, কাজেই তাতে বেশ-খানিকটা সাফল্য এবং সুনামও সে অর্জন করে বইকি!

কিন্তু তাতে আর্থিক সুবিধা তো হয় না কিছু! ভ্যান বেয়ার্লি তাই নিজের সন্তানভাগ্যকে ভাল বলতে পারেননি কোনদিন।

* * *

মৃত্যুকালে ভ্যান বেয়ার্লি পুত্রকে ডেকে পাঠালেন।

উপদেশ দিলেন খানিকটা—

"কাজকর্ম তো কোনদিন কিছু করলে না, করবেও না কোনদিন। যাক, অর্থের অভাব হবে না তোমার, কাজেই ওজন্য দুশ্চিন্তা করবার কিছু নেই। কিন্তু দুশ্চিন্তা আমার অন্য দিক দিয়ে আছে তোমার জন্য। তোমার মতিগতি যেন সন্ন্যাসীর মত, আকর্ষণ নেই কোন কিছুর উপরে। এ তো ভাল কথা নয়! চার লক্ষ গিল্‌ডার যে জমে আছে তার গতি কি হবে? ভোগ কর বাপু, ভোগ কর। খাও দাও, বন্ধুবান্ধবকে খাওয়াও দাওয়াও, ভাল ভাল পোশাক পর, আরাম বিরামের কোন ত্রুটি রেখো না। এক হিসাবে এটা ভালই হয়েছে যে কোন কাজকর্মে তুমি মাথা দাওনি। স্বাধীনতা ষোল আনা বজায় রয়েছে, ভোগের পথে বাধা আসবে না। যা খেয়াল হবে, তা করবে, আমি যেমন করেছি সারাজীবন। অর্থ আছে, ওড়াও! যেমন আমি উড়িয়েছি। জমানো গিল্‌ডারের কাঁড়ি আমিও কমাতে পারিনি, তুমিও পারবে না।"

ভ্যান বেয়ার্লি অতঃপর মারা গেলেন। তাঁর স্ত্রী স্বর্গে গিয়েছিলেন আরও বছর দুই আগে, কাজেই নবীন যুবা কর্নেলিয়াসের মাথার উপরে কেউ রইল না আর। কোন বন্ধন নেই কোনদিকে, এক বুড়ি ধাইমা ছাড়া। বুড়ি স্যু। কর্নেলিয়াসের সংসারের সেই কর্ত্রী, কর্নেলিয়াসকে ভালবাসে নিজের জীবনের চেয়ে বেশি।

বন্ধনও নেই, ব্যসনও নেই। বন্ধু নেই। কি করে থাকবে? যার বিলাসিতা নেই, বদখেয়াল নেই, কিসের লোভে তার কাছে বন্ধুরা ভিড়বে?

অতএব নির্বান্ধব কর্নেলিয়াস ভ্যান বেয়ার্লি নিজের খেয়ালমতই দিন যাপন করতে শুরু করল।

তখনকার ইওরোপীয় ভদ্রসমাজে ফুলের চাষ একটা আভিজাত্যের লক্ষণ

বলে বিবেচিত হত। বিশেষ করে টিউলিপ ফুলের। ফুলটির আদি বাসস্থান প্রাচ্য দেশ—বিশেষ করে সিংহল ও বাংলা। পেঁয়াজের মত কন্দ হয় এর, মাটির নিচে বসিয়ে দিলে তা থেকে কোঁড় বেরোয় অন্তত তিনটি। আলাদা করে এই কোঁড়গুলি মাটিতে লাগাও, প্রত্যেকটি থেকে গাছ বেরুবে। আঠারো ইঞ্চি বা ততোধিক একটি সরল সতেজ ডাঁটার মাথায় তিনটি পাতা, বল্লমের ফলার মত সুঠাম। সেই তিন পাতার মাঝখানে একটি বৃহৎ ফুল, পদ্মের মত বহু পাপড়ি যুক্ত। টিউলিপের রং হয় নানা রকম—গোলাপী, সাদা, লাল, হলুদ—কত কী!

টিউলিপের চাষ সব বড়লোকেই করে। বেয়ার্লিও করবে। তার শখ আছে, সময় আছে, প্রভূত অর্থ আছে—যে তিনটি জিনিস না থাকলে এসব কাজ করা যায় না।

ফুল সম্বন্ধে যত বই লেখা হয়েছে, সব পড়ে ফেলল বেয়ার্লি। অভিজ্ঞ মালীদের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করে করে টিউলিপের চাষ সম্বন্ধে যা কিছু জ্ঞাতব্য আছে, তাও জেনে নিল একে একে। তারপর হাতে-কলমে কাজ শুরু করল নিজের বাগানে।

ডর্ট শহরে বেয়ার্লিদের বাড়িই সবচেয়ে বড় বাড়ি। হাতার ভিতরে উঁচু-দেয়ালে-ঘেরা মস্ত বাগান আগে থেকেই আছে। বেয়ার্লি সেই বাগানের খানিকটা জায়গা—যেখানে রোদ হাওয়া সবচেয়ে বেশি, ছয় ইঞ্চি উঁচু পাকা গাঁথনি দিয়ে ঘিরে নিল সর্বপ্রথম। তারপর সেই ঘেরা জায়গার পুরোনো মাটি খুঁড়ে ফেলে দিয়ে নতুন মাটি দিয়ে গর্ত ভরাট করে নিল। এ-মাটি বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরি। নদীর পলিমাটি শুকিয়ে সাধারণ দোআঁশলা শুকনো মাটির সঙ্গে মেশানো। তার ভিতরে আবার কীটনাশক রাসায়নিক বস্তু এবং সার।

বাছাই-করা বিভিন্ন বিচিত্র বর্ণের কোঁড় এনে এই কেয়ারির ভিতরে বসাতে লাগল বেয়ার্লি। যথাসময়ে ফুলও ফুটল চমৎকার। শুধু চমৎকার নয়, অসাধারণ। বহু শৌখিন ফুলপাগলই টিউলিপের চাষ করে থাকে, কিন্তু বেয়ার্লির টিউলিপের সঙ্গে তাদের কারও ফুলেরই তুলনা হয় না। দেশবিদেশে বেয়ার্লির টিউলিপের নাম ছড়িয়ে পড়ল। সবচেয়ে ভাল জাতের চার রকম টিউলিপের নামকরণ করেছে বেয়ার্লি—জন, কর্নেলিয়াস, জেন, বেয়ার্লি। (জন অর্থাৎ জন ডি-উইট বেয়ার্লির ধর্মপিতা কর্নেলিয়াসের বড় ভাই এবং জেন অর্থাৎ বেয়ার্লিরই স্বর্গীয়া মাতা।)

বেয়ার্লিদের বাগানের ঠিক পাশের বাড়িখানার মালিক বক্সটেল। বাড়িখানা বড় নয়, তার বাগানও বড় নয়। এবং বক্সটেলও নয় বেয়ার্লির মত ধনী। কিন্তু টিউলিপের শখ বক্সটেলেরও আছে। বেয়ার্লি যখন খেয়ালের বশে কখনো যুদ্ধজাহাজে শখের নাবিকের কাজ করছে, কখনো বাড়িতেই ডাক্তারখানা খুলে গরিব-দুঃখীর চিকিৎসা করছে, বক্সটেল তখন অনন্যসাধনায় টিউলিপের চাষে

আত্মনিয়োগ করে বসে আছে। তার আবিষ্কৃত এক জাতের টিউলিপ—বক্সটেল টিউলিপ নামে আন্তর্জাতিক প্রশংসাও পেয়েছে একসময়।

প্রতিবেশী হলে কী হবে, বক্সটেলের সঙ্গে কর্নেলিয়াসের তেমন ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল না। কর্নেলিয়াস তো সমাজে বেরোয় না, আলাপ-পরিচয় কি করে হবে? সে জানেও না যে পাশের বাড়ির মালিকটিও টিউলিপের চাষ করে থাকে বা সে কাজে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠাও অর্জন করেছে।

কিন্তু কর্নেলিয়াস সম্বন্ধে সব-কিছু খবর নখদর্পণে বক্সটেলের। টিউলিপের নেশায় মত্ত হয়েছে লোকটা, সে সংবাদ শুনে বক্সটেল কৌতূহলী হয়ে উঠল। কীভাবে অগ্রসর হচ্ছে ও—দেখতে হবে তো!

দেখা কিছু শক্ত নয়। দুই বাড়ির ভিতর একটি দেওয়াল মাত্র। দেওয়ালের ওপিঠে কর্নেলিয়াসের বাগান।

মই লাগিয়ে দেওয়ালের মাথা-বরাবর উঠল বক্সটেল। একটা সাইকামোর গাছ উঠেছে তার দিক থেকে। তার ডালে পাতায় বেশ একটু আচ্ছাদন তৈরি হয়েছে সেখানে। মইয়ের উপর দাঁড়িয়ে সেই আচ্ছাদনের আড়াল থেকে বক্সটেল দেখতে লাগল।

ঠিক কোন্‌খানটায় টিউলিপের চাষ হচ্ছে, এক নজরেই ধরে ফেলল সে। মাটির চেহারাই সেখানে আলাদা। আর তার কাছাকাছি কতরকম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি! গরিব বক্সটেলের ওসব কিছুই নেই। সে দেখে আর ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠে।

এরপর থেকে মাঝে মাঝেই বক্সটেল সাইকামোর গাছের আড়ালে এসে দাঁড়ায়। একদিন দেখা গেল কর্নেলিয়াস নিজের হাতে কোঁড় বসাচ্ছে। তারপর একদিন দেখা গেল—চারা বেরিয়েছে।

ফুল যখন ফুটল, তখন বক্সটেলের অন্তরটা হিংসায় ফেটে যেতে চায়। আশ্চর্য সব রং! প্রকাণ্ড তার আকার। এ ফুলের কদর না হয়ে যায় না! বক্সটেল টিউলিপ নানা দেশে সুখ্যাতি পেয়েছে, কিন্তু নিজের মনে মনে বক্সটেল স্বীকার করতে বাধ্য হল—এসব ফুলের কাছে বক্সটেল টিউলিপ অতি তুচ্ছ।

ফলে দাঁড়ালও তাই। জন টিউলিপ, কর্নেলিয়াস টিউলিপ, জেন ও বেয়ার্লি টিউলিপ যখন বাইরে আত্মপ্রকাশ করল, তখন বক্সটেল টিউলিপের কথা ভুলেই গেল দেশের লোক। জয়জয়কার পড়ে গেল কর্নেলিয়াসের।

বক্সটেল রেগে আগুন হয়ে গেল। হিংসায় পাগল একেবারে, সদসৎ-বিবেচনা বিসর্জন দিয়ে বসল একেবারে। সাহস থাকলে সে রাত্রির অন্ধকারে বেয়ার্লির বাগানে নেমে নিজের হাতে সমস্ত টিউলিপের ডাঁটি মুচড়ে ভেঙে দিয়ে আসত। কিন্তু সে সাহস সে করতে পারল না। কারণ ও-কাজ করলে ধরা পড়তেই হবে যে! বক্সটেলের বাড়ির দিক থেকে ছাড়া বাইরের লোকের তো কর্নেলিয়াসের

pathagar.net

বাগানে ঢোকাই সম্ভব নয়!

আর এরকম একটা কুৎসিত কাজ করে ধরা পড়লে দেশে তো আর সে মুখ দেখাতে পারবে না। টিউলিপ-বিলাসীরা তার নাম আনবে না আর মুখের ডগায়। না, ওভাবে অগ্রসর হওয়া চলে না।

কাজ উদ্ধার করতে হবে কৌশলে। ভেবে ভেবে সে একটা ফন্দিও বার করল।

অন্ধকার রাত্রি। বাড়ির দুটো বড় বিড়ালকে ঝুড়িতে পুরে দেওয়ালের মাথায় নিয়ে এল বক্সটেল। তারপর একটার পিছনের পায়ের সঙ্গে আর একটার পিছনের পা বেঁধে উপর থেকে তাদের ছুড়ে ফেলে দিল বেয়ার্লির বাগানে টিউলিপের কেয়রিতে।

বিড়াল দুটো মাটিতে পড়েই বিপরীত মুখে ছুটল। দু'জন দু'দিকে টানছে, কেউ অগ্রসর হতে পারছে না, কেবল খেতখানা চষে ফিরছে চক্রাকারে। আলগা নরম মাটি, তাদের আঁচড়ে পাঁচড়ে কোথাও ঢিপির আকারে উঁচু হয়ে উঠল, কোথাও বা গর্ত হয়ে গেল। আর যেখানে যে ফুলগাছটি ছিল, ভেঙে গড়িয়ে পড়ল ধুলোর ভিতর। সবগুলি টিউলিপ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর, বিড়ালদের পায়ের দড়িটা ছিঁড়ে গেল, তারা তীরবেগে ছুটে বেরিয়ে গেল বাগান থেকে।

মনের আনন্দে বক্সটেল ফিরে এল নিজের ঘরে। করুক এবার বেয়ার্লি, গোড়া থেকে কাজ শুরু। এতদিনের পরিশ্রম তার পণ্ড করে দিয়েছে দুটো বিড়ালে।

পরদিন প্রত্যূষেই বেয়ার্লি এসে বাগানে ঢুকল তার প্রিয় টিউলিপগুলি দেখতে। রোজই প্রত্যূষে সে এসে থাকে এ-রকম। কিন্তু এমন সর্বনাশা দৃশ্য সে আর কোনদিন দেখেনি। অমন চমৎকার ফুলগুলি কে ভেঙে দলে মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে গেছে!

দুই হাতে বুক চেপে ধরে কনেলিয়াস বেয়ার্লি ছুটে এল কেয়ারির কাছে। কে এ সর্বনাশ করল?

আর কে! এই যে বিড়ালের পায়ের চিহ্ন। তখন মনে পড়ল রাত্রে শুয়ে শুয়ে বিড়ালের ঝগড়া শুনতে পেয়েছিল সে। হতভাগা বিড়ালগুলো ঝগড়া করবার জন্য জায়গা খুঁজে পেল না?

বক্সটেলও ভোর হতেই ছুটে এসেছে। সাইকামোরের আড়াল থেকে দেখতে এসেছে দুটো জিনিস—প্রথম বেয়ার্লির টিউলিপের অবস্থা, আর বেয়ার্লির মুখের চেহারা। দুটোরই অবস্থা মর্মান্তিক। বক্সটেলের আনন্দের সীমা নেই। এতদিনে বৈরী নির্যাতনে সফল হয়েছে সে। করুক বেয়ার্লি টিউলিপের চাষ এইবার!

কিন্তু সত্যিই বেয়ার্লির টিউলিপের চাষ বন্ধ হল না। ফুলগাছ নষ্ট হয়েছে বটে, কিন্তু কোঁড় তো আছে! প্রত্যেকটি কন্দ থেকে অন্তত তিনটি কোঁড় বেরিয়ে থাকে। অত একসঙ্গে বসাবার জায়গা কোথায়? তাই টিউলিপ-চাষীরা একটি

করে কোঁড় মাটিতে বসায়, বাকি দুটি কোঁড় যত্ন করে তুলে রাখে আলমারিতে, দৈবগতিকে প্রথম কোঁড়টি নষ্ট হয়ে গেলে তখন তাদের ব্যবহার করার প্রয়োজন দেখা দেয়।

বেয়ার্লির আলমারিতেও কোঁড় রয়েছে বিস্তর। কোন্ ঘরে সে আলমারি থাকে, তাও অজানা নয় বক্সটেলের। বাড়ির উপরতলার সবচেয়ে আলো-হাওয়া-যুক্ত ঘরখানা। চারদিকে কাচের জানালা সে-ঘরে, শীতের ঠাণ্ডা হাওয়া আটকালেও রোদ্দুরের গতিরোধ করে না সে-জানালা।

কিন্তু ঐ কাচের জানালা থাকার দরুনই বক্সটেলের দৃষ্টিরও গতিরোধ হয় না। সাইকামোরের আড়ালে দাঁড়িয়ে চোখে দূরবীন লাগায় সে। বেয়ার্লি নিজের ঘরে বসে কী করছে, কোন্ খুপরিতে কী বস্তু রাখছে, তা তখন তখনই নিজের চোখে দেখতে পায়।

অল্পদিনের ভিতরই বেয়ার্লির বাগান আবার ফুলে ফুলে হেসে উঠল। সেই দেশবিখ্যাত জন, কর্নেলিয়াস, বেয়ার্লি ও জেন শ্রেণীর বর্ণোজ্জ্বল টিউলিপ।

এই সময়ে একটা উত্তেজনার বান ডেকে গেল হল্যান্ডের সমস্ত টিউলিপ চাষীদের ভিতরে। হার্লেমের পুষ্পপ্রদর্শনী সমিতির প্রেসিডেন্ট একটা পুরস্কার ঘোষণা করলেন।

টিউলিপ ফুল লাল আছে, গোলাপী আছে, হলুদ আছে, সাদাও আছে। এই চার রঙের মাঝামাঝি দোআঁশলা রঙেরও আছে। বাদামী রঙের নেই, কালো তো নেই-ই। এখন প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করলেন—যে-ব্যক্তি সম্পূর্ণ মিশকালো টিউলিপ আবিষ্কার করতে পারবে—প্রদর্শনী সমিতি তাকে দেবে এক লক্ষ গিল্ডারের একটা পুরস্কার।

বলা বাহুল্য, দেশের সমস্ত টিউলিপ প্রেমিক একসঙ্গে লেগে গেল কালো টিউলিপ সৃষ্টির সাধনায়।

বক্সটেলও বাদ রইল না। এক লক্ষ গিল্ডার পুরস্কার, কম কথা নয়। পুরস্কারটা পেলে বক্সটেলের দারিদ্র্যও ঘোচে, ফুলের চাষও সে বাড়িয়ে তুলতে পারে, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি কিনে বেয়ার্লির মতনই অল্প পরিশ্রমে অনেক কম সময়ে অনেক বেশি সাফল্য লাভ করতে পারে।

কালো টিউলিপ? পৃথিবীতে কোথাও আছে বলে কেউ শোনেনি। না থাকুক, তৈরি করতে হবে। মানুষকে হতে হবে সৃষ্টিকর্তা। তা লাল বা হলদে থেকে একেবারে তো কালো টিউলিপ কেউ তৈরি করতে পারবে না! ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে হবে। লাল থেকে ফিকে লাল, তা থেকে ফিকে বাদামী, তা থেকে গাঢ় বাদামী, আবার সেই গাঢ় বাদামী থেকে—যদি ভগবানের দয়া হয়—তবেই কালো টিউলিপ উৎপন্ন হবে, আশা করা যায়। কালো টিউলিপের সাধনা শুরু করেছে বেয়ার্লিও। তার সুবিধা অনেক। অর্থবল আছে, বিদ্যা-বুদ্ধি আছে এবং

pathagar.net

আছে অভিজ্ঞতা। গাঢ় লাল থেকে ফিকে লাল, তা থেকে ফিকে বাদামীতে পৌঁছোতে তার এক বৎসরের বেশি লাগল না। ততদিনে বক্সটেল উপনীত হয়েছে শুধু ফিকে লালে। ক্রমাগত পিছিয়ে পড়ছে সে বেয়ার্লির সঙ্গে প্রতিযোগিতায়।

বক্সটেল বেশ বুঝতে পারছে আর ছয় মাসের ভিতর বেয়ার্লির বাগানে গাঢ় বাদামী টিউলিপ জন্মাবে, এবং পরের ছয় মাসের ভিতরই কালো টিউলিপ। এদিকে সে নিজে যে গতিতে অগ্রসর হচ্ছে, তাতে কালো রঙে সে আর দুই বছরেও পৌঁছোতে পারবে না। তার বাড়া ভাতে ছাই দিতে বসেছে বেয়ার্লি।

সব কিছুর উপরে মেজাজ তিতো হয়ে উঠল বক্সটেলের। ফুলের তপস্যা একান্তই বৃথা বলে মনে হতে লাগল। কী হবে এত পরিশ্রম করে? এমন বিনিদ্র সাধনায় ফলটা কী হবে? তার পয়সা নেই তাই যন্ত্রপাতির অভাব তার। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বেয়ার্লি যে পরিবর্তন এক মাসে ঘটাতে পারে, রসায়ন দ্রব্যের অভাব বলে বক্সটেল তা ছয় মাসেও করে উঠতে পারে না। নিজের কাজে ঘেন্না ধরে গেল ওর। মনোযোগ পড়ে রইল শুধু বেয়ার্লির বাগান এবং পরীক্ষাগারের উপরে। ওখানে কালো টিউলিপের আবির্ভাবের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

মন্ত্রমুগ্ধের মত দূরবীন চোখে দিয়ে বক্সটেল নির্নিমেষে চেয়ে থাকে বেয়ার্লির উপরতলার বড় ঘরখানার উপরে। ঐখানে টিউলিপের কোঁড় সব লেফাফায় লেফাফায় বন্দী হয়ে আছে। আলমারির টানার ভিতর সঙ্গোপনে রক্ষিত। কাগজের উপরে কোঁড়গুলির পরিচয় লেখা রয়েছে। কোন্ সময় মাটিতে বসাতে হবে, তাও টুকে রেখেছে বেয়ার্লি। প্রায় প্রত্যহ একবার টানা খুলে লেফাফা থেকে বার করে তার অমূল্য সম্পদগুলি। মনোযোগ দিয়ে দেখে প্রত্যেকটি।

শুধু বেয়ার্লিই দেখে না, দেখে বক্সটেলও। পাঁচিলের গায়ে মইয়ের উপর দাঁড়িয়ে সাইকামোরের ঝাড়ালো ডালপালার আড়াল থেকে। দূরবীনের সাহায্যে বেয়ার্লির প্রত্যেকটি অঙ্গভঙ্গি সে প্রত্যক্ষ করে। এমন স্পষ্টভাবে দেখতে পায়, যেন সেও বেয়ার্লির ঘরে ঠিক বেয়ার্লির পাশটিতে বসে আছে।

এইসময়ে হঠাৎ একদিন শোনা গেল—কর্নেলিয়াস ডি-উইট ডর্ট শহরে এসেছেন। বেয়ার্লির ধর্মপিতা কর্নেলিয়াস ডি-উইট। হল্যান্ড রাষ্ট্রের কর্ণধার জন ডি-উইটের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। নিজের বাড়িতে একবার পদার্পণ করেই তিনি চলে এলেন প্রিয়পুত্র বেয়ার্লির বাড়িতে। ধর্মপুত্রকে তিনি অঙ্গজপুত্রের চাইতেও বেশি ভালবাসেন।

ধর্মপিতা আর ধর্মপুত্রের মিলনদৃশ্য দেখবার জন্য কোনই আগ্রহ নেই বক্সটেলের। বেয়ার্লির পরীক্ষাগারে ডি-উইটকে দেখে সে বিরক্তই হল। কিন্তু উপায় নেই। ধৈর্যধারণ করে অপেক্ষা করতেই হবে। ডি-উইট চলে না গেলে তো বেয়ার্লি নিজের কাজে হাত দিতে পারছে না।

বক্সটেল জানে পরীক্ষাগারে বেয়ার্লি কাউকে ঢুকতে দেয় না—তার বুড়ি ধাই স্যুকে ছাড়া। দিনে একবার করে স্যুই এ ঘরে আসে, ঝাঁটপাট দিয়ে তখুনি চলে যায়। অর্থাৎ টিউলিপ সাধনার ব্যাপারটা বেয়ার্লি বাড়ির ভৃত্যদেরও জানতে দিতে চায় না। বিবাহ তো সে করেনি, কাজেই সাধনার অগ্রগতি সম্বন্ধে গোপনতা রক্ষা করা তার পক্ষে অসম্ভব নয়।

বেয়ার্লি তো জানে না যে তার অগ্রগতির দৈনিক পরিমাণও তারই প্রতিবেশী বক্সটেল দৈনিক জেনে নিচ্ছে। যে-ব্যাপারকে সে জানে একান্ত গোপনীয় বলে, তার বিন্দুমাত্রও অজ্ঞাত নেই তারই এক প্রতিদ্বন্দ্বীর।

যা হোক—বেয়ার্লি আর ডি-উইট কথা কইছেন, সাইকামোরের আড়াল থেকে বক্সটেল তাদের প্রত্যেকটা কাজ লক্ষ্য করছে।

সে দেখতে পেল—একতাড়া কাগজ ডি-উইট বেয়ার্লির হাতে সঁপে দিলেন। তর্জনী তুলে যেন বিশেষ করে সতর্ক থাকতে বললেন তাকে। বেয়ার্লি মাথা নাড়ল, বোধহয় প্রতিশ্রুতি দিল যে সে সতর্ক থাকবে। তারপর আলমারির টানা খুলে তারই ভিতর ঠেলে রেখে দিল কাগজের তাড়াটা। লেফাফায় লেফাফায় কোঁড় রয়েছে সে-টানায়, তাদেরই পাশে।

বক্সটেলের নজর এড়াল না কিছুই। সে ভাবতে লাগল। কর্নেলিয়াস ডি-উইট একজন মাননীয় সরকারী কর্মচারী, রাষ্ট্রপরিচালক জন ডি-উইটের আপন ভাই। টিউলিপ সম্বন্ধে তাঁর তিলমাত্র আগ্রহ নেই, তা সবাই জানে। তবে এসব কী কাগজ ডি-উইট রেখে গেলেন বেয়ার্লির হেফাজতে?

বক্সটেলের একান্ত বিশ্বাস, কাগজগুলি রাজনীতি সংক্রান্ত গোপনীয় দলিলপত্র। অন্য স্থানে রাখলে শত্রুপক্ষের হাতে পড়তে পারে এই ভয়ে টিউলিপ-বিলাসী বেয়ার্লির জিম্মায় তিনি ওগুলি রেখে গেলেন।

pathagar.net

দুই

গোপনীয় দলিলপত্র নিরাপদ স্থানে সরিয়ে ফেলার প্রয়োজন সত্যিই হয়েছে ডি-উইট ভ্রাতৃযুগলের। রাজ্যের তাঁরা সর্বেসর্বা, কিন্তু শত্রুও আছে তাঁদের, পরাক্রান্ত শত্রু।

হল্যান্ড দেশের স্ট্যাডহোল্ডার হলেন অরেঞ্জবংশীয় উইলিয়াম। ইনিই পরবর্তী জীবনে তৃতীয় উইলিয়াম নামে ইংলন্ডের রাজাসনে আসীন হয়েছিলেন। স্ট্যাডহোল্ডার শব্দের অর্থ রাষ্ট্রনায়ক অর্থাৎ রাজা।

কিন্তু স্বৈরাচারী রাজাদের যুগ অতীত হয়েছে হল্যান্ডে। বহু দিন থেকেই দেশে উদ্ভব হয়েছে গণতন্ত্রী শক্তির। শাসনশক্তি বর্তমানে তাদেরই হস্তগত, রাজা হয়েও উইলিয়াম কোন ক্ষমতার অধিকারী নন। বলা বাহুল্য এজন্য তিনি গণতন্ত্রীদের

উপর খড়্গহস্ত।

এই গণতন্ত্রীদের নায়ক হলেন জন ডি-উইট এবং তাঁর ভ্রাতা কর্নেলিয়াস। ফলে উইলিয়াম তাঁদের মর্মান্তিক শত্রু।

এই উইলিয়াম তখন অপরিণত যুবকমাত্র, বাইশ-তেইশ বৎসর মাত্র তাঁর বয়স। কিন্তু রাজনীতিতে তিনি এই বয়সেই ঝানু। স্বার্থের জন্য না করতে পারেন—এমন কাজ পৃথিবীতে নেই। স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে তিনি কুটিলতার আশ্রয় নিতে পরাঙ্মুখ নন, হিংস্রতার পরিচয় দিতেও নন কুণ্ঠিত।

উইলিয়ামের প্রয়োজন গণতন্ত্রী শক্তির ধারক ও বাহক ডি-উইট ভ্রাতৃযুগলকে অপসারিত করা।

উইলিয়ামের সে অভিসন্ধি যে ডি-উইটদের একেবারে অজ্ঞাত, তা নয়। তাই হল্যান্ডের গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করবার জন্য ফ্রান্সের দোর্দণ্ডপ্রতাপ নৃপতি চতুর্দশ লুইয়ের সঙ্গে একটা সন্ধির প্রস্তাব তাঁরা করেছেন। এ খবর উইলিয়াম জানেন যে লুই সম্মতি দিয়েছেন এ প্রস্তাবে, এবং তাঁর সমরসচিব কাউন্ট ল্যুভয়ের সঙ্গে জন ডি-উইটের পত্রালাপ চলছে সন্ধির শর্ত সাব্যস্ত করার জন্য।

উইলিয়াম এ খবর পেয়ে ভীত হয়ে পড়েছেন। সন্ধিটা হয়ে গেলে লুইয়ের সাহায্য নিয়ে জন ডি-উইট বর্তমানের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিমান হয়ে উঠবেন, উইলিয়ামের আত্মপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে। তিনি প্রস্তুত হলেন একটা প্রচণ্ড আঘাত হানবার জন্য।

কিন্তু সদা-সতর্ক উইলিয়াম নিজে অগ্রণী হয়ে ডি-উইটদের অর্থাৎ গণতন্ত্রের প্রকাশ্য বিরোধিতা করবেন না। তাঁর চরেরা রটনা করতে লাগল যে ডি-উইটেরা দেশটাকে চতুর্দশ লুইয়ের কাছে বিকিয়ে দেবার ষড়যন্ত্র করেছে। লুইয়ের সর্বগ্রাসী ক্ষুধা থেকে যদি হল্যান্ডকে বাঁচাতে হয়, ডি-উইটদের অপসারিত করা একান্ত প্রয়োজন এবং তা অবিলম্বে।

স্বার্থান্বেষী হীনমতি চক্রান্তকারী কোথায় নেই? খুঁজলেই শত শত পাওয়া যায়, যে-কোন দেশে, যে-কোন যুগে। উইলিয়ামের চরেরাও একটা লোককে খুঁজে বার করল, তার নাম টাইকেলার।

টাইকেলার প্রকাশ্যে অভিযোগ আনল যে কর্নেলিয়াস ডি-উইট স্ট্যাডহোল্ডার উইলিয়ামকে হত্যা করবার জন্য টাইকেলারকে প্রচুর পুরস্কারের লোভ দেখিয়েছেন।

সাবাশ সংগঠনী প্রতিভা উইলিয়ামের। নিজে কিছুমাত্র ধরাছোঁয়ার ভিতর না গিয়েও রাজধানী হেগ শহরে তিনি ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি করতে সক্ষম হলেন, টাইকেলারের এই ভিত্তিহীন অভিযোগকে কেন্দ্র করে। কর্নেলিয়াসের বিচার শুরু হয়ে গেল হেগ আদালতে। এবং ভাই যখন হীন ষড়যন্ত্রের অভিযোগে কারারুদ্ধ হয়েছে, তখন নিজে রাষ্ট্রপরিচালকের পদে অধিষ্ঠিত থাকা অশোভন মনে করে..

pathagar.net

জন ডি-উইটও করলেন পদত্যাগ।

তখন উইলিয়ামের গোপন ইঙ্গিতে বিচারকেরা নির্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত করলেন কর্নেলিয়াস ডি-উইটকে। মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিলেই উইলিয়াম খুশি হতেন, কিন্তু কর্নেলিয়াসকে নিরাপরাধ বলে বুঝতে পেরে বিচারকেরা অতখানি অন্যায় আর করতে রাজী হলেন না, স্বয়ং স্ট্যাডহোল্ডারের তুষ্টিসাধনের জন্যও।

তা, বিচারকদের গাফিলতির ত্রুটি সংশোধন করবার জন্য উইলিয়ামের অন্য হাতিয়ারের অভাব নেই। তিনি আবার সেই টাইকেলারকে নিয়োগ করলেন—তার আরব্ধ কাজ সমাপ্ত করবার জন্য।

টাইকেলার উত্তেজনা ছড়াতে লাগল সারা রাজধানীতে। হুজুগপ্রিয় এবং রক্তলোলুপ গুণ্ডা কোথায় নেই? তাদের একত্র করে বিশাল একটা উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে রাস্তায় টেনে নামাল টাইকেলার।

যে যা অস্ত্র পেয়েছে, তাই নিয়ে এই মারমুখী মানুষগুলো বুইটেনহফ্-এর দিকে ছুটল। ঐ দুর্গেই কর্নেলিয়াস ডি-উইট বন্দী হয়ে আছেন।

কারাদুর্গের রক্ষায় নিযুক্ত সেনাদলের অধ্যক্ষ হলেন কাউন্ট টিলী। তিনি ফরাসী যোদ্ধা, হেগবাসী গুণ্ডাদের আবদারে কর্ণপাত করবার লোক নন। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন—নগর সমিতির আদেশ না পেলে তিনি বুইটেনহফের ত্রিসীমানায় ঢুকতে দেবেন না এই জনতাকে।

জনতা তখন কর্নেলিয়াস ডি-উইটের রক্তদর্শনের জন্য খেপে উঠেছে। টিলীর অপসারণের হুকুম আদায় করবার জন্য তারা ছুটল সেই নগর সমিতির কাছে।

সমিতির এমন কী সাহস যে তাঁরা মারমুখী এই জনতার উগ্র হিংস্র দাবিকে উপেক্ষা করবেন? সদস্যদের নিজের জীবনের আশঙ্কা নেই? টাইকেলার পরোয়ানা হাতে করে বিজয়গর্বে ফিরল বুইটেনহফের তোরণে। কাউন্ট টিলীর তো আর উপায়ান্তর রইল না! তাঁকে পল্টন নিয়ে ছাউনিতে ফিরে যেতে হল।

ততক্ষণে দুর্গের ভিতরে এক শোকাবহ ঘটনা ঘটছে।

জনতা যখন নগর সমিতির কাছে গেল, একখানা ঘোড়ার গাড়ি এসে দাঁড়াল তোরণে। তা থেকে নামলেন অন্য কেউ নয়—স্বয়ং জন ডি-উইট, সেদিন পর্যন্ত যিনি রাষ্ট্রের সর্বময় নিয়ন্তা ছিলেন।

আজ জন শক্তিহীন, মর্যাদাহীন, নির্বিষ ভুজঙ্গ।

অন্য কেউ হলে জনতার আক্রোশের সম্মুখীন হওয়ার আগে অনেকবার চিন্তা করত। কিন্তু জন ডি-উইট সে ধাতুর মানুষ নন। তিনি এসেছেন, সমূহ আশঙ্কা মাথায় নিয়েও। কারণ তাঁর ভাই রয়েছে এই কারাগারে বন্দী। তাকে নির্বাসনদণ্ড দেওয়া হয়েছে, এখনই কারাধ্যক্ষ তাকে বুইটেনহফ্ থেকে বার করে দেবে। আর বেরিয়ে আসা মাত্র কর্নেলিয়াসকে পড়তে হবে সহস্র দুশমনের হিংস্র আক্রোশের মুখে। তখন তার জীবনের দাম তো এক গিল্ডারও থাকবে না!

সে জীবনসংশয় উপস্থিত হওয়ার আগেই কর্নেলিয়াসকে দুর্গ থেকে বার করে নিয়ে শহরের বাইরে সমুদ্রতীরে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। সেখানে জন একখানা বোট তৈরি রেখেছেন। সেই বোট দুই ভাইকে নিয়ে দেশান্তরে পালাবে। ধর্মাধিকরণের আদেশ পালিত হবে, জীবনরক্ষারও উপায় হবে দুই ডি-উইট ভদ্রলোকের।

জন প্রবেশ করলেন দুর্গে। দুর্গরক্ষী গ্রাইফাস এককালে জন ডি-উইটের একান্ত বশংবদ ভৃত্য ছিল, কিন্তু অবস্থার বিপর্যয়ে জনই এখন গ্রাইফাসের অনুকম্পার প্রার্থী। তিনি মিষ্ট স্বরে অনুরোধ করলেন—"তাড়াতাড়ি আমার ভাইকে মুক্ত করে দাও গ্রাইফাস। জানই তো, তার উপর নির্বাসনদণ্ডের আদেশ হয়েছে!"

"শুনেছি, শুনেছি, যত শীঘ্র চলে যেতে পারেন, ততই মঙ্গল।" এই বলে জনকে উপরের তলায় পাঠিয়ে দিল গ্রাইফাস, সেইখানে নির্জন কক্ষে বন্দী হয়ে আছেন কর্নেলিয়াস।

জনের পক্ষে সে কক্ষে প্রবেশ করা শক্ত হল না। কারণ আদালতের রায় প্রকাশ হওয়ার পরই কক্ষদ্বারের তালা খুলে দেওয়া হয়েছে।

শয্যার উপর কর্নেলিয়াস পড়ে আছেন, উত্থানশক্তি নেই। কারণ ষড়যন্ত্রের মামলায় যারা অভিযুক্ত হয়, তাদের উপর দৈহিক নির্যাতন চালাবার রীতি আছে। এবং সেই রীতি যথাযথ পালিত হয়েছে এ ক্ষেত্রে, স্ট্যাডহোল্ডার উইলিয়ামের ইঙ্গিতে। কর্নেলিয়াস অভিযোগ স্বীকার করে নেননি। সেইটি স্বীকার করাবার জন্যই হয়েছে নির্যাতন। প্রাথমিক স্তরে হাত এবং পা থেঁতলে দেওয়াই নিয়ম। তারই জন্য কর্নেলিয়াসের হাত এবং পায়ে আজ ব্যাণ্ডেজ বাঁধা।

জন ভাইয়ের অবস্থা দেখে অশ্রু সংবরণ করতে পারলেন না। কিন্তু আবেগে অভিভূত হয়ে সময় নষ্ট করার উপায় নেই। দুই-এক কথায় তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে উভয়ের অবিলম্বে হেগ রাজধানী ত্যাগ করা আবশ্যক। তা না হলে উভয়েরই জীবনসংশয় হবে।

"কেন? জীবনসংশয় হবে কেন?" কর্নেলিয়াস বুঝতে পারেন না।

"ঐ শোনো!" দুর্গদ্বারে তখন জনতা আবার ফিরে এসেছে, নগর সমিতির পরোয়ানা নিয়ে। তাদের উচ্চরোল আর হিংস্র বাণী শুনে কর্নেলিয়াসের বুঝতে বাকি রইল না যে ঐ জনতা তাঁদের রক্তপাতের জন্যই লোলুপ।

তিনি অতিকষ্টে উঠে বসলেন।

জন একটা কথা বললেন তখন—"আমরা দেশত্যাগ করে যাচ্ছি। কিন্তু দেশত্যাগের আগে সেই দলিলটা আমাদের নষ্ট করে যাওয়া প্রয়োজন। কাউন্ট ল্যুভয়ের সঙ্গে আমার যে সন্ধির কথাবার্তা হয়েছিল, সেই সম্পর্কের চিঠিপত্র।"

কর্নেলিয়াস চিন্তা করলেন একটু। তারপর ধীরে ধীরে বললেন—"খুব সংগত কথা। ওগুলি যদি আমাদের শত্রুরা হাতে পায়, অনিবার্য ভাবেই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত

হব আমরা। দেশে ফিরে আসার কোন উপায়ই থাকবে না আর। আমার কথা ধরি না, তোমার। কারণ তোমার হাতে দেশের উপকার করবার প্রভূত শক্তি এখনও সঞ্চিত আছে। হাঁ, ওগুলি নিশ্চয়ই নষ্ট করে যাওয়ার প্রয়োজন আছে। কিন্তু এখানে তো নেই সে-সব কাগজপত্র!"

"কোথায় আছে তাহলে?"

"আছে ডর্ট নগরে। আমার ধর্মপুত্র বেয়ার্লির কাছে।"

জন চমকে উঠলেন—"বল কি? সেই নিরীহ বালকের মাথায় তুমি এই বিপজ্জনক বোঝা চাপিয়েছ?"

"বিপজ্জনক কিসে? সে তো জানেই না ও সব কাগজ কিসের কাগজ। একটা পুলিন্দা তাকে রাখতে দিয়েছি, সে রেখে দিয়েছে। একবারও জানতে চায়নি যে ওর ভিতর কী আছে। আমিও তাকে বলিনি।"

"কিন্তু এগুলি বেয়ার্লির কাছে রেখে যাওয়া তো চলে না!"

"না, তা চলে না। যাওয়ার আগে বেয়ার্লিকে আমাদের অবশ্যই বলে যাওয়া উচিত—কাগজগুলি পুড়িয়ে ফেলতে। কিন্তু কী করে এখন খবর পাঠাবে?"

"উপায় আছে। আমার ভৃত্য ক্রেইক আছে আমার সঙ্গে। তাকে একখানা চিঠি যদি দাও বেয়ার্লির নামে—কিন্তু হায় ভাগ্য! তোমার হাতের যা দশা দেখছি, চিঠি লেখা তো সম্ভবই নয় তোমার পক্ষে!"

"অসম্ভবকেও সম্ভব করতে হবে। কাগজ পেনসিল যোগাড় করতে পার?"

"পেনসিল পকেটে আছে। কিন্তু কাগজ নেই।"

কর্নেলিয়াসের বন্দীজীবনের একমাত্র সান্ত্বনা একখণ্ড ক্ষুদ্র বাইবেল পড়ে আছে বিছানার পাশে। জন তারই প্রথম সাদা পাতাটা ছিঁড়ে দিলেন।

কর্নেলিয়াস ব্যান্ডেজ বাঁধা আঙুলে পেনসিল ধরে লিখবার চেষ্টা করতে লাগলেন। আঙুলগুলির কাটা মাংসের উপর তিলমাত্র চামড়া নেই, পেনসিলের চাপ পড়তেই তা থেকে রক্ত ঝরতে লাগল।

জন সে-দৃশ্য দেখতে না পেরে, দুই হাত বুকে চেপে ধরে চক্ষু বুজলেন।

অমানুষিক মনের জোর, তাই কোনরকমে কর্নেলিয়াস শেষ করলেন তাঁর চিঠি। পড়তে দিলেন জনকে।

জন পড়লেন—"প্রিয় পুত্র কর্নেলিয়াস, তোমার কাছে যে পুলিন্দাটা রেখে এসেছিলাম, সেটা পুড়িয়ে ফেল। ওর দিকে না তাকিয়ে, ওটা না খুলে পুড়িয়ে ফেল, যাতে ওর ভিতরের ব্যাপার চিরদিন তোমার অজ্ঞাত থাকতে পারে। এ ধরনের গোপন কথা যারা জানতে পায়, তারা হয় যমালয়ের অতিথি। জন এবং কর্নেলিয়াস ডি-উইটকে যদি বাঁচাতে চাও, পুলিন্দাটা এক্ষুণি পোড়াও।

বিদায়, আশীর্বাদক—
কর্নেলিয়াস ডি-উইট"

চিঠির উপর এক বিন্দু রক্ত পড়েছিল কর্নেলিয়াসের হাত থেকে। সাশ্রুনেত্রে সেটা মুছে ফেলে জন ডাকলেন ভৃত্য ক্রেইককে, এবং তাকে বললেন—"ডর্ট শহরে গিয়ে এখনই ভ্যান বেয়ার্লির নিজের হাতে এই চিঠি দাও। এক মুহূর্ত সময় কোনমতে নষ্ট করো না। তুমি ঐ জনতার পাশ কাটিয়ে নিরাপদ স্থানে পৌঁছোবে যখন, তোমার ঐ যে নাবিকের বাঁশি আছে পকেটে, ঐটি একবার বাজিয়ে দিও। বাঁশি শুনলে তবে আমরা এখান থেকে বেরুবো। একসাথে বেরুলে তোমার পিছনেও চর লাগতে পারে।"

ক্রেইক ছুটে বেরিয়ে গেল। একটু পরেই শোনা গেল বাঁশি। চলৎশক্তিশূন্য কর্নেলিয়াসকে নিয়ে জন যখন সিঁড়ি দিয়ে নামছেন, সেই সময় তিনি সম্মুখে দেখলেন এক সুন্দরী তরুণীকে।

সে বলল—"ভ্যান ডি-উইট, সমুখ দরজা দিয়ে বেরুবার চেষ্টা করবেন না। ঐ জনতা আপনাদের ছিঁড়ে ফেলে দেবে টুকরো টুকরো করে।"

"তবে কী করে বেরুবো?"—হতাশার সুর জনের কণ্ঠে।

"পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যান"—বলে মেয়েটি।

"পিছনের দরজা কি গ্রাইফাস খুলে দেবে?"

"কক্ষণো না। সেইজন্য বাবার চাবির রিং থেকে আমি সে চাবিটা গোপনে খুলে রেখেছি। চলুন, দরজা আমি খুলে দিই।"

অপ্রত্যাশিত এই দয়া। ডি-উইট যুগল মুগ্ধ হয়ে গেলেন। যখন আপামর সাধারণ চাইছে তাঁদের রক্ত দর্শন করতে, সেই মুহূর্তে কারাধ্যক্ষের কন্যা নিজে থেকে এগিয়ে আসবে তাঁদের রক্ষা করবার জন্য, এ যেন ভগবানের একান্ত আশীর্বাদ। তবু জন ডি-উইট সংশয়ে পড়লেন—"আমরা না হয় খিড়কি দরজা দিয়ে বেরুলাম, কিন্তু আমাদের গাড়ি যে রইল দুর্গের সদরদ্বারে। বিনা গাড়িতে আমরা এ শহরের কোন রাস্তায় বেরুই যদি—বুঝতেই তো পারছ—"

রোজা—হ্যাঁ এই সুন্দরী মেয়েটির নাম রোজাই বটে—বলল—"অকারণ ভয় পাবেন না। আপনাদের গাড়ি খিড়কিতেই অপেক্ষা করছে। আমি আগে থাকতেই চালককে আপনার নাম করে সেই রকম নির্দেশ দিয়েছিলাম।"

চমৎকৃত জন ডি-উইট। এর পরোপকার প্রবৃত্তির প্রশংসা বেশি করবেন, না এর প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের, বুঝে উঠতে পারেন না। কনিষ্ঠ ডি-উইট গাঢ় স্বরে বললেন—"কল্যাণি! ডি-উইটদের বড় দুঃসময়। তোমার দয়ার প্রতিদানে আজ তাদের দেবার মত কিছু নেই তোমাকে। তবু, আমার এই বাইবেলখানি তুমি রাখো। এটি দেখলে আমাদের কথা কখনও কখনও মনে পড়বে তোমার।"

বহু মানে রোজা কর্নেলিয়াস ডি-উইটের বাইবেলখানি গ্রহণ করল, সেই বাইবেল যার প্রথম সাদা পাতাখানিতে চিঠি লেখা হয়েছে ভ্যান বেয়ার্লিকে।

তারপর রোজা ওঁদের নিয়ে গেল পিছনের দরজায়, চাবি দিয়ে দরজা খুলে

তাদের গাড়িতে চড়িয়ে দিল; তারপর দরজায় আবার তালা বন্ধ করে দুর্গের ভিতরে এসে চাবিটি নিক্ষেপ করল এক গভীর কূপের ভিতর।

নগরবাসীরা তখন খেপে উঠেছে একেবারে। দুর্গরক্ষী গ্রাইফাস তাদের দুর্গের ভিতরে ঢুকতে দিতে সাহস পাচ্ছে না, কারণ, ঢুকতে দিলে তারা যে ডি-উইটদের হত্যা করবে, তাতে সন্দেহ নেই, এবং হত্যা করলে তার দরুন গ্রাইফাসের উপরেও যে কর্তব্যচ্যুতির অভিযোগ আসবে না পরে, এমন কথা জোর করে বলা যায় না।

এই সময়ে হতবুদ্ধি গ্রাইফাসের সমুখে এসে দাঁড়াল রোজা। মজ্জমান ব্যক্তি তৃণখণ্ডকেও আঁকড়ে ধরে, গ্রাইফাস কোন সাহায্যের প্রত্যাশা না করেই রোজাকে বলল ব্যাকুলভাবে—"রোজা, কী করি এখন বল্ তো! ওরা যে দরজা ভেঙে ফেলতে যাচ্ছে।"

"ভাঙে তো ভাঙুক। খুলে দিলে ওরা ডি-উইটদের খুন করবে", বলল রোজা। সে প্রকাশ করতে রাজী নয় এখনও যে, ডি-উইটেরা ইতিপূর্বেই দুর্গ থেকে বেরিয়ে পড়েছে, এবং বেরিয়ে পড়বার পথ করে দিয়েছে তাদের—আর কেউ নয়, স্বয়ং রোজাই।

গ্রাইফাস রেগে গেল—"ভাঙে তো ভাঙুক? আমি যে ওদের দরজা খুলে দিচ্ছি না, এর দরুন ওরা আমাকে খুন করবে না?"

"ধরতে পারলে তো? চল, আমরা দুর্গের গুপ্তকক্ষে লুকোই। ও ঘরের অস্তিত্বের কথা ঐ বর্বরের দলের জানবার কথা নয়।"

রোজার পরামর্শ পছন্দ হল গ্রাইফাসের। মেয়ের উপর বিশেষ স্নেহ না থাকলেও এই মুহূর্তে তার সাফ মাথার প্রশংসা না করে সে পারল না। ওরা লুকোল, এবং ঠিক সেই সময় দুর্গের সিংহদ্বার ভেঙে পড়ল ঘোর শব্দে। জলস্রোতের মত জনস্রোত দুর্গে ঢুকল দানবের মত চিৎকার করতে করতে।

আর দুই মিনিট পরেই কর্নেলিয়াসের কারাকক্ষের জানালায় দাঁড়িয়ে নিষ্ফল আক্রোশ হাত-পা ছুড়তে ছুড়তে চেঁচিয়ে উঠল টাইকেলার—"পালিয়েছে! বেইমানেরা পালিয়েছে! বিদ্রোহী দুটো ফাঁকি দিয়েছে আমাদের!"

সে কী প্রচণ্ড বিক্ষোভ! দুর্গের সমুখে যে বিশাল জনতা সমবেত হয়েছিল বিদ্রোহী ডি-উইটদের ফাঁসিতে লটকাবার জন্য, তাদের ক্রুদ্ধ গর্জনে আকাশ ফেটে যেতে লাগল।

সেই জনতার পিছনে, কিন্তু খুব দূরে নয়, একটা বাড়ির দরজার আড়ালে নিজেদের আদ্ধেক লুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুটি মানুষ। একটি মধ্যবয়স্ক, তার পরিধানে সামরিক পরিচ্ছদ। অন্যটি নবীন যুবক, পরিধানে সাধারণ নাগরিকের দরিদ্র সজ্জা।

সামরিক কর্মচারীটি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন একটা—"যাক, পালিয়েছেন

তাহলে সময় থাকতে।"

তাঁর সঙ্গী যুবক গম্ভীর ভাবে বললেন—"দুর্গ থেকে পালানো সহজ, নগর থেকে পালানো অত সহজ না হতে পারে।"

"সে কী মহারাজ? কেন?"—প্রশ্ন করেন কাপ্তেন।

মহারাজ, অর্থাৎ স্ট্যাডহোল্ডার উইলিয়াম অবিচলিত গাম্ভীর্যের সঙ্গে উত্তর করলেন—"নগরের দরজাগুলো বন্ধও থাকতে পারে।"

"নগরের দরজা কেন বন্ধ থাকবে?"—অবাক হয়ে প্রশ্ন করেন কাপ্তেন—"নগরের কোন দরজাই তো দিনের বেলায় কখনও বন্ধ হয় না!"

"হয় না বটে, আজ হয়ে থাকতে পারে!"

"কিন্তু কেন? কার আদেশে বন্ধ হবে?"

যুবক অসহিষ্ণুভাবে বলে উঠলেন—"অতশত জানি না, তবে কখনও যা হয় না, তাও সময়ে সময়ে হয়ে বসে। আর তখনই মোড় ফিরে যায় ইতিহাসের গতি।"

* * *

ততক্ষণে ডি-উইটদের গাড়ি সোজা ছুটে গিয়ে প্রথম তোরণ টল-হেক-এ পৌঁছেছে। হঠাৎ গাড়ির গতিরোধ হল।

ভিতর থেকে জন ডাকলেন—"গাড়ি থামালে কেন?"

চালক ভীত ত্রস্ত কম্পমান কণ্ঠে উত্তর দিল—"গেট বন্ধ মালিক!"

"বন্ধ?"—জন ডি-উইট যেন আকাশ থেকে পড়লেন—"দিনের বেলায় দরজা বন্ধ?"

"তাকিয়ে দেখুন মালিক!"

জন দরজা খুলে তাকিয়ে দেখলেন। গেট সত্যিই বন্ধ। তিনি নেমে গিয়ে দ্বাররক্ষীকে ডেকে বললেন—"দরজাটা খোলো ভাই!"

"দরজা খুলতে বলা সোজা"—দ্বাররক্ষীটা তিক্তস্বরে বলল—"কিন্তু চাবি হাতে না থাকলে কেমন করে খোলা যায়, বলতে পারেন?"

"চাবি হাতে নেই? কোথায় গেল চাবি?"

"নিয়ে গেছে।"

"নিয়ে গেছে? কে নিয়ে গেল?"—ঘনায়মান বিপদের মুখেও পরম বিস্ময়ের সুর ফোটে জনের মুখে।

"নিয়ে গেছে—যারা নিতে পারে। আমি আপনাকে চিনেছি—মহান্ ডি-উইট। কিন্তু চাবি সত্যিই নেই, থাকলে ওদের আদেশ অমান্য করেও আমি আপনাকে দরজা খুলে দিতাম।"

কিংকর্তব্যবিমূঢ়, হতাশ, জন উইট। টল-হেক দ্বারের ওপিঠেই সমুদ্রের জেটি। আর সেই জেটিতে ডি-উইটদের জন্য বোট বাঁধা রয়েছে। দরজা খোলা পেলে

পাঁচ মিনিটের মধ্যে তাঁরা মুক্তসমুদ্রে ভাসতে পারেন, উধাও হয়ে যেতে পারেন স্বাধীনতার, নিরাপত্তার অভিমুখে।

কিন্তু উপায় নেই, টল হেক বন্ধ। অন্য দ্বার খোলা যদি-বা পাওয়া যায়, তা দিয়ে বেরিয়ে সমুদ্রের তীরে তীরে আবার টল-হেক-এর জেটিতে এসে বোট ধরা—বহু সময়ের দরকার। তত সময় কি আছে তাঁদের?

নেই! তা জেনেও জন আদেশ দিলেন—"অন্য দ্বারের দিকে চল কোচম্যান!"

চলল গাড়ি।

কিন্তু গাড়ির গতিবিধি ইতিমধ্যে একটা মদ-ঢোলাইওয়ালার সন্দেহ উদ্রেক করেছে। সে এতক্ষণ বুইটেনহফে যেতে পারেনি কর্নেলিয়াসকে ফাঁসিতে লটকাবার জন্য, কারণ হাতে জরুরি কাজ ছিল। ছটফট করছিল সে। অবশেষে কাজ সমাধা করে দোকানের ঝাঁপ সবে বন্ধ করেছে, রাস্তায় নেমেছে হত্যা-উৎসবে যোগ দেবার জন্য, এমন সময় সে দেখল—

গাড়ির জানালাতে যে মুখখানা দেখা যায়, ও কি জন ডি-উইটের মুখ নয়? সে আরও দুই-একজনকে ডেকে দেখাল।

গাড়ি ছুটেছে অন্য দ্বারের দিকে। বন্ধ! বন্ধ! সব বন্ধ!

গাড়ি সেখান থেকেও ফিরেছে। কোচম্যান জানতে চাইছে তৃতীয় কোনও দ্বারের দিকে আবারও গাড়ি ছোটাবে কি না, এমন সময় কাতারে কাতারে লোক কোথা থেকে এসে যে সমুখের রাস্তা আগলে দাঁড়াল, ডি-উইটেরা বুঝতেই পারলেন না।

কী দানবীয় উল্লাস, সেই হাজার হাজার নরপশুর! গাড়ি ঘিরে ফেলল তারা। টেনে নামাল ডি-উইট ভ্রাতৃযুগলকে। একজন একটা লোহার ডাণ্ডা দিয়ে সজোরে আঘাত করল কর্নেলিয়াসের মাথায়। একসাথে অনেকগুলো ছোরা বিঁধে গেল—জনের সারা অঙ্গে।

দুটো দেহ থেকে টুকরো টুকরো করে মাংস কেটে নিল পিশাচেরা। তারপর কঙ্কাল দুটোকে হিঁচড়ে টানতে টানতে নিয়ে চলল বুইটেনহফের দিকে। সেখানে, দুর্গের সমুখের ফাঁসিকাঠে ও দুটোকে লটকে দেওয়া হবে পা উপরদিকে করে।

টল-হেক তোরণে স্ট্যাডহোল্ডার উইলিয়াম তখন দ্বাররক্ষকের হাতে ফিরিয়ে দিচ্ছেন দ্বারের চাবি।

তিন

ডর্ট শহরের যুগল টিউলিপ-ব্যবসায়ীর খবর এইবার নেওয়া যাক।

হায় ভ্যান বেয়ার্লি! সংসার পৃথিবী সব ভুলে বেচারী তার ফুলের চাষ নিয়ে মশগুল হয়ে রয়েছে। রাজধানীতে যে এমন সব মহামারী বিপর্যয় কাণ্ড হয়ে

pathagar.net

যাচ্ছে, তার কোন খবরই সে রাখে না।

কিন্তু বক্সটেল! সে উভচর। টিউলিপ চাষ করতে বসেছে বলে সে যে রাজনীতির সংস্রব ত্যাগ করবে, এমন কী কথা? হল্যান্ডে যে রাজনীতির মঞ্চে একটা পটপরিবর্তন হতে যাচ্ছে, তা সে অনেক আগেই টের পেয়েছে, এবং একটা চোখ, একটা কান নিয়মিতভাবে ফেলে রেখেছে সেই নেপথ্যপানে। ফলে সে আগে থেকেই বুঝতে পেরেছিল যে ডি-উইটদের পতন অবশ্যম্ভাবী। কর্নেলিয়াস ডি-উইটের প্রাণদণ্ড যদি নাও হয়; যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা নির্বাসন যে হবেই, এবং ক্ষমতার উচ্চতম শিখর থেকে ডি-উইট ভ্রাতৃদ্বয় যে একেবারে চরম অধঃপতনের গহ্বরে বিলীন হবেই, সে বিষয়ে সে বেশ কিছুদিন থেকেই হয়ে আছে সুনিশ্চিত।

শুধু নিশ্চিত হয়ে বসে নেই বক্সটেল, সে গভীরভাবে চিন্তা করেছে। কর্নেলিয়াস ডি-উইটের যদি পতন হয়, কর্নেলিয়াস ভ্যান বেয়ার্লিরও কি পতন সেই সঙ্গে ঘটানো যায় না? ধর্মপিতা এবং ধর্মপুত্র! নিবিড় স্নেহের সম্পর্ক দু'জনের। দু'জনকে একসঙ্গে গেঁথে দেওয়ার একটা সূত্র আবিষ্কার করা এতই কি শক্ত কাজ?

ভাবতে ভাবতে বিদ্যুৎচমকের মত একটা কথা মনে পড়ে গেল ওর। বক্সটেলের চোখের উপরই একটা ঘটনা ঘটেছিল। এক তাড়া কাগজ অতি গোপনে কর্নেলিয়াস ডি-উইট রেখে গিয়েছিল কর্নেলিয়াস ভ্যান বেয়ার্লির কাছে। তখনই সন্দেহ হয়েছিল বক্সটেলের—কাগজগুলি রাজনীতি সম্পর্কিত না হয়ে যায় না। তখন ও-নিয়ে হইচই করবার মত ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু আজ?

লাঞ্ছিত দণ্ডিত ডি-উইটদের সঙ্গে ভ্যান বেয়ার্লির নাম জড়িয়ে রাজদ্বারে যদি অভিযোগ আনা যায়, তার কি কিছুমাত্র ফল হবে না?

হবেই!

অতঃপর বক্সটেল চিঠি লিখতে বসল। বেনামী চিঠি। কিন্তু কাগজগুলি কোন্ জায়গায়, আলমারির কোন্ তাকে, কোন্ খুপরিতে লুক্কায়িত আছে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিল তার। এই বর্ণনায় খুঁটিনাটি দেখলে কেউ খবরটাকে বাজে বলে উড়িয়ে দিতে পারবে না। একবার সত্যাসত্য নির্ধারণের জন্য তদন্তে আসবেই। আর তা যদি আসে, তাহলেই বক্সটেলের কার্যসিদ্ধি। বামাল ধরা পড়বেই। এবং তা হলেই বেয়ার্লির ধ্বংস।

বেয়ার্লিকে ধ্বংস করলে বক্সটেলের লাভ আছে বই কি! দারিদ্র্যের জন্যও বটে, অখণ্ড মনোযোগটা ভ্যান বেয়ার্লির কার্যক্রমের উপর নিবদ্ধ রাখতে হয়েছে বলেও বটে, নিজে বক্সটেল কালো টিউলিপ সৃষ্টির ব্যাপারে বড় বেশি অগ্রসর হতে পারেনি। কিন্তু বেয়ার্লির অগ্রগতি সে দৈনন্দিন লক্ষ্য করেছে। সে অগ্রগতি অব্যাহত রয়েছে এখন পর্যন্ত। এখন যে-স্তরে পৌঁছেছে সেই অগ্রগতি, তাকে

pathagar.net

অনায়াসেই সিদ্ধির সন্ধিক্ষণ বলা যেতে পারে। অর্থাৎ গাঢ় বাদামী টিউলিপের যে কোঁড় সেদিন তুলেছে বেয়ার্লি, তা থেকে অতঃপর কালো টিউলিপের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী বলেই বক্সটেল বিশ্বাস করে।

এ-সময়ে, এই সন্ধিক্ষণে বেয়ার্লিকেই যদি অপসারিত করা যায় তার কর্মক্ষেত্র থেকে, সে কিছু আর তার ফুলের কোঁড় সঙ্গে নিয়ে যাবার চিন্তা করবে না, বা তার সুযোগ পাবে না। তারপর, সে যখন কারাপ্রাচীরের আড়ালে সমাধিস্থ হবে, বক্সটেল শুধু মইটি বেয়ে বেয়ার্লির বাগানে নেমে যাবে, এবং আলগা মাটির ভিতর হাতড়ে কালো টিউলিপের কোঁড়গুলি তুলে নিয়ে আসবে। বেয়ার্লির কোঁড় থেকে কালক্রমে গজিয়ে উঠবে বক্সটেলের কালো টিউলিপ।

ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে ওঠে। উত্তপ্ত মস্তিষ্কে রাস্তায় ছুটে বেরিয়ে ডাকে চিঠি ফেলে আসে বক্সটেল।

এসব হল কয়েকদিন পূর্বের কথা।

* * *

সেদিন উপরের ঘরে বসে বেয়ার্লি তার কালো টিউলিপের কোঁড়গুলির দিকে সস্নেহে তাকিয়ে আছে। এখনও এগুলি মাটিতে বসাবার উপযুক্ত সময় আসেনি। সে-সময় এলেই বেয়ার্লি এদের বাগানে বসাবে, এবং সতর্ক পাহারায় রাখবে, যতদিন না সাধের কালো টিউলিপ আত্মপ্রকাশ করে তার বাগানে। তারপর সে কী গৌরব! এক লক্ষ গিল্ডার পুরস্কারের কথা সে বেশি ভাবছে না। পৃথিবীর ফুলচর্যার ইতিহাসে ভ্যান বেয়ার্লির নাম স্থায়িভাবে সম্মানের আসন অধিকার করে থাকবে, কালো টিউলিপের পরিচয়ই হবে বেয়ার্লিয়েন্সিস্ টিউলিপ বলে—এই সুখস্বপ্নেই সে বিভোর।

তিনটি কোঁড় তার হাতে। কালো টিউলিপের কোঁড় তিনটি। এমন সময়ে সিঁড়িতে দুপদাপ শব্দ, কে যেন ছুটে আসছে।

ব্যস্তভাবে ধাত্রী স্যু কাকে যেন বলছে—"ওঘরে ঢুকো না। ওঘরে ঢুকো না! ও ঘরে ঢোকা মালিকের নিষেধ!"

এক অপরিচিত পুরুষকণ্ঠে অতি উত্তেজিত উত্তর এল—"নিষেধ শুনলে তো চলবে না! এ যে জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন!"

সঙ্গে সঙ্গে স্যু-কে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে কে যেন দড়াম করে দরজা খুলে ফেলল, এবং হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল ঘরের ভিতর।

কে এল, কী জন্য এল—সে চিন্তা বেয়ার্লির নয়। সে রেগেই আগুন। সাধকের তপোভঙ্গ হলে তার ত্রিনেত্র থেকে ছোটে রুদ্রানল। যেখানে কারও প্রবেশ সে বরদাস্ত করে না, কী স্পর্ধায় এই অজানা অচেনা লোকটা সেখানে এসে ঢোকে?

সে লাফিয়ে উঠল একেবারে অনধিকার প্রবেশকারীর সম্মুখীন হবার জন্য।

আর এমনি দুর্দৈব—লাফিয়ে উঠতে গিয়েই তার হাত থেকে কালো টিউলিপের কোঁড় তিনটি ফসকে এদিকে-ওদিকে ছিটকে পড়ল।

হায়! হায়! হায়! কে এল, কেন এল—দেখবার বা প্রশ্ন করবার কথা ভুলেই গেল ভ্যান বেয়ার্লি। ত্রস্তব্যস্ত হয়ে সে হাঁটু গেড়ে বসে গেল মেঝেতে। সোফার তলায়, ডেস্কের তলায় হাত দিয়ে দিয়ে সে মহামূল্য কোঁড় তিনটি খুঁজতে লাগল।

এই যে একটা পাওয়া গেল।

যে লোক ঢুকেছিল—সে নতজানু বেয়ার্লির নাকের ডগায় একখানা কাগজ এগিয়ে দিল—"পড়ুন! এক্ষুণি পড়ুন!"

"কেন? কী? কী? আহাহা! মাড়িয়ে দেবে যে কোঁড়টাকে! সর সর—কে তুমি?"

"আমি ক্রেইক! এক্ষুণি পড়ুন! চিঠি এক্ষুণি পড়ুন!"

"পড়ব পড়ব! তুমি সর এখন—"

কে যে ক্রেইক, মনে পড়ি-পড়ি করেও পড়ছে না ভ্যান বেয়ার্লির। ঐ যে দ্বিতীয় কোঁড়টা—তুলে আনবার জন্য সে হাত বাড়িয়েছে সবে, ক্রেইক আর দাঁড়াতে পারল না। সে তো জানে এই মুহূর্তে সময় তার নিজের পক্ষে কত মূল্যবান। সে ছুটে পালিয়েছে হেগ থেকে, দেখেই এসেছে হেগ-জনতার ভয়াল হিংস্র মূর্তি। ডি-উইট ভ্রাতারা যে এতক্ষণ বেঁচে নেই, তা সে নিশ্চিত বলেই ধরে নিয়েছে। সে নিজে জন ডি-উইটের বিশ্বস্ত ভৃত্য। ধরা পড়লে এই অরাজক রাজত্বে তার জীবনের দাম এখন কানাকড়িও নয়, তাও সে নিশ্চিত জানে। কর্তব্যবুদ্ধি যদি তার এতটুকু কম হত, তাহলে সে ছুটে এসে জীবন বিপন্ন করত না। এখানে না এসে ইংলন্ডের কোন জাহাজে উঠলে এতক্ষণ সে নিজে নিরাপদ হতে পারত।

কিন্তু একান্ত কর্তব্যনিষ্ঠ সে, তাই নিজের জীবনের উপর প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়েও সে প্রভুর শেষ আদেশ পালন করতে ছুটে এসেছে। কিন্তু সে কাজ শেষ হয়েছে তার। ডি-উইটের চিঠি সে পৌঁছে দিয়েছে ভ্যান বেয়ার্লির নিজের হাতে। বলেছে তাকে এক্ষুণি পড়তে। তার দায়িত্ব শেষ হয়েছে। এখন সে যদি নিজের প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করে, তাকে ধর্মত লোকত দোষ দেবে না কেউ। সে ছুটে বেরুল ঘর থেকে। বেরুতে বেরুতেও বার বার চিৎকার করে বলে গেল—"এক্ষুণি পড়ুন! এক্ষুণি পড়ুন!"

"পড়ছি, পড়ছি"—বলতে বলতে তখনও সোফার তলায় হাতড়াচ্ছে বেয়ার্লি। দুটো কোঁড় এসে গিয়েছে তার হাতে! আর একটিও ঐ দেখা যায় ডেস্কের পাশটায়। হাত বাড়িয়েছে বেয়ার্লি—

একী! আবার একী শব্দ সিঁড়িতে? ধুপধাপ! ধুপধাপ! এবার যেন অনেক

লোকের পায়ের শব্দ একসাথে! এ দেশ কি অরাজক হল? নিজের বাড়িতেও লোক নিশ্চিন্দি থাকতে পাবে না? সে একান্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে দাঁড়াল। উঠে দাঁড়াল—কারণ তৃতীয় কোঁড়টিও তার হস্তগত হয়েছে।

একটা চিৎকার। স্যুর চিৎকার এ। দরজা খুলে গেল দড়াম করে। চারদিকে চাইতে লাগল বেয়ার্লি! আলমারি খুলে কোঁড়গুলি নিরাপদ স্থানে রাখার সময় নেই আর। একান্ত গোপনীয় এই বস্তুগুলি যাতে বাইরের লোকের দৃষ্টিপথে না পড়ে, তা করতেই হবে।

এই যে এক টুকরো কাগজ পড়ে আছে মেঝেতে। কোঁড় তিনটি সেই কাগজে জড়িয়ে সে তাড়াতাড়ি জামার ভিতরের পকেটে চালান করে দিল। কাগজখানা যে ক্রেইকের সেই চিঠি, তা তার মনে পড়ল না।

একদল সৈন্য প্রবেশ করল কর্নেলিয়াসের কক্ষে, তাদের আগে আগে জনৈক রাজপুরুষ।

এই রাজপুরুষটি ভ্যান বেয়ার্লিকে বিলক্ষণ চেনেন। তবু তিনি মামুলি রীতি অনুযায়ী প্রশ্ন করলেন—"আপনিই কি ডাক্তার কর্নেলিয়াস ভ্যান বেয়ার্লি?"

নমস্কার করে বেয়ার্লি বলল—"আমিই সেই লোক। এবং ভ্যান স্পেন মহাশয়, আপনি সে-কথা ভাল রকমই জানেন।"

"তাই যদি হয়, তবে রাজদ্রোহমূলক যেসব কাগজ আপনার কাছে আছে, তা আমাদের হাতে সমর্পণ করুন।"

"রাজদ্রোহমূলক কাগজ?"—হতবুদ্ধির মত শুধু আবৃত্তি করল ঐ কথাটাই কর্নেলিয়াস।

"দয়া করে অবাক হবার ভান করবেন না মশাই!"

"ভ্যান স্পেন, আমি শপথ করে বলছি—আমি কিছুমাত্র বুঝতে পারছি না যে আপনি কী চাইছেন আমার কাছে।"

"আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি তাহলে। সেই কাগজগুলি আমরা চাই, যা দেশদ্রোহী কর্নেলিয়াস ডি-উইট গত জানুয়ারি মাসে আপনার কাছে রেখে গিয়েছিল।"

এইবার কর্নেলিয়াস যেন আলো দেখতে পেয়েছে। তার মুখের ভাবান্তর লক্ষ্য করে ভ্যান স্পেন বলে উঠল—"মনে পড়ছে, না?"

"সত্যিই পড়ছে মনে। কিন্তু রাজদ্রোহ-ট্রোহ কী বলছেন? ও জাতীয় কাগজ তো সে-সব নয়!"

"আপনি তাহলে অস্বীকার করছেন?"

"নিশ্চয়ই করছি।"

ম্যাজিস্ট্রেট ঘুরে ঘুরে চারিদিকটা দেখে নিলেন তাড়াতাড়ি—"আপনার ফুলের কোঁড় রাখবার ঘর কোন্‌টি?"

"যে ঘরে আপনি এই মুহূর্তে রয়েছেন, সেইটিই।"

হাতে একতাড়া কাগজ ভ্যান স্পেনের। তারই সব-উপরকার কাগজটা থেকে কী যেন তিনি পড়ে নিলেন। তারপর দৃঢ় প্রত্যয়ের সুরে বললেন—"বেশ! বেশ! কাগজগুলি আমাকে দেবেন কি না, ভ্যান বেয়ার্লি?"

"কি করে দেব, ভ্যান স্পেন? আমার সম্পত্তি তো নয় সেগুলি। আমার কাছে গচ্ছিত আছে এইমাত্র। গচ্ছিত বস্তুতে তো হাত দিতে নেই!"

"ডক্টর কর্নেলিয়াস, রাষ্ট্রের নামে আমি আদেশ করছি—এই টানাটি খুলে ওর ভিতরকার কাগজগুলি আপনি দিয়ে দিন আমাকে।"

ম্যাজিস্ট্রেট তৃতীয় টানাটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন।

সত্যিই এই টানাতেই কর্নেলিয়াস ডি-উইটের কাগজপত্র রয়েছে। পুলিশ যে খাঁটি খবরই পেয়েছে, বেয়ার্লির সন্দেহ রইল না আর।

"দেবেন না তাহলে?"—কর্নেলিয়াসকে নিশ্চল হতবুদ্ধিবৎ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ম্যাজিস্ট্রেট বললেন—"তাহলে আমি নিজেই নেব।"

টানাটা টেনে খুলে ফেললেন ভ্যান স্পেন। প্রায় কুড়িটি কন্দ বেরুলো—সাবধানে সাজানো, প্রত্যেকটির সঙ্গে একটা টিকিট গাঁথা। এদের পিছন থেকে বেরুলো সেই কাগজের পুলিন্দা। ডি-উইট দিয়ে যাবার পর যেখানে যেভাবে ভ্যান বেয়ার্লি সেটা রেখে দিয়েছিলেন, সেইখানেই রয়েছে, সেই ভাবেই।

ম্যাজিস্ট্রেট পুলিন্দার সিলমোহর ভেঙে ফেলে কাগজগুলির উপর তাড়াতাড়ি একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। ঠিক কী-ধরনের কাগজ এগুলি, তা বুঝতে এক মিনিটও তাঁর দেরি হল না। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর ভাবান্তর। বজ্রকঠোর কণ্ঠে তিনি বললেন—"ঠিক খবরই পেয়েছি আমরা।"

"ঠিক খবর, মানে?"

"ভ্যান বেয়ার্লি, আর ভান কর্ন্স্টথা। চলে আসুন আমার সঙ্গে।"

"আপনার সঙ্গে? সে কি?"

"হ্যাঁ, রাষ্ট্রের নামে গ্রেফতার করছি আপনাকে।"

তখন পর্যন্ত স্ট্যাডহোল্ডারের নামে বন্দী করার প্রথা চালু হয়নি।

"গ্রেফতার? কিন্তু কী করেছি আমি?"—আর্তনাদের মত শোনায় বেয়ার্লির প্রশ্ন।

"সেকথা বলবার ভার আমার উপর নয়। বিচারকের সম্মুখে বলবেন—আপনার যা বলবার আছে।"

"কোথায়? কোথাকার বিচারক?"

"হেগ রাজধানীর।"

ধাত্রী তখন মূর্ছা গিয়েছে। ভৃত্যেরা অশ্রুমোচন করছে। সবাইকে ফেলে রেখে ভ্যান বেয়ার্লি ম্যাজিস্ট্রেটের অনুসরণ করে বাড়ির বাইরে চলে এল। তাকে

pathagar.net

রাজবন্দী হিসাবে গাড়িতে পুরে ভ্যান স্পেন দ্রুতবেগে গাড়ি ছোটালেন রাজধানীর দিকে।

* * *

বক্সটেল ঠিকই হিসাব করেছে।

সে যা ধারণা করেছিল, হুবহু তাই ঘটছে। বেয়ার্লি যেদিন গ্রেফতার হয়ে হেগ চলে গেল, সেদিন তার শোকাহত ভৃত্যদের আর একথা মনে রইল না যে প্রভুর অতি প্রিয় ফুলবাগানে এখনও পাহারা দেবার দরকার আছে।

রাত্রি এল। রাত্রি গভীর হল। বক্সটেল মই বেয়ে উঠল গিয়ে দেয়ালের মাথায়, সাইকামোর গাছের আড়ালে।

রাত বারোটা বাজল। বেয়ার্লির বাগান অন্ধকার, বাড়ি অন্ধকার। নিস্তব্ধ চারিধার। বক্সটেল সাহস সঞ্চয় করল। নিজের বাগানের দিক থেকে মই তুলে এনে বেয়ার্লির বাগানে নামিয়ে দিল, তারপর নিজে নামল।

ঠিক কোন্‌খানে কালো টিউলিপের কোঁড় পোঁতা রয়েছে, তা বক্সটেলের নখদর্পণে। নিজের চোখে সে যে বেয়ার্লিকে পুঁততে দেখেছিল! সে দ্রুত সেই স্থানটির দিকে এগিয়ে গেল, অবশ্য চষা মাটিতে পা যাতে না পড়ে, পায়ের দাগ যাতে কোথাও না হয়, সেদিকে দৃষ্টি রেখে। সুরকির রাস্তার উপর হাঁটছে সে।

ঠিক জায়গায় পৌঁছে চষা মাটির ভিতর সে হাত ডুবিয়ে দিল। হাতড়াতে লাগল। না, হাতে কিছুই ঠেকে না। ভুল হয়েছে নিশ্চয়।

হাতড়াতে লাগল কাছাকাছি। কিছুই না।

কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে বক্সটেলের।

হাতড়াচ্ছে ডান দিকে। কিছু না। হাতড়াচ্ছে বাঁ দিকে। তবু কিছু না। হাতড়াচ্ছে সমুখপানে, হাতড়াচ্ছে পিছনপানে। কোথাও কিছুই না।

সে পাগল হয়ে যাচ্ছে যেন। বুঝতে পারছে সেই দিনই সকালে মাটি থেকে কোঁড় তুলে নিয়ে গিয়েছে বেয়ার্লি।

বুঝতে পেরেও, তবু বক্সটেল কিছুতেই সেখান থেকে যেতে পারে না। পাবে না জেনেও হাত দিয়ে দশ স্কোয়ার ফুট জায়গা সে খুঁড়ে ফেলল।

নাঃ, এবারে নিঃসন্দেহ। দুর্ভাগা বক্সটেল! কোঁড় স্থানান্তরিত হয়েছে, এতে আর সন্দেহ নেই।

ক্রোধে উন্মাদের মত সে। মই বেয়ে দেয়ালে উঠল, মই ঠেলে তুলে ফেলল, মই ওপিঠে নামাল, মই বেয়ে মাটিতে নামল, মইখানা দড়াম করে মাটিতে ফেলে দিল।

নিজের ঘরে উঠতে উঠতে হঠাৎ মাথায় এল তার—হতাশ হবার তো কারণ নেই! ফুলের কোঁড় বাগানে যখন নেই, তখন তার ফুলের ঘরে নিশ্চয়ই আছে।

জানালা—ও তো বাইরে থেকেও খোলা যাবে! চাই কেবল একখানা লম্বা মই, যাতে দোতলার জানালার নাগাল পাওয়া যাবে। তত বড় মই তার নিজের নেই।

রাস্তায় একটা বাড়ি মেরামত হচ্ছে বক্সটেল দেখেছে। মিস্ত্রীদের বড় মই একখানা আছে সেখানে, দেখেছে তাও। আছে, অর্থাৎ সন্ধ্যাবেলাতেও ছিল। কাজ শেষ করে মিস্ত্রীরা যদি ঘাড়ে করে না নিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে এখনও আছে।

উপরের ঘরে আর উঠল না বক্সটেল। নেমে রাস্তায় ছুটল। আছে! আছে সে-মই! অশেষ পরিশ্রমে সেখানা ঠেলে নিয়ে এল নিজের বাড়িতে, বাগানের ভিতর। বাগান থেকে দেয়ালের মাথা, দেয়াল থেকে বাগান, বাগান থেকে বেয়ার্লির বাড়ি—ওঃ, কী ঘোরতর মেহনত!

অবশেষে বেয়ার্লির ফুলের ঘরের জানালায় খাড়া করা হল সেই লম্বা মই। মই বেয়ে উঠে বাইরে থেকেই জানালা খুলে ফেলা তাও হল। শোকাহত ভৃত্যেরা ঘুমোচ্ছে দেখ!

ঘরের ভিতরে ঢুকেছে বক্সটেল। বেয়ার্লির ফুলের কোঁড় কোথায় থাকে, তা সে হাজার বার দূরবীন দিয়ে দেখেছে। টানা খুলে ফেলে হাতড়াতে লাগল। আঁধারী লণ্ঠন একটা সে সঙ্গে এনেছে।

ফুলের কোঁড় বেরিয়েছে গাদা গাদা। লাল টিউলিপের কোঁড়, হলদে টিউলিপের কোঁড়, বাদামী টিউলিপের কোঁড়। টিকিটে লেখা আছে প্রত্যেকটা কোঁড়ের পরিচয়। কী মাসে কোন্ তারিখে মাটিতে বসাতে হবে কোন্‌টা, লেখা আছে তাও।

সব আছে। নেই কেবল কালো টিউলিপের কোঁড়। নেই! কোথাও নেই।

তন্ন তন্ন করে একবার, দুইবার, তিনবার করে সমস্ত ঘরটা বক্সটেল পরীক্ষা করল। অবশেষে নিজের মনের কাছেই সে স্বীকার করতে বাধ্য হল—নেই। কালো টিউলিপের কোঁড় এখানেও নেই।

বাগানে নেই, ঘরে নেই, তাহলে কোথায় গেল? অনিবার্য সিদ্ধান্ত—পাঁজরার হাড়ের চেয়ে প্রিয় বস্তু ঐ কালো টিউলিপের কোঁড় বেয়ার্লি সঙ্গেই নিয়ে গিয়েছে।

চার

সেই বুইটেনহফ কারাদুর্গ। সেই কক্ষ—যেখানে কর্নেলিয়াস ডি-উইটকে কারারুদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। আজ সেই কক্ষেই আবদ্ধ করা হল আর এক কর্নেলিয়াসকে। এ হল কর্নেলিয়াস ভ্যান বেয়ার্লি। এর পরিচয় পেয়েই বর্বর গ্রাইফাস বিদ্রূপ করে বলেছিল, "ধর্মপিতার কক্ষেই ধর্মপুত্রের জায়গা করে দেওয়া যাক। কর্নেলিয়াসদের নিজস্ব হয়ে থাকুক ও ঘরটা।"

রাত তখন প্রায় দুপুর। আগে আগে সশস্ত্র প্রহরী সিঁড়ি ভেঙে দ্বিতলে উঠছে। তাদের পিছনে চাবি হাতে গ্রাইফাস, তারও পিছনে ভ্যান বেয়ার্লি। সর্বপশ্চাতে আসছে আরও কয়েকটি সান্ত্রী।

বেয়ার্লি এই ভাগ্যবিপর্যয়ে হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছে যেন। যা ঘটেছে, তার আসন্ন ফলাফল যে কতদূর মর্মান্তিক, ভয়াবহ হতে পারে, তা যেন ঠিক সে মাথায় আনতে পারছে না। এখনও তার মনোযোগের বারো আনা পড়ে আছে তার সাধনার ধন কালো টিউলিপের উপরে। পকেটে আছে কাগজে জড়ানো তিনটি মহামূল্য কোঁড়, থেকে থেকে পকেটে হাত দিয়ে দেখছে সেগুলি নিরাপদে আছে কি না!

টিউলিপের কথা ভাবতে ভাবতেই বুঝি সিঁড়িতে উঠছিল ভ্যান বেয়ার্লি, হঠাৎ বাঁ দিকে খুট করে একটু শব্দ হল। শব্দ সামান্য, অন্যমনস্ক ব্যক্তির কানে না গেলেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু ছিল না।

কিন্তু ভবিতব্যের বিধান কে অন্যথা করবে? অন্যমনস্ক বেয়ার্লিও ফিরে তাকাল সেই সামান্য শব্দে।

তার তিন সিঁড়ি নিচে একটা অনতিপ্রশস্ত চাতাল। সেই চাতালের ধারে একটি দরজা খুলে গিয়েছে। গ্রাইফাসের ব্যক্তিগত বাসস্থানের দরজা ওটা। সেই দ্বারপথে একটি পদ্মফুল ফুটে আছে যেন।

রোজা দাঁড়িয়ে আছে একটি মোমবাতি হাতে করে। মোমের আলো ঠিক তার মুখের উপরেই পড়েছে, বাকি দেহটা রয়েছে অন্ধকারে।

ভ্যান বেয়ার্লি ফিরে তাকিয়েই দাঁড়িয়ে পড়তে বাধ্য হল। তার আর চলৎশক্তি রইল না, স্থান-কালও যেন ভুল হয়ে গেল তার।

কী অপূর্ব সুন্দর লাগল সেই মুখখানি! ঘনায়মান আঁধারে একটি জ্যোতির্গোলক। দুটি চোখে কী অমর্ত্যসুলভ করুণা!

রোজা শুনেছে—কে এই নতুন বন্দী। ডি-উইট ভ্রাতৃদ্বয়কে রক্ষা করবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেও সে শেষ পর্যন্ত তাঁদের প্রাণ বাঁচাতে পারেনি। আবার সেই ভাগ্যহীনদেরই এক আত্মীয় বন্দী হয়ে এল এই বুইটেনহফেই। কুপামিশ্রিত কৌতূহলের বশেই সে শয্যাত্যাগ করে উঠে এসেছে নতুন বন্দীর আকৃতিটা একবার দেখবার জন্য।

কিন্তু দেখেই সে একান্ত বিচলিত হয়ে পড়ল। এই দীর্ঘোন্নত দেহ, নবীন যুবা, মুখে যার শিশুর সারল্য, ভঙ্গিমায় যার অবাধ স্বাধীনতার অনাহত স্বাচ্ছন্দ্য, তাকেও কি মৃত্যুদেবতার দুয়ারে অতিথি হতে হবে?

হ্যাঁ, ডি-উইটদের ভাগ্য দেখে তার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছে ওদের সঙ্গে সম্পর্ক যারই থাকবে, বর্তমান মুহূর্তে তার জীবনের দাম এক কড়াও নয়। তা ছাড়া রোজার বাবার সঙ্গে ডর্টের ম্যাজিস্ট্রেট ভ্যান স্পেনের কথাবার্তার যে দুই-এক

টুকরো কানে এসেছিল তার, তাতেও বোঝা গিয়েছে ভ্যান স্পেন খুবই আশান্বিত যে তাঁর বন্দীকে তিনি ফাঁসিতে ঝোলাতে পারবেন।

রোজা তাকিয়ে আছে দরজাতে, মোমবাতিটি উঁচু করে ধরে। ভ্যান বেয়ার্লি দাঁড়িয়ে আছে সিঁড়ির রেলিং ধরে মুখ পিছনপানে ফিরিয়ে। মোমবাতির আলো তারও মুখে পড়েছে। রোজা অনিমেষ দৃষ্টি দিয়ে তাকে দেখছে, সে-দৃষ্টি থেকে সমবেদনা আর অনুকম্পা ঝরে ঝরে পড়ছে ভ্যান বেয়ার্লির উপর, সকল জ্বালা ক্ষণিকের তরে বুঝি জুড়িয়ে গেল অভাগার।

কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকা চলল না বেয়ার্লির। পিছন থেকে এসে পড়ল প্রহরীরা। একটু করুণ হাসি ফুটল বেয়ার্লির মুখে, তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে উপরে উঠে গেল গ্রাইফাসের পিছনে পিছনে। সিঁড়ির মোড় ঘুরবার সময় একবার চকিতে ঘাড় ফিরিয়ে সে দেখে, তখনও নিজের দরজাতে মোমবাতিটি হাতে করে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কারামন্দিরের অচেনা রূপসী।

রাত্রি অনেক হয়েছে, কাজেই গ্রাইফাসের খুবই তাড়াতাড়ি। সে বন্দীকে তার ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে বলল—"ঐ যে তোমার ধর্মপিতার শয্যা এখনও পাতাই আছে। শুয়ে পড় গিয়ে।"

"ধর্মপিতা?"—ভ্যান বেয়ার্লি বজ্রাহত।

"কর্নেলিয়াস ডি-উইট গো! আজ সকালেও ঐ শয্যাতেই শুয়ে ছিলেন ভদ্রলোক। তাঁর দাদা এসে তুলে নিয়ে গেলেন তাঁকে, যমালয়ে পাঠাবার জন্যই।"

আর কোন কথা না বলে বা বন্দীকে আর কোন প্রশ্নের সুযোগ না দিয়ে গ্রাইফাস দরজার তালা বন্ধ করে প্রস্থান করল। রাত অনেক হয়েছে, তুচ্ছ বন্দীগুলোর জন্য সে নিজের ঘুমের ব্যাঘাত তো করতে পারে না।

অদ্ভুত পরিবেশ। কারাদুর্গের নির্জন কক্ষ। অতি বড় দুঃস্বপ্নেও কোনদিন এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে বলে ধারণা হয়নি। ভয়ে-ভক্তিতে সে শয্যার পানে তাকিয়ে রইল। কর্নেলিয়াস ডি-উইট তার স্নেহময় ধর্মপিতা আজ সকালেও নাকি ঐ শয্যায় শুয়ে ছিলেন। তাঁর দেহের স্পর্শ তাহলে তো এখনও লেগে আছে ওতে! সে একবার সম্ভ্রমে শ্রদ্ধায় শয্যাটিতে হাত বুলিয়ে আনল।

প্রভাতে ঘুম ভাঙতেই—হ্যাঁ, ঘুম তার হয়েছিল; বিবেক যার নির্মল, ঘুম তার হয়ই, অতিবড় দুর্ভাগ্যের মুহূর্তেও। ঘুম ভাঙতেই সে একমাত্র জানালাটির পাশেই গিয়ে দাঁড়াল।

জানালা দিয়ে বুইটেনহফের সম্মুখের চত্বর চোখে পড়ে।

এক ভয়াবহ দৃশ্য তার চোখে পড়ল সেই চত্বরে।

সেখানে ফাঁসিকাঠ খাড়া করা হয়েছে রাতারাতি। আর একই ফাঁসিকাঠে পাশাপাশি ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে দুটি রক্তমাখা কঙ্কাল। কঙ্কালই বটে, দেহের মাংসগুলো টুকরো টুকরো করে কেটে নিয়ে গেছে পিশাচ নাগরিকেরা। কঙ্কাল

দুটির পা উপরদিকে করে ঝোলানো রয়েছে, এবং সহজেই দৃষ্টি পড়ে—এমন এক জায়গায় বড় বড় মোটা মোটা অক্ষরে কাগজে লেখা রয়েছে—"জন ডি-উইট আর কর্নেলিয়াস ডি-উইট, দেশের সেরা দুই শয়তানকে দেশদ্রোহের এই সাজা দিয়েছে দেশের স্বাধীন নাগরিকেরা।"

মুখের উপর যেন চাবুকের ঘা খেয়ে জানালা থেকে সরে এল বেয়ার্লি; আর সেই সময়ই ঝনঝন শব্দে দরজা খুলে ঘরে ঢুকল কারাধ্যক্ষ গ্রাইফাস।

"ও-ও কি সত্যি?"...এর বেশি আর কিছু বলতে পারল না বেয়ার্লি—জানালার দিকে আঙুল দিয়ে দেখাতে লাগল শুধু।

জানালা দিয়ে গ্রাইফাসও বাইরে তাকাল একবার, তারপর আকর্ণবিশ্রান্ত হাস্য করে উত্তর দিল—"ঐ কাগজের লেখাটা? সত্যি বই কি! বিলকুল সত্যি! বড় দুঃখ হচ্ছে তোমার, তা বুঝেছি। কিন্তু বেশিক্ষণ আর দুঃখ করতে হবে না। তোমার নিজেরও স্থান ওদের পাশেই হবে আজ বা কালের মধ্যে। সেই কথাই তোমায় বলতে এসেছি। তুমি তৈরি হয়ে নাও। তোমায় বিচারকদের সম্মুখে হাজির হতে হবে।"

দুই ঘণ্টার ভিতরেই হাজির হতে হল বেয়ার্লিকে। বিচারকের সংখ্যা বেশ কয়েকজন। ডর্ট শহরের সেই ভ্যান স্পেন মহাশয় রাষ্ট্রের পক্ষের প্রধান সাক্ষী। তাঁর জবানবন্দী দিয়েই বিচার শুরু হল। কীভাবে একটা বেনামি সংবাদ পেয়ে নগর সমিতির পক্ষ থেকে তিনি ভ্যান বেয়ার্লির বাড়িতে তথ্যানুসন্ধানের জন্য গিয়েছিলেন, কীভাবে তল্লাশি করে তিনি রাষ্ট্রদ্রোহমূলক গুরুত্বপূর্ণ সব দলিল আবিষ্কার করে এনেছেন বেয়ার্লির আলমারি থেকে, কীভাবে বন্দী ক্রমাগত সত্য গোপন করে যাচ্ছে, একটি কথাও বার করছে না মুখ দিয়ে—সব তিনি অনর্গল বলে গেলেন ধর্মাধিকরণের সম্মুখে।

বিচারকেরা তখন কর্নেলিয়াসকে জিজ্ঞাসা করলেন—তার কী বলবার আছে।

যা সত্য, তাই বলে গেল কর্নেলিয়াস ভ্যান বেয়ার্লি।

কর্নেলিয়াস ডি-উইটের সঙ্গে তার ছিল ঘনিষ্ঠ স্নেহের সম্পর্ক। জ্ঞান হয়ে অবধি সে তাঁকে স্নেহশীল হিতৈষী বলে জেনে আসছে। শ্রদ্ধা ও সম্মান করে এসেছে সেই ভাবেই। সেই তিনি এসে একদিন কিছু কাগজপত্র সীলমোহর করা পুলিন্দা একটা রেখে গেলেন তার কাছে। বলে গেলেন যে কাগজগুলো খুব গোপনীয়। ঘরে তখন তৃতীয় ব্যক্তি ছিল না। কী করে এ গোপন কথা কোন গুপ্তচরের গোচরে এল, বেয়ার্লি তা এখনো বুঝতে পারেনি।

যাই হোক, ডি-উইটের হাত থেকে কাগজগুলি নিয়ে বেয়ার্লি ফুলের কোঁড় রাখবার টানাতে তা ভরে রেখেছিল, তারপর তাতে আর হাতই দেয়নি কোনদিন।

বিচারকেরা প্রশ্ন করলেন—"ফুলের কোঁড় ঘাঁটাঘাঁটি করাই তোমার কাজ। অবশ্যই ঐ টানা তুমি প্রতিদিন দুই-একবার খুলেছ। অথচ তুমি বলছ

কাগজগুলিতে হাত দাওনি কোনদিন। এ কথা কি বিশ্বাস করা যায়?"

"বিশ্বাস করা না করা আপনাদের রুচি। কিন্তু যা প্রকৃত সত্য, তাই আমি বলেছি। কাগজগুলি আমি দেখেও দেখিনি, ওদের সম্বন্ধে কোন চিন্তাই আমার মাথায় ছিল না।"

যারা আগে থাকতে মন স্থির করে বসে আছে, তাদের কিছু বোঝানোর চেষ্টা কি একেবারেই বৃথা নয়?

বিচারকেরা উপর থেকে নির্দেশ পেয়েছে। কর্নেলিয়াস ও জন ডি-উইটের পথেই পাঠিয়ে দিতে হবে কর্নেলিয়াস ভ্যান বেয়ার্লিকে। সে নির্দেশ না মেনে তাদের উপায় নেই। বিচার যেটা হচ্ছে, সে শুধু একটা লোক-দেখানো ব্যাপার মাত্র। ডি-উইটেরা যে সত্যসত্যই রাষ্ট্রদ্রোহে লিপ্ত হয়েছিল, ফরাসী রাজা লুইয়ের কাছে দেশের স্বাধীনতা বিকিয়ে দেবার জন্য ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল, সেইটি জনসাধারণকে বুঝিয়ে দেবার জন্যই এই বিচার প্রহসনের অভিনয়।

প্রহসনের উপর যবনিকা পড়তে দেরি হল না।

বেয়ার্লিকে কারাকক্ষে ফেরত পাঠাবার পরেই আদালতের এক কর্মচারী সেখানে গিয়ে দণ্ডাজ্ঞা তাকে জানিয়ে এলেন। সেইদিনই বেলা বারোটায় তার প্রাণদণ্ড হবে। বুইটেনহফের সম্মুখেই। ফাঁসিতে নয়। ঘাতকের খড়্গে তার শিরশ্ছেদ করা হবে।

ধীর, শান্তভাবে দণ্ডাজ্ঞা শুনল ভ্যান বেয়ার্লি।

ভাগ্যের এই চূড়ান্ত বিপর্যয় তাকে মুহ্যমান করে ফেললেও সে আত্মমর্যাদা বিসর্জন দেয়নি। একমাত্র অনুরোধ সে জানাল—এই দুই ঘণ্টা সময় তাকে যেন আর বিরক্ত না করা হয়।

"নিশ্চয়!"—রাজপুরুষটি তাকে আশ্বাস দিলেন—"এসময়টা আপনাকে নিরিবিলিতে থাকতে দিতে হবে বই কি! ভগবানের কাছে আত্মনিবেদনের সময় সুযোগ সব অপরাধীকেই দেওয়া হয়ে থাকে। সেদিকে সাহায্য করবার জন্য যে কোন পাদরিকে আমরা আপনার কাছে পাঠিয়ে দিতে প্রস্তুত। বলুন, কার উপর আপনার আস্থা আছে।"

"আস্থা আমার সকলের উপরেই আছে, কিন্তু সাহায্য আমি চাই না কারোই। জীবনে কোন পাপ করিনি। অজ্ঞাতসারে যদি কিছু করে থাকি, করুণাময় ভগবান আমার অন্তরের দিকে তাকিয়ে সে অজ্ঞানকৃত অপরাধ অবশ্যই ক্ষমা করবেন। তাঁর কাছে আত্মনিবেদন আমি নিজে নিজেই করতে পারব।"

রাজপুরুষ বোধ হয় এটাকে দম্ভোক্তি মনে করে বিরক্ত হলেন। কিন্তু যে লোক দুই ঘণ্টার মধ্যে মরবে, তার সঙ্গে কথা কাটাকাটির কোন সার্থকতা আছে কি? তিনি বিদায় হলেন।

আর তিনি সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাওয়ার পরেই খোলা জানালার ওধারে দেখা

গেল একখানি মুখ।

বেয়ার্লি অবাক হয়ে দেখল—কাল রাত্রির সেই চকিতের মত দেখা সুন্দর মুখখানি আজ বড় করুণ, জলভারানত মেঘের মত।

এ-মেয়েটি যে তার ভাগ্যবিপর্যয়ে মর্মাহত, তা তার মুখে একটি কথা না শুনেও অনায়াসে বোঝা যায়।

কর্নেলিয়াস মুগ্ধ হল। দেহের সৌন্দর্যের চাইতে এর অন্তরের মাধুর্য আরও মনোহর। সে ধীরে ধীরে বলল—"কল্যাণি! তোমাকে ধন্যবাদ! হতভাগ্য বন্দীর উপর তোমার এই করুণা, এর জন্য ভগবান তোমাকে আশীর্বাদ করবেন। এক বুড়ি ধাত্রী আছে বাড়িতে, সে ছাড়া আমার জন্য দুঃখ কেউ করতে পারে, এমন ধারণা আমার ছিল না। নির্বান্ধব মৃত্যুপথযাত্রী তোমার সমবেদনার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ছাড়া আর কী করতে পারে?"

রোজা কৃতজ্ঞতার কথা পাশ কাটিয়ে গেল। কান্নায় গলা ধরে আসছে, কোনমতে জড়িত স্বরে বলল—"নিজেকে নির্বান্ধব কেন বলছেন? আপনার এক অন্তরঙ্গ বন্ধু যে আজ সকাল থেকে তিনবার বাবার কাছে এসে গেলেন!"

"সে কি?"—বেয়ার্লি যেন আকাশ থেকে পড়ল। বন্ধু? অন্তরঙ্গ? তিনবার এসেছে কারাগারে? কে সে বন্ধু, বেয়ার্লি তো মাথায় আনতে পারল না কিছুতেই।

রোজাও তার নাম বলতে পারল না।

"না, আমি বুঝতে পারলাম না ব্যাপারখানা। আমার জন্য ব্যাকুল হবে, এমন লোক কে আছে, আমি জানি না। এইটুকু শুধু জানি যে অন্তিম সময়ে আমার একমাত্র গোপন কথাটি বিশ্বাস করে বলে যেতে পারি, এমন কেউ নেই আমার।"

"কেউ নেই?"—কী সে ক্ষোভ রোজার কণ্ঠস্বরে।

"না।"—এইবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বেয়ার্লি তাকাল রোজার দিকে। একজনকে বিশ্বাস না করলে যে তারও নয়। তার জামার পকেটে যে সাত-রাজার ধন মানিক রয়েছে! কালো টিউলিপের কোঁড়! তার নিজস্ব সৃষ্টি। যার নগদ মূল্য লক্ষ গিল্‌ডার! উপরন্তু যার আবিষ্কারের গৌরবে আজকার এই রাজদণ্ডে দণ্ডিত বেয়ার্লি চিরযুগ কীর্তিমান হয়ে থাকবে পৃথিবীতে! সে অমূল্য সামগ্রীর ভার একজনের উপর না দিয়ে গেলে মৃত্যুর পরেও তার আত্মা যে শান্তি পাবে না।

পকেটে রয়েছে। ধড় থেকে মাথাটি কেটে ফেলবার পরে, নিয়ম-অনুযায়ী মৃত ব্যক্তির সমস্ত পরিচ্ছদের মালিক হয়ে যায় সেই ঘাতক। তা, টিউলিপের কোঁড় জামার পকেটে দেখে ঘাতক তো হাসবে শুধু! "লোকটা টিউলিপ পাগলা ছিল"—মনে মনে এই কথা বলে অমূল্য কোঁড় তিনটি ছুঁড়ে ফেলে দেবে নরদমায়! নবসৃষ্টির সুনিশ্চিত সম্ভাবনা ভ্রূণেই বিনষ্ট হবে।

তার চেয়ে, এই তরুণীকে বিশ্বাস করলে দোষ কী? এর অন্তরটি খাঁটি,

গেল একখানি মুখ।

বেয়ার্লি অবাক হয়ে দেখল—কাল রাত্রির সেই চকিতের মত দেখা সুন্দর মুখখানি আজ বড় করুণ, জলভারানত মেঘের মত।

এ-মেয়েটি যে তার ভাগ্যবিপর্যয়ে মর্মাহত, তা তার মুখে একটি কথা না শুনেও অনায়াসে বোঝা যায়।

কর্নেলিয়াস মুগ্ধ হল। দেহের সৌন্দর্যের চাইতে এর অন্তরের মাধুর্য আরও মনোহর। সে ধীরে ধীরে বলল—"কল্যাণি! তোমাকে ধন্যবাদ! হতভাগ্য বন্দীর উপর তোমার এই করুণা, এর জন্য ভগবান তোমাকে আশীর্বাদ করবেন। এক বুড়ি ধাত্রী আছে বাড়িতে, সে ছাড়া আমার জন্য দুঃখ কেউ করতে পারে, এমন ধারণা আমার ছিল না। নির্বান্ধব মৃত্যুপথযাত্রী তোমার সমবেদনার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ছাড়া আর কী করতে পারে?"

রোজা কৃতজ্ঞতার কথা পাশ কাটিয়ে গেল। কান্নায় গলা ধরে আসছে, কোনমতে জড়িত স্বরে বলল—"নিজেকে নির্বান্ধব কেন বলছেন? আপনার এক অন্তরঙ্গ বন্ধু যে আজ সকাল থেকে তিনবার বাবার কাছে এসে গেলেন!"

"সে কি?"—বেয়ার্লি যেন আকাশ থেকে পড়ল। বন্ধু? অন্তরঙ্গ? তিনবার এসেছে কারাগারে? কে সে বন্ধু, বেয়ার্লি তো মাথায় আনতে পারল না কিছুতেই।

রোজাও তার নাম বলতে পারল না।

"না, আমি বুঝতে পারলাম না ব্যাপারখানা। আমার জন্য ব্যাকুল হবে, এমন লোক কে আছে, আমি জানি না। এইটুকু শুধু জানি যে অন্তিম সময়ে আমার একমাত্র গোপন কথাটি বিশ্বাস করে বলে যেতে পারি, এমন কেউ নেই আমার।"

"কেউ নেই?"—কী সে ক্ষোভ রোজার কণ্ঠস্বরে।

"না।"—এইবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বেয়ার্লি তাকাল রোজার দিকে। একজনকে বিশ্বাস না করলে যে চলে নয়। তার জামার পকেটে যে সাত-রাজার ধন মানিক রয়েছে! কালো টিউলিপের কোঁড়! তার নিজস্ব সৃষ্টি। যার নগদ মূল্য লক্ষ গিল্‌ডার! উপরন্তু যার আবিষ্কারের গৌরবে আজকার এই রাজদণ্ডে দণ্ডিত বেয়ার্লি চিরযুগ কীর্তিমান হয়ে থাকবে পৃথিবীতে! সে অমূল্য সামগ্রীর ভার একজনের উপর না দিয়ে গেলে মৃত্যুর পরেও তার আত্মা যে শান্তি পাবে না।

পকেটে রয়েছে। ধড় থেকে মাথাটি কেটে ফেলবার পরে, নিয়ম-অনুযায়ী মৃত ব্যক্তির সমস্ত পরিচ্ছদের মালিক হয়ে যায় সেই ঘাতক। তা, টিউলিপের কোঁড় জামার পকেটে দেখে ঘাতক তো হাসবে শুধু! "লোকটা টিউলিপ পাগলা ছিল"—মনে মনে এই কথা বলে অমূল্য কোঁড় তিনটি ছুঁড়ে ফেলে দেবে নরদমায়! নবসৃষ্টির সুনিশ্চিত সম্ভাবনা ভ্রূণেই বিনষ্ট হবে।

তার চেয়ে, এই তরুণীকে বিশ্বাস করলে দোষ কী? এর অন্তরটি খাঁটি,

বিশ্বাসঘাতকতা এ করবে না। হায়! বেয়ার্লিকে যদি মরতে না হত! বিবাহের কথা সে কখনও চিন্তা করেনি। কিন্তু আজ সে চিন্তা মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে মনে আসে কেন? নিয়তির পরিহাসই বটে! কিন্তু মনে হয়, বিবাহ করতে হলে এমনি সরলা দয়াবতী মেয়েকে বিবাহ করাই সুখী হওয়ার একমাত্র উপায়।

রোজার কথার উত্তরে সে একটি মাত্র "না" বলেই চুপ করেছিল। এইবার তারই জের টেনে বলল—"তবে তুমি যদি—"

"আমি?"—অস্ফুট উক্তি রোজার, যার ভিতর সংশয় আর বিস্ময় সমানভাবে মিশে রয়েছে।

"তোমায় লোভ দেখাবার জন্য বলছি না। প্রকৃত সত্য কথাই বলছি—আমার অসমাপ্ত একটি কাজের ভার যদি তুমি নাও, লক্ষ গিল্‌ডার পুরস্কার পাবে তুমি। আমার লাভ হবে এই যে—মরেও আমি তৃপ্তি পাব। আমার জীবনের সাধনা সার্থক হয়েছে দেখে, আত্মা আমার স্বর্গবাসের চেয়ে বেশি আনন্দ লাভ করবে। নেবে তুমি সে ভার?"

রোজা ধীরে ধীরে বলল—"লক্ষ গিল্‌ডার আমি পাই বা না পাই, আপনার শেষ সময়ে যদি একটু সান্ত্বনা আপনাকে দিতে পারি, তার জন্য যে-কোন কাজের ভার, যদি সে কাজ অন্যায় না হয়, আমি সানন্দে নেব। আর অন্যায় কোন কাজের ভার আপনি আমাকে দিতে চাইবেন না, তা জানি।"

"না, না, কোনদিক দিয়েই সে কাজ অন্যায় নয়। শোনো তাহলে, হার্লেম শহরের নাম শুনেছ? সেখানকার টিউলিপ প্রদর্শনীর প্রেসিডেন্ট দুই বৎসর আগে ঘোষণা করেছেন—যদি কোন লোক কালো টিউলিপ সৃষ্টি করে তাঁকে দেখাতে পারে, তাহলে প্রদর্শনী থেকে তাকে লক্ষ গিল্‌ডার পুরস্কার দেওয়া হবে। বহুদিনের অক্লান্ত সাধনায় আমি সেই কালো টিউলিপের কোঁড় সৃষ্টি করেছি, এমন সময় মৃত্যু নেমে এল আমার অসমাপ্ত সাধনার উপরে। বুঝতেই তো পারছ, লক্ষ গিল্‌ডারের জন্য আপসোস নয়, এত চেষ্টা ব্যর্থ হল—এই আক্ষেপই আমার শেষ মুহূর্তগুলিকে বিষণ্ণ করে তুলেছে। তুমি যদি আমার সে চেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করার ভার নাও, আমি নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারি।"

"আমি ভার নেব, আপনাকে শান্তি দেবার জন্য। কিন্তু টিউলিপ ফোটাবার মত জ্ঞানবুদ্ধি তো আমার নেই!"

"শোনো, বিশেষ কিছুই করবার নেই। কোঁড় আমার পকেটে, সযত্নে এগুলি রক্ষা করবে। এগুলি কী জিনিস, কেউ যদি জানতে পারে, তোমার কাছ থেকে চুরি করে বা কেড়ে নিয়ে যেতে সংকোচ করবে না। এখন এ-সব পুঁতবার সময় নয়। সাত মাস পরে বসাতে হবে মাটিতে। সকালে বিকালে অল্প রৌদ্র লাগাতে হবে, অন্য সময়ে ছায়া। টবে বসানোই ভাল সেই জন্য। ফুল ফুটলেই হার্লেমের প্রেসিডেন্টের কাছে একখানা চিঠি দেবে এই বলে যে তুমি কালো টিউলিপ—"

"না, না, আমি আবিষ্কার করেছি, একথা আমি বলতে পারব না। আপনিই আবিষ্কার করেছেন—এটা গোপন করতে পারব না। তাছাড়া টিউলিপ-চাষ সম্বন্ধে কোন জ্ঞান যার নেই, সে নিজেকে কালো টিউলিপের আবিষ্কর্তা বলে জাহির করতে চাইলেও লোকে তার কথা বিশ্বাস করবে কেন?"

"এ আপত্তি সংগতই। বেশ, আমার নাম দিয়েই তুমি কালো টিউলিপ চালু করো পৃথিবীতে। দাঁড়াও, কাগজ পেনসিল দিতে পার আমাকে? যাতে পুরস্কারটা তুমি পাও—তার ব্যবস্থা করি আগে।"

রোজা লেখাপড়া জানে না, কাগজ কলমেরও ধার ধারে না। তবে কর্নেলিয়াস ডি-উইটের শেষ উপহার বাইবেলখানা তার জামার ভিতরে রয়েছে। আর সেই বাইবেলের ভিতরে আছে জন ডি-উইটের পেনসিল। বাইবেলখানির প্রথম সাদা পাতাটি ছিঁড়ে নিয়ে ভ্যান বেয়ার্লিকেই চিঠি লিখেছিলেন কর্নেলিয়াস ডি-উইট। সে চিঠি যে এই মুহূর্তে বেয়ার্লির পকেটেই রয়েছে, তা সে জানে না।

শেষ দিকের সাদা পাতাটি এইবারে বেয়ার্লি ছিঁড়ে নিল। তার পর জন ডি-উইটের পেনসিল দিয়ে লিখল নিজের উইল, সামান্য কয়েক ছত্রের ভিতরে।

"মৃত্যু আসন্ন জেনে, ডর্ট-নিবাসী কর্নেলিয়াস ভ্যান বেয়ার্লি আমার দীর্ঘদিনের সাধনার সামগ্রীটি কারাধ্যক্ষ গ্রাইফাসের কন্যা শ্রীমতী রোজাকে দিয়ে যাচ্ছি। এ সামগ্রীটি হল কালো টিউলিপের তিনটি কোঁড়। হার্লেম পুষ্পপ্রদর্শনীর প্রেসিডেন্ট কর্তৃক ঘোষিত লক্ষ গিল্ডার প্রতিযোগিতার জন্য বহু পরিশ্রমে আমি এই কোঁড় উৎপন্ন করতে সমর্থ হয়েছি। এ থেকে যে যথাকালে কালো টিউলিপ উৎপন্ন হবে, তাতে আমি নিঃসন্দেহ। উৎপাদনের ভার রইল শ্রীমতী রোজার উপর, ফুল জন্মালে রোজাই হবেন তার একমাত্র অধিকারিণী। তিনি প্রদর্শনীতে দিয়ে যাবেন এই ফুল এবং লক্ষ গিল্ডার পুরস্কার তিনিই গ্রহণ করবেন। আমার কেবল দুটি মাত্র অভিপ্রায় আছে—একটি হল এই যে কালো টিউলিপের নাম হবে রোজা নিগ্রা বেয়ার্লিয়েন্সিস্ (রোজা ও বেয়ার্লির কালো ফুল)। অন্যটি? অন্যটি আর কিছু নয়, ঐ লক্ষ গিল্ডার রোজা নিজের বিবাহের যৌতুক রূপে ব্যবহার করলে আমি সুখী হব। ছাব্বিশ বা আটাশ বৎসর বয়স্ক কোন সুদর্শন যুবক, যে ওঁকে ভালবাসে এবং উনি যাকে ভালবাসবেন, এমনি ধারা কাউকে বিবাহ করে তিনি সুখী হোন, এই আমার কামনা।

২৩শে আগস্ট, ১৬৭২, বেলা এগারোটা। } কর্নেলিয়াস ভ্যান বেয়ার্লি"
বুইটনহফ কারাগার }

"পড়ে দেখ" বলে কাগজখানি রোজার হাতে দিল কর্নেলিয়াস।

"আমি তো পড়তে জানি না"—বলল রোজা বিষণ্ণভাবে।

তখন কর্নেলিয়াসেই তার উইল রোজাকে পড়ে শোনাল। তারপর তার হাতে তুলে দিল জামার ভিতর সযত্নে রক্ষিত তার কোঁড় তিনটি। সেই কাগজখানিতেই

এখনও তারা মোড়া রয়েছে ডি-উইটের অপঠিত চিঠি। চিঠিখানি বেয়ার্লির পড়া হয়নি। পড়লে হয়ত মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা থেকেই সে রেহাই পেতে পারত, কারণ ওতে স্পষ্টই লেখা ছিল যে কর্নেলিয়াস ডি-উইটের পুলিন্দা যে কী বস্তু, তা কর্নেলিয়াস ভ্যান বেয়ার্লি আদৌ জানে না।

ভবিতব্য! চিঠি বেয়ার্লি পড়েনি, এবং চিঠিখানাতেই যে তার টিউলিপের কোঁড় জড়ানো আছে, সে হুঁশও তার নেই। টিউলিপের কোঁড়ের চাইতেও যে টিউলিপের আচ্ছাদনটুকু বেশি দামী তার পক্ষে, এমন সন্দেহ তার মনে একবারও উদয় হওয়ার কারণ ঘটেনি।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা যায় যেন। রাজপুরুষেরা আসছে বুঝি বেয়ার্লিকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়ার জন্য। কোঁড়ের পুলিন্দা এবং উইল জামার ভিতর ত্রস্তে গোপন করে সজল চোখে রোজা জানালার কাছ থেকে সরে গেল, যেন আজন্মপরিচিত প্রিয়জনের সঙ্গে তার চিরবিচ্ছেদ ঘটছে।

রাজপুরুষেরা কক্ষে প্রবেশ করে দেখল মৃত্যুদণ্ডের আসামী ধীরে শান্তভাবে কক্ষের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তাদেরই প্রতীক্ষা করছে। অনিচ্ছাতেও তারা মনে মনে প্রশংসা করতে বাধ্য হল—"এই ডি-উইট গোষ্ঠীর সবাই দেখছি নির্ভীক, মরতেও তাদের হৃৎকম্প হয় না।"

"চলুন মহাশয়েরা, আমি প্রস্তুত"—সত্যই টিউলিপের কোঁড় নিরাপদ হয়েছে দেখে বেয়ার্লি যেন পরম নিশ্চিন্ত।

* * *

আজও তেমনি বিশাল জনতা বুইটেনহফের সম্মুখে। তফাত এই যে, জনতা আজ উচ্ছৃঙ্খল নয়, কারণ তারা জানে যে আজকার আসামীর উপর মৃত্যুদণ্ডই উচ্চারিত হয়েছে, নির্বাসন নয়। একে সামলিয়ে পাঠাবার জন্য নাগরিকদের সচেষ্ট হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই।

তাছাড়া বধ্যভূমির চারদিকে আজ সৈন্য মোতায়েন রয়েছে। কাউন্ট টিলীর সৈন্য এরা নয়। খোদ স্ট্যাডহোল্ডারের বেতনভোগী সৈনিক এরা। এদের এভাবে নাগরিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে দেখে জনতার ভিতর দুই রকম গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। উইলিয়ামের ভক্ত যারা, তারা প্রকাশ করছে আনন্দ, আর ডি-উইটদের পক্ষপাতী না হয়েও যারা রাজতন্ত্রের বিরোধী, তারা আকারে ইঙ্গিতে প্রকাশ করছে অসন্তোষ। কিন্তু দুই দলই সংযত। বিরোধীদের সঙ্গে প্রকাশ্য কলহ বাধাতে কেউ ইচ্ছুক নয়, হাওয়া কোন্ দিকে বইছে, এখনও ভাল বোঝা যাচ্ছে না বলে।

বেয়ার্লি একবার চারদিকে তাকিয়ে দেখল। মনে তার আশঙ্কা ছিল ডি-উইটদের রক্তমাখা কঙ্কাল দুটি আজও বুঝি তাকে দেখতে হবে ফাঁসিকাঠে ঝোলানো। কিন্তু না, আশ্বস্ত হয়ে সে দেখল কঙ্কাল দুটি অপসারিত হয়েছে,

ফাঁসিকাঠও অন্তর্হিত। তার জায়গায় একটা উঁচু মাচা তৈরি হয়েছে তক্তা দিয়ে, যার উপরে তার নিজেরই শিরশ্ছেদ হবে। যাতে অত বড় জনতার পিছন দিকের লোকও সমগ্র দৃশ্যটা স্পষ্ট দেখতে পায় এজন্যই এমন বন্দোবস্ত হয়েছে।

নরমুণ্ডের সমুদ্র।

বেয়ার্লি কারও মুখের দিকে চাইছে না। চাইলে সে হয়ত অতি নিকটের একটা লোককে চিনতে পারত। কারণ ডর্টে তার নিকটতম প্রতিবেশী বক্সটেলকে ঘনিষ্ঠভাবে না জানলেও পথেঘাটে মাঝে মাঝে দেখেছে বই কি! সেই বক্সটেল দাঁড়িয়ে আছে একেবারে মঞ্চ ঘেঁষে। একবার সে ঘাতককে ইশারায় ডাকল কিনারের দিকে আসবার জন্য। সে এল না; কিন্তু মাথা নেড়ে ইশারায় জানাল সব ঠিক আছে।

ব্যাপারটা এই।

ডর্ট থেকে বেয়ার্লি চলে এল রাজধানীতে রাজবন্দীরূপে। সেই রাত্রেই মই লাগিয়ে তার বাগানে এবং দোতলার ফুলের ঘরে প্রবেশ করে তন্ন তন্ন করে কালো টিউলিপের কোঁড় খুঁজে বেড়াল এক চোর, তা আমরা আগেই দেখেছি। পাওয়া গেল না কোঁড়। হতাশ বক্সটেলকে আমরা নিজের বাড়িতে ফিরতেও দেখেছি, ভাগ্যকে অভিসম্পাত করতে করতে।

কিন্তু বাড়িতে ফিরে এসে কি নিদ্রায় গা ঢেলে দিল বক্সটেল? সেই পাত্রই সে বটে! সে চিন্তা করতে বসল। বাড়িতে কোঁড় রেখে যায়নি ঐ ধূর্ত বেয়ার্লি। কাজেই ধরতে হবে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছে। সঙ্গে যখন নিয়েছে, তখন মৃত্যুকাল পর্যন্ত সঙ্গেই সে রাখবে ও বস্তু। প্রাণ ধরে ও অমূল্য সামগ্রী দিয়ে যাবার মত প্রিয়জন হেগ রাজধানীতে ও পাবে কোথায়? রাজরোষে পতিত বন্দীর কাছেও তো ঘেঁষবে না কেউ!

সুতরাং ওর প্রাণদণ্ড যদি হয়, হবেই ধরে নিয়েছে বক্সটেল এবং মাথাটা কাটা যাওয়ার পরই যদি ওর পরিচ্ছদটা হাতড়ানো যায়, তার ভিতর থেকে কোঁড়গুলি অবশ্যই উদ্ধার হবে। কথা হল, বক্সটেলকে পরিচ্ছদ হাতড়াতে দেবে কেন রাজপুরুষেরা! তার উপায় করতে হবে একটা!

রাত্রি প্রভাত হবার সঙ্গে সঙ্গে বক্সটেল যাত্রা করল রাজধানীতে। সেখানে পৌঁছে সহজেই জানতে পারল যে বন্দীকে বুইটেনহফ কারাগারে রাখা হয়েছে। তক্ষুণি সে গিয়ে দেখা করল কারাধ্যক্ষ গ্রাইফাসের সঙ্গে। বন্দীর পরিচ্ছদটা হাতড়ানো এবং তার ভিতর কোন কিছু জিনিস পাওয়া গেলে বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে আসা—এ তো গ্রাইফাসের অধিকারের ভিতরই আছে। এ কাজ যদি গ্রাইফাস করে, একশো গিল্ডার পর্যন্ত পুরস্কার বক্সটেল দিতে পারে।

গ্রাইফাসের হয়ত আপত্তি ছিল না, কিন্তু সে সময় সে পেল কই? সকালে উঠেই বেয়ার্লিকে বিচারালয়ে যেতে হয়েছে, বিচারালয় থেকে ফিরবার পরই

ধর্মাধিকরণের কর্মচারী এসে তার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে কারাধ্যক্ষকে বলে গিয়েছে যে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত বাকি সময়টা নিরিবিলি থাকতে দিতে হবে বন্দীকে। এ-সময়ে বন্দীকে তল্লাশি করতে যেতে সাহস পেল না গ্রাইফাস। তল্লাশি করলে, মৃত্যুর আগে আসামী তা রাজপুরুষদের বলবেই, এবং তার ফলে গ্রাইফাসের চাকরি যেতে পারে, তেমন তেমন হলে গর্দানও যেতে পারে।

রোজা যে বেয়ার্লিকে বলেছিল—"আপনার এক বন্ধু ডর্ট থেকে এসে বারবার বাবার কাছে ঘোরাফেরা করছে আপনার খবর নেবার জন্য,"—সে এই বক্সটেলকে লক্ষ্য করেই। বেয়ার্লির নাম লোকটার মুখে শুনেই রোজা তাকে বন্ধু বলে ভেবে নিয়েছিল।

গ্রাইফাসের দ্বারা কোন উপকার হবে না বুঝতে পেরে বক্সটেল এসে ধরেছে ঘাতককে। চুক্তি করেছে তার সঙ্গে এই বলে যে একশো গিল্‌ডারের বিনিময়ে বেয়ার্লির পরিচ্ছদটা বক্সটেলকে দিয়ে দেবে ঘাতক। অর্থটা নগদই দিতে হয়েছে, আগাম।

* * *

বেয়ার্লি বধ্যমঞ্চের উপর। রাজপুরুষ এসে জনতাকে দলিল পড়ে শোনাতে লাগলেন—কী অভিযোগ এই বন্দীর বিরুদ্ধে, কী শাস্তি তাকে দিয়েছে ধর্মাধিকরণ। "স্ট্যাডহোল্‌ডার উইলিয়ামের জয়।" সহস্রকণ্ঠে গর্জন করে উঠল জনতা।

একখানা উঁচু কাঠ পড়ে আছে মঞ্চের উপর। বেয়ার্লিকে তার উপর মাথা রেখে বসতে বলা হল।

বধ্যকাষ্ঠের উপর মাথা রেখে চারদিকে দেখে নিচ্ছে বেয়ার্লি। আকাশের দিকে, জনতার মুণ্ডগুলির দিকে। মানসচক্ষে দেখছে রোজার মুখ, এবং একটি ঘোর কৃষ্ণ টিউলিপ ফুল!

সাঁই করে তরোয়াল বাতাস কেটে গেল। কিন্তু কই, তরবারি তো পড়ল না তার ঘাড়ে। না কি, পড়ে গিয়েছে এবং মাথা কেটে নেমে গিয়েছে? বুঝতে পারছে না বেয়ার্লি? কিছু বুঝতে না পেরে সে আকাশের দিকে তাকাল, কই, আকাশের রং তো বদলায়নি। এ কেমন হল?

কে যেন তাকে কোমলহস্তে ধরে তুলল।

রাজপুরুষ ঘোষণা করছেন—পরম করুণাময় স্ট্যাডহোল্‌ডার উইলিয়াম অপরাধীর তরুণ বয়সের কথা বিবেচনা করে প্রাণদণ্ড মকুব করেছেন তার!

জনতা তখন স্ট্যাডহোল্‌ডারের পরম ভক্ত হয়ে উঠেছে। বন্দী নিহত হলেও তারা জয়ধ্বনি করত, বন্দী প্রাণভিক্ষা পাওয়াতেও জয়ধ্বনিই করল।

সে-জয়ধ্বনিতে যোগ দিতে পারল না একটিমাত্র লোক। সে হল বক্সটেল।

pathagar.net

পাঁচ

স্ট্যাডহোল্ডার উইলিয়ামের কাঁধের উপর যে মাথাটি আছে, তা বয়সে নবীন হলেও রাজনীতিজ্ঞানে প্রবীণ। ডি-উইট ভ্রাতৃদ্বয়ের মৃত্যুর প্রয়োজন ছিল, তাই সারা ইওরোপের বিরাগভাজন হওয়ার আশঙ্কা মাথায় নিয়েও তিনি এভাবে কলকাঠি নেড়েছিলেন যে ডি-উইটদের মৃত্যু অনিবার্যভাবেই সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু অখ্যাত অজ্ঞাত ভ্যান বেয়ার্লির মৃত্যু উইলিয়ামের প্রতিষ্ঠার পক্ষে আদৌ প্রয়োজন নয়, বরং এই মুহূর্তে তাকে ঘাতকের করে অর্পণ করলে নবীন স্ট্যাডহোল্ডারের শাসনের সূচনাই রক্তকলঙ্কিত বলে ধিক্কৃত হবে দেশেবিদেশে। এ ঝুঁকি নেওয়ার প্রয়োজন কী?

তাই শেষ মুহূর্তে বেয়ার্লির মৃত্যুদণ্ড মকুব করলেন উইলিয়াম।

কিন্তু চিঠির পরে যেমন 'পুনশ্চ' থাকে, ক্ষমার আদেশের শেষভাগে তেমনি নতুন একটা আদেশ তিনি জুড়ে দিয়েছিলেন। সে আদেশ হল এই যে বেয়ার্লিকে সারাজীবন বন্দীজীবন যাপন করতে হবে। তার অপরাধ নাকি প্রাণদণ্ড হবার মত গুরুতর না হলেও, একেবারে মুক্তি দেবার মত হালকা নয়।

এই নতুন দণ্ডের কথা শুনে বেয়ার্লি প্রথমটা খুবই মুষড়ে গিয়েছিল। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল—বুইটেনহফের বন্দীজীবনে একটা পরম সান্ত্বনা তার পক্ষে এই থাকবে যে রোজার সঙ্গে তার মাঝে মাঝে দেখা হবে, এবং রোজা তার নির্দেশে টিউলিপ কোঁড়গুলিকে সুনিশ্চিতভাবেই কালো টিউলিপ ফুলে পরিণত করতে পারবে। মুক্তি যখন হল না, বুইটেনহফই তার কাম্য বাসস্থান।

কিন্তু তার সে-সাধেও বাদ সাধলেন উইলিয়াম। হেগ হল রাজধানী জায়গা, এখানকার খাওয়া-খরচা বেশি। একটা বন্দীকে হেগ কারাগারে পুষতে যে খরচ হবে, তার চেয়ে ঢের সস্তায় হল্যান্ডের অন্য যে কোন কারাগারে পোষা যেতে পারে। এই কারণেই বুইটেনহফের অত বড় কারাগারে বন্দীর সংখ্যা সব সময়েই কম রাখা হয়।

আদেশ হল—লিভেস্টিন কারাদুর্গে পাঠিয়ে দেওয়া হোক ভ্যান বেয়ার্লিকে।

বধ্যভূমি থেকে সোজা লিভেস্টিনে চালান দেওয়া হল তাকে।

লিভেস্টিন ডর্ট শহরের খুব কাছেই। বলতে গেলে, নিজের স্থানেই ফিরে এসেছে কর্নেলিয়াস। কিন্তু দুর্গটা একটা ছোট দ্বীপের উপর, ডর্টের সঙ্গে কিছুমাত্র যোগাযোগ নেই। তা ছাড়া এখানকার মাটি অতি বিশ্রী, টিউলিপ চাষের উপযুক্ত নয়। আর টিউলিপ এখানে চাষ করবার সুযোগ কোথায়? রোজা নেই এখানে, কালো টিউলিপের কোঁড়ও নেই।

এতদিন জীবনে একটাই মাত্র আকর্ষণ ছিল ভ্যান বেয়ার্লির—কালো টিউলিপ। এখন আকর্ষণের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে দুই। কালো টিউলিপ এবং সুন্দরী রোজা। কখন কোন্‌টা যে বেশি আকর্ষণ করে তাকে, ঠিক বুঝে উঠতে পারে না সে।

রোজাকে নিজের একটা খবর সে কেমন করে পাঠাবে?

ভ্যান বেয়ার্লি ঘরখানি পেয়েছে ভাল। জানালাটি বেশ বড়, তা দিয়ে ডর্ট শহরের চিমনিগুলি স্পষ্ট দেখা যায়। ঐখানে তার বাড়ি আছে, টিউলিপের বাগান আছে, আছে তার স্নেহময়ী ধাত্রী স্যু। স্যুর সঙ্গে যদি যোগাযোগ স্থাপন করা যায়, সে অবশ্য রোজার কাছে বেয়ার্লির খবর নিয়ে যেতে পারে।

উইল লিখে জন ডি-উইটের পেনসিলটি মনের ভুলে নিজের পকেটেই ফেলেছিল বেয়ার্লি। সেটা আছে। আর শেষ দণ্ডাজ্ঞার একটা নকল তাকে দিয়েছেন রাজপুরুষেরা। তাতে আছে একটু বাড়তি কাগজ। চিঠি লিখবার উপায় তার আছে, কিন্তু চিঠি নিয়ে যাবে কে?

জানালা দিয়ে ডর্টের দিকে তাকিয়ে আছে বন্দী। আকাশে উড়ে আসছে এক ঝাঁক পায়রা। ডর্টের দিক থেকেই আসছে। এসে লিভেস্টিনের প্রাকারে তারা বসল।

নিজের মনে ভাবতে ভাবতে কর্নেলিয়াস স্থির করল, ওরা যখন ডর্টের পায়রা, ফিরেও যাবে ডর্টেই। ওদের সাহায্যে চিঠি পাঠানো যায় না স্যুকে? পায়রার দৌত্যে অনেক অসম্ভব ব্যাপার ঘটেছে অনেক সময়, ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেবে।

নিজের খাবারের খানিকটা অংশ সে জানালার বাইরে ছড়াতে আরম্ভ করল রোজ। পায়রারা খেতে আসতে দ্বিধা করল না। ক্রমে পোষ মানল কতকটা। কর্নেলিয়াসের হাত থেকে নিয়েই খেতে শুরু করল। প্রথমে একটা, তারপরে আরও একটা পায়রা সে ধরল। এবং তাদের জন্য জানালার বাইরে বাসা তৈরি করে দিল হাওয়ায় উড়ে আসা পাতালতা দিয়ে। কয়েক মাস পরে ডিম হল পায়রার।

তখন কর্নেলিয়াস মা-পায়রাটিকে উড়িয়ে দিল একদিন। তার পায়ে বেঁধে দিল ভাঁজ-করা একখানা কাগজ। তাতে তিনখণ্ডে সংক্ষিপ্ত তিনখানি চিঠি লেখা। প্রথম খণ্ড স্যুর কাছে। দ্বিতীয় খণ্ড রোজার কাছে। তৃতীয় খণ্ড যে কোন মহোদয় লোকের উদ্দেশে। সহৃদয় লোক যে-কেউ পাক এ-চিঠি, সে দয়া করে এটা পৌঁছে দেবে বেয়ার্লিভবনে স্যুর কাছে। আর স্যু যদি এ চিঠি পায়, সে এটা পৌঁছে দেবে রোজার কাছে বুইটেনহফে। সকালবেলায় পায়রা উড়ে গেল, ফিরে এল সন্ধ্যাবেলায়। ফিরে না এসে তো উপায় নেই তার, ডিম রয়েছে যে বাসায়! পুরুষ-পায়রা ডিমে তা দেবার জন্য বাসায় বসে আছে, তার জন্য খাবার এনে দিতে হবে তো!

সন্ধ্যাবেলা ফিরে এল মা-পায়রা। তাড়াতাড়ি তার পায়ে হাত দিয়ে দেখল বেয়ার্লি, চিঠি যথাস্থানে বাঁধাই রয়েছে। পৌঁছায়নি স্যুর কাছে। কিন্তু হতাশ হওয়ার কিছু নেই। প্রথম দিনেই তার চেষ্টা ফলবতী হবে, এমন আশা সে

pathagar.net

করেনি। ধৈর্য তার আছে। পায়রা ধরে তাকে দিয়ে চিঠি পাঠাতে ঠিক ছয় মাস কেটেছে বেয়ার্লির, আর একমাস যদি লাগে চিঠি যথাস্থানে পৌঁছোতে, সে নিজেকে ভাগ্যহীন মনে করবে না।দিনের পর দিন পায়রা উড়ে যায় আর ফিরে আসে, চিঠি পায়ে বাঁধাই আছে। ব্যতিক্রম ঘটল ষোল দিনের দিন। বেয়ার্লির বুকের ভিতরটা দুরুদুরু করে উঠল। পায়রার পায়ে চিঠি আর বাঁধা নেই।

তাহলে পেয়েছে কেউ না কেউ।

হ্যাঁ, পেয়েছে স্যু নিজেই। কেমন করে, সেই কথাই বলা যাক।

হেগ থেকে ফিরে বক্সটেল কিছুদিন বাড়িতেই ছিল। অত্যন্ত মনমরা হয়ে। তারপর কাউকে কিছু না বলে একদিন সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। ইদানীং চাকর-মালীর সংখ্যা কমাতে কমাতে মাত্র একটিতে এনে সে দাঁড় করিয়েছিল। যাওয়ার সময় তার মাইনের টাকাও দিয়ে গেল না, তার খোরপোষের ব্যবস্থাও করে গেল না।

পাওনা অর্থটার দাবিও ছাড়া যায় না, প্রভুর জিনিসপত্রের খবরদারির দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলে দিতেও মন চায় না। মালীটা রয়েই গেল, বক্সটেলের বাড়ি আঁকড়ে। নিজের সঞ্চয় সামান্য যা ছিল, তাই ভেঙে ভেঙে খেল কয়েকমাস। তা যখন ফুরিয়ে গেল,—

বক্সটেলের বাড়িতে পায়রা ছিল গুটি ত্রিশ। রোজ একটা করে পায়রা রেঁধে খেতে লাগল মালী। জীবনটা তো বাঁচাতে হবে তাকে।

গুটি পনেরো যখন শেষ হয়ে গেল, তখন বাকি পনেরোটার খেয়াল হল যে তারা নির্বংশ হতে বসেছে। আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই বক্সটেলের বাড়ি ছেড়ে তারা পাশের বাড়িতে গিয়ে বসল। সে বাড়ি বেয়ার্লির।

বেয়ার্লির বাড়িতে এখন স্যু ছাড়া অন্য লোক নেই। কী হবে লোক রেখে? স্যু সব বিদায় করে দিয়েছে। মাইনেপত্র দিয়েই বিদায় করেছে, কারণ বেয়ার্লির প্রভূত অর্থের অনেকটা অংশ সংসার খরচের জন্য স্যুর হাতেই থাকত চিরদিন।

একক জীবনে মানুষ যে-কোন ভালবাসবার জিনিস পেলে বর্তে যায়। স্যুও ভালবেসেই গ্রহণ করল পায়রাগুলিকে। বক্সটেলের মালী খুঁজতে খুঁজতে একদিন এসে হাজির—"ঠাকরুন, তুমি আমার পায়রা নিলে কি বলে? আমি রোজ একটা করে খাচ্ছিলাম ওদের। এখন তো না খেয়ে মরছি।"

স্যুর দয়া হল—পায়রার উপরেও বটে, মালীর উপরেও বটে। ন্যায্য দামের উপরেও বেশ কিছু দিয়ে সে পনেরোটি পায়রা কিনে নিল।

তারপর একদিন সে গুনে দেখল পায়রার সংখ্যা পনেরো থেকে চৌদ্দয় নেমেছে। আরও কিছুকাল পরে সে সংখ্যা নামল তেরোতে।

কী আর করবে স্যু? পায়রারা যদি নিমকহারাম হয়, ভাগ্যকে দোষ দেওয়া ছাড়া সে আর কী করতে পারে?

হঠাৎ আবার একদিন সে দেখল পায়রা তো তেরোটা নয়, চৌদ্দটা। তাহলে কি হারানো পায়রার একটা ফিরে এল? সে পরখ করে দেখতে লাগল প্রত্যেকটা পায়রাকে—কোন্ পায়রাটা এতদিন পলাতক ছিল, চিনে রাখা দরকার।

তাকে পাওয়া গেল বই কি! শুধু তাকেই নয়, তার পায়ে বাঁধা একখানা চিঠিও পাওয়া গেল।

চিঠি পড়ে হাউ-হাউ করে কাঁদল স্যু কিছুক্ষণ, তারপর একা একা শূন্য গৃহে পড়ে পড়ে অনেকক্ষণ ধরে ভাবল।

পরদিন সে বাড়িতে তালাবন্ধ করে চলে গেল হেগ রাজধানীতে, বুইটেনহফে। কারাধ্যক্ষ গ্রাইফাসের মেয়ে রোজা! তার কাছে স্যু বুড়ির বড় দরকার।

* * *

পায়রার দৌত্য কতখানি সফল হয়েছে, বুঝবার তো উপায় নেই ভ্যান বেয়ার্লির। তাকে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে। তা ধৈর্য তার আছে। চিঠি কার হাতে পড়ল? তৃতীয় ব্যক্তি কারও হাতে পড়েছে, এটাই সম্ভব।

সেই তৃতীয় ব্যক্তি কি কষ্ট করে স্যুর কাছে নিয়ে যাবে তার চিঠি? সে যদি মন্দ লোক হয়, চিঠি ছিঁড়ে ফেলতে পারে, কিংবা নিষ্ঠুর যদি হয় রাজপুরুষদের কাছে চিঠি নিয়ে দিতে পারে, লিভেস্টিন দুর্গ থেকেও বন্দীরা যে চিঠি চালাচালি করতে পারে, তারই প্রমাণ হিসেবে। তাহলে তো বেয়ার্লির ভাগ্যে আরও অনেক নির্যাতন ঘটবে!

সন্দেহদোলায় দুলতে দুলতে দিনের পর দিন এইভাবে কাটিয়ে দিচ্ছে বেয়ার্লি, এমন সময় একদিন—সন্ধ্যাবেলায়—

আকাশে তারকারা সবে একটি একটি করে ফুটে উঠছে—

কর্নেলিয়াস যেন শুনতে পেল একটি মিষ্টি কণ্ঠস্বর। সিঁড়ির উপরেই। সে কণ্ঠস্বর তার 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল' যেন।

দুই হাতে বুক চেপে ধরে সে জানালার কাছে বসে পড়ল। শুনছে, কান পেতে আছে—সেই কণ্ঠস্বর আবারও শোনা যায় কিনা।

নিশ্চয়! এ রোজার কণ্ঠস্বর না হয়ে যায় না। বেয়ার্লির ভুল হবার নয়। রোজার কণ্ঠস্বর তার ভুল হবার উপায় নেই।

ভুল না হলেও সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক ছিল, যদি পায়রার দৌত্যের কথা সর্বক্ষণ তার স্মৃতিতে জাগরূক না থাকত। সেই দৌত্যের সঙ্গে রোজার উপস্থিতিকে বেশ যুক্তিসিদ্ধভাবেই সংযুক্ত করা যায়। পায়রার পা থেকে চিঠি কেউ না কেউ খুলে নিয়েছে। তার কাছ থেকে স্যু যদি খবর পেয়ে থাকে, সেও নিশ্চয়ই রোজাকে জানিয়েছে চিঠির কথা! এবং রোজা যে ধরনের মেয়ে, তাতে খবর পেয়ে সে যে চুপ করে থাকবে না, এ বিশ্বাস কর্নেলিয়াসের খুবই আছে।

জানালা থেকে সে উঠে দাঁড়াল, আবারও কান পেতে শুনতে লাগল, দরজার দিকে ঝুঁকে দাঁড়াল একেবারে।

ঐ যে আবারও শোনা যায়। সেই কণ্ঠস্বর, হেগ কারাদুর্গে মর্মান্তিক নৈরাশ্যের মুহূর্তে যা তাকে দিয়েছিল মধুর আশ্বাস।

কিন্তু আশা-হতাশার দোলায় এভাবে দুলতে থাকা কী কষ্টের! রোজা এসেছে, তা ঠিক। হেগ থেকে লিভেস্টিনে এসেছে। কী কৌশলে দুর্গের ভিতর সে প্রবেশ করেছে, তা বুঝতে পারে না বেয়ার্লি। যেভাবেই করুক, বেয়ার্লির কক্ষ পর্যন্ত সে তার গতিবিধি প্রসারিত করতে পারবে কি?

একবার আশায় উৎফুল্ল হয়ে ওঠে, পরমুহূর্তেই আশঙ্কার অভিভূত হয়ে পড়ে। নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে করতে এইভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে কর্নেলিয়াস, এমন সময় দরজার গায়ের ঘুলঘুলিটা খুলে গেল। আনন্দোজ্জ্বল একখানি সুন্দর মুখ ফুটে উঠল সেই ঘুলঘুলির গায়ে। একটু শীর্ণ কি? তা হবে। গত ছয় মাসের দুশ্চিন্তা আর বিচ্ছেদযাতনা ছাপ রেখে গিয়েছে সে মুখে। তাতে যেন আরও সুন্দর হয়ে উঠেছে সে। গরাদের উপর মুখ চেপে ধরে সে ডেকে উঠল—

"শুনছেন? শুনছেন? আমি এসেছি।"

কর্নেলিয়াস দুই বাহু উপরে তুলল—বুঝি বা ভগবানকে ধন্যবাদ দেবার জন্য। তারপরই একটা উদ্দাম আনন্দের উচ্ছ্বাস তার কণ্ঠ থেকে বেরুলো প্রিয়-সম্ভাষণের আকারে—

"রোজা! রোজা! তুমি?"

"আস্তে! আস্তে কথা বলুন। বাবা পিছনেই আছেন।"

"তোমার বাবা?"

"হ্যাঁ, সিঁড়ির ঠিক নিচেই। দুর্গাধ্যক্ষের কাছ থেকে নির্দেশ নিচ্ছেন। এক্ষুণি উঠবেন উপরে।"

"দুর্গাধ্যক্ষের নির্দেশ?"

"কথাটা খুলেই বলি। দুই-চার কথার ভিতরে। আমাদের স্ট্যাডহোল্ডারের একটা খামারবাড়ি আছে লীডেন থেকে তিন মাইল দূরে। আমার মাসি ছিলেন স্ট্যাডহোল্ডারের ছেলেবেলায় তাঁর ধাত্রী। বড় হয়ে উনি ধাত্রীকে এই খামারবাড়ির কর্ত্রী করে বসিয়ে রেখেছেন। আপনার চিঠি যখন পেলাম—মানে আপনার ধাইমা যখন আমাকে পড়ে শোনালেন—আমি তো পারি না পড়তে—আমি তক্ষুণি চলে গেলাম মাসির কাছে। সেইখানে চেপে বসে রইলাম—স্ট্যাডহোল্ডারের খামারবাড়ি পরিদর্শনে যাওয়া পর্যন্ত। মাঝে মাঝে উনি যান—তা শুনেছিলাম আমি।

স্ট্যাডহোল্ডারের কাছে সামান্য একটি আরজি পেশ করলাম আমি। আমার

pathagar.net

বাবাকে বুইটেনহফ থেকে লিভেস্টিনে বদলি করে দেবার জন্য। বুড়ি ধাত্রীর বোনঝির আরজি তিনি উপেক্ষা করতে পারলেন না, মঞ্জুর করে দিলেন। অবশ্য আমার আসল মতলব যে কী, সেটা জানলে উনি নিশ্চয়ই আমার কথায় কান দিতেন না।"

"তা হলে তুমি পাকাপাকি ভাবেই এসেছ এখানে?"

"দেখতেই পাচ্ছেন।"

"রোজই তাহলে তোমাকে দেখতে পাব?"

"যত ঘনঘন পারি, আসব।"

"রোজা! রোজা!"

"এই যে বাবা আসছেন"—বলে রোজা দ্রুত নেমে গেল।

গ্রাইফাসের জানা ছিল না যে ভ্যান বেয়ার্লি লিভেস্টিনে আছে। সে তো ওকে দেখেই বিরক্ত হল—"স্ট্যাডহোল্ডার ভুল করেছেন একটা। পণ্ডিত লোকদের বাঁচতে দিতে নেই। ডি-উইটরা এখন কেমন দিব্যি শান্ত হয়ে আছে, তোমাকেও সেই ভাবে শান্ত করে রাখার সুযোগ হয়েছিল, দয়া করতে গিয়ে সব মাটি করে বসলেন স্ট্যাডহোল্ডার।"

"পণ্ডিত লোকদের উপর এত রাগ কেন তোমার?"

"রাগ কেন? ওরা মদ খায় না, গোলমাল করে না, মাথা সব সময় সাফ রাখে ষড়যন্ত্র করার জন্য। দশটা সৈনিক বন্দী কোন বেগ দিতে পারে না, কিন্তু একটা পণ্ডিত বন্দী হিমশিম খাইয়ে দেয়। কিন্তু তোমাকে আমি প্রথমেই সাবধান করে দিচ্ছি—আমার সঙ্গে চালাকি খেলতে যেও না। আমি এখানকার কারাধ্যক্ষ হয়ে এসেছি। আমি চোখা নজর রাখব তোমার উপরে।"

কথা বলতে বলতে গ্রাইফাস জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল, আর তার অপরিচিত, কর্কশ কণ্ঠস্বর শুনে পায়রা দুটো ঝটপট করে উড়ে বাসা থেকে বেরিয়ে পড়ল। গ্রাইফাস চমকে উঠল—"এ আবার কী?"

"আমার পায়রা"—বলল কর্নেলিয়াস।

"তোমার পায়রা? কয়েদীর আবার নিজের কিছু থাকে না কি?"

"বেশ, আমার নিজের না-হয় না হল, ভগবানের দয়ায় ওরা এসেছে আমার কাছে, আনন্দ দিয়েছে যথেষ্ট।"

"এইবার ওরা আনন্দ দেবে আমাকে। খানা পাকিয়ে খেয়ে নেব ওদের। পায়রার মাংস খেতে ভালই।"

"আগে ধর তো!"

"কালই ধরব, দেখে নিও।" দরজায় তালা বন্ধ করে গ্রাইফাস সে-স্থান ত্যাগ করল। আর তক্ষুণি কর্নেলিয়াস জানালার বাইরে হাত চালিয়ে দিয়ে পায়রার বাসাটি একেবারে ভেঙে ফেলল। গ্রাইফাসের উদরে যাওয়ার চেয়ে ওরা ডর্ট

শহরে ফিরে যাক,. সেখানে ওদের নিরাপদ আশ্রয় আছে বেয়ার্লিরই বাড়িতে। আর, এখানে ওদের যে কাজ করবার ছিল, তা তো আশাতীতভাবে সুসম্পন্ন করেছে ওরা!

গ্রাইফাস বর্বর। গ্রাইফাস অকারণ যন্ত্রণা দেয় বন্দীদের, দিয়ে আনন্দ পায় সে। এ অবস্থায় এমন লোক লিভেস্টিনের কর্তা হয়ে আসাতে কর্নেলিয়াস বিরক্তই হত—যদি না—

হ্যাঁ, যদি-না ওর বদলির উপলক্ষ করেই রোজাকে ভগবান ফিরিয়ে দিতেন কর্নেলিয়াসের কাছে। রোজা অর্থাৎ সান্ত্বনা, আশা, কালো টিউলিপ।

লিভেস্টিনের দুর্গচূড়ায় রাত নয়টা বাজল ঢং ঢং করে। আর তক্ষুণি সিঁড়িতে শোনা গেল একটি হালকা পায়ের শব্দ। পোশাকের খসখস, আলোর ঝিলিমিলি। গরাদ দেওয়া ঘুলঘুলির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে কর্নেলিয়াস। ঘুলঘুলির বাইরের আবরণ খুলে গেল।

সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ে এসেছে, হাঁপাতে হাঁপাতে সে বলল—"এসেছি আমি—"

"রোজা, রোজা—"

"দেখে খুশি হয়েছেন আমাকে?"

"তাও জিজ্ঞাসা করতে হয়? কিন্তু এত রাত্রে উপরে উঠলে কি করে? বল, কী করে উঠলে?"

"বাঃ, রাত্রির খাওয়ায় মদটা একটু বেশি টানেন বাবা। ফলে হুঁশ বড় একটা থাকে না। আগে আগে আমি মদ বেশি খেতে দিতাম না, আজকাল আর বাধা দিই না। বেহুঁশ হয়ে পড়তে দেখলেই শুইয়ে দিই। তুমি আবার একথা তাঁর কাছে তুলে বসো না কোনদিন, তাহলে বাবা সাবধানি হয়ে যাবেন। আমার আর রাত্রে দেখা করা হবে না।"

"আমি যদি কোনদিন সে কথা না তুলি, তুমি রোজ রাত্রে আসতে পারবে এই সময়?"

"রোজ এই সময়, এক ঘণ্টা কথা কইতে পারব।"

"ধন্যবাদ! ধন্যবাদ! রোজা"—নির্জন কারার অভাগা বন্দীর কাছে এ-সৌভাগ্য কল্পনাতীত মনে হয়।

রোজা বলল—"তোমার ফুলের কোঁড় এনেছি যে!"

আনন্দে নৃত্য করে ওঠে কর্নেলিয়াসের অন্তর। এ-যাবৎ সে জিজ্ঞাসা করবার সাহসই পায়নি যে তার সাধনার ধনটি রোজা সযত্নে রক্ষা করেছে কিনা।

"রেখেছ তাহলে? নষ্ট হতে দাওনি?"

"তোমার প্রিয় জিনিস, রাখতে দিয়েছ আমার কাছে, আমি তা নষ্ট করব?"

"রাখতে দিইনি, তোমাকে একেবারে দিয়ে দিয়েছি। ও জিনিস তোমার।"

"না। তোমার যদি মৃত্যু হত, তাহলে আমার হত অবশ্য। কিন্তু ভাগ্য ভাল,

pathagar.net

তুমি বেঁচে আছ। মহারাজার কত না মঙ্গল কামনা করেছি আমি এজন্য! যখনই বুঝতে পারলাম যে ওঁর অন্তরে দয়া আছে, তখনই আমি স্থির করেছিলাম যে ওঁর সঙ্গে লিডনে দেখা করে বাবার বদলি চেয়ে নেব লিভেস্টিনে। তবে ভয়ও না করছিল, তা নয়। তারই জন্য দেরি করেছি এতদিন। কিন্তু তোমার ধাইমার কাছে চিঠি পেলাম যখন, তখন আর দ্বিধা করলাম না।"

"আমার চিঠি পাওয়ার আগেই তুমি আসতে চাইছিলে আমার কাছে?" কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাসে কথা জড়িয়ে যায় কর্নেলিয়াসের।

"চাইনি? তবে চিঠিখানি পেয়ে আনন্দের চেয়ে সেদিন আমার দুঃখ হয়েছিল বেশি।"

"সে কি? কেন?"

"আমি পড়তে পারি না বলে। চিঠি এর আগেও শত শত পেয়েছি। কিন্তু পেয়েই আগুন জ্বালিয়েছি তা দিয়ে—পড়বার কথা মনেও হয়নি কোনদিন। আর তোমার চিঠি যখন পেলাম, কী যে দুঃখ! ধাইমাকে দিয়ে পড়িয়ে নিতে হল—"

"চিঠি আগেও পেয়েছ? শত শত? কারা এত চিঠি লিখত গো?"

"কারা? বুইটেনহফের পাশ দিয়ে যত ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে যায়, বুইটেনহফের সামনে দাঁড়িয়ে যত সেনানীরা প্যারেড করে, পথ চলতে চলতে যত কেরানী আর দোকানীরা বুইটেনহফের জানালায় আমায় দেখে।"

কর্নেলিয়াস হেসে ফেলল—"সব পুড়িয়ে ফেলতে? ভিতরে কী লেখা আছে, না জেনেই?"

"জানতে বাকি আছে না কি? প্রথম প্রথম কোন বান্ধবীকে দিয়ে পড়িয়ে নিতাম। তখন কি হাসাহাসি হত তাতে আমাতে! কিন্তু পরে যেদিন—যেদিন একটা ঘটনা ঘটল—তারপর থেকে আর চিঠি পড়িয়ে নেবার প্রবৃত্তি হত না, পেলেই ফেলে দিতাম আগুনে।"

"একটা ঘটনা ঘটল? কী ঘটনা রোজা?"

রোজা উত্তর করতে পারল না। লজ্জায় লাল হয়ে সে চোখ নামাল। তারপর রোজা ছুটে পালিয়ে গেল। টিউলিপের কোঁড় ফিরিয়ে দেবার কথা আর মনে হল না তার।

কী ঘটনা তা কর্নেলিয়াসের বুঝতে বাকি নেই। ঘটনাটি হল কর্নেলিয়াসে-রোজাতে প্রথম দৃষ্টি বিনিময়।

কিন্তু দেখা রোজই হতে লাগল। নির্দিষ্ট সময়ে। রাত্রি নয়টা যেই বাজতে শুরু করে লিভেস্টিনের দুর্গচূড়ায়, কর্নেলিয়াস এসে দাঁড়ায়, আর নয়টার বাজনা শেষ হওয়ার আগেই রোজা এসে দাঁড়ায় জানালার ওপাশে। কত কী যে কথা! তার মধ্যে প্রয়োজনীয় কথা মাত্র দুটি। একটি হল এই যে দুর্গের ভিতরে যে একফালি সবজির বাগান আছে কারাধ্যক্ষের ব্যবহারের জন্য, সেইখানে টিউলিপের কোঁড়

বসাবে রোজা, অতি গোপনে। এজন্য বাগান থেকে এক মুঠি মাটি কর্নেলিয়াসকে এনে দিল রোজা। কর্নেলিয়াস পরীক্ষা করে বুঝল, এ মাটির সঙ্গে কয়েকটি সার মেশালে টিউলিপের চাষ এতে চলতে পারবে। রোজা ধীরে ধীরে একটি একটি করে সে-সব সার আনতে লাগল বাইরে থেকে, মেশাতে লাগল বাগানের মাটিতে। কোঁড় বসাবার সময় এখনও হয়নি। ততদিনে মাটিটা তৈরি হোক।

দ্বিতীয় প্রয়োজনীয় কথা হল, রোজাকে লেখাপড়া শিখতে হবে। রোজ সন্ধ্যায় একঘণ্টা সময় পাওয়া যাচ্ছে, ওটা গল্পগুজবে নষ্ট না করা যায় যদি, কতদিন লাগবে কাজ চলা মত লেখাপড়া শিখতে? কর্নেলিয়াস পড়াবে, রোজা পড়বে। একটা মোমবাতি জ্বলবে জানালার ওপরে, সেই জানালার এধারে শিক্ষক, ওধারে ছাত্রী।

রোজা দুটি কাজেই পরিপূর্ণ মনোযোগ দিয়েছে।

ছয়

একদিন রোজা এল একটু দেরি করে।

কর্নেলিয়াস কারণ জিজ্ঞাসা করতেই মহা বিরক্তভাবে সে উত্তর দিল, "আর বল কেন! এখানেও এক উৎপাত জুটেছে।"

"উৎপাত?"

"বুইটেনহফে যে ধরনের উৎপাত হত; তবে তখন ছিল উড়ো চিঠি, এবারে সশরীরে হাজির হয়েছে একজন। সকাল-বিকেল এসে হত্যে দিচ্ছে। বাবাকে বশ করেছে বিনা-পয়সায় মদ খাইয়ে। যখনই আসবে, একটি ভরা বোতল বগলে আছেই।"

"সে কী? দুর্গের ভিতরে সে আসতে পায়?"

"কেন পাবে না? কারাধ্যক্ষের বন্ধুবান্ধব কি তার সঙ্গে দেখা করতে আসবে না? ছাড়পত্র করে দিয়েছে বাবা। নিচের ঘরে সে অবাধে আসে যায়। অবশ্য সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠবার অনুমতি নেই।"

"কী বলে লোকটা?"

"কী আর বলবে? বাবাকে হয়ত খোলাখুলি কিছু বলেও থাকতে পারে, আমাকে শুধু আকারে ইঙ্গিতে মনের কথা জানাচ্ছে।"

কর্নেলিয়াসের মনে প্রথম জাগল ঈর্ষা।

"কী রকম দেখতে? বয়স কত? কথাবার্তা কেমন?" পরপর প্রশ্ন তার।

রোজা হেসে ফেলল—"দেখতে বিশ্রী, ঢ্যাঙা, রোগা, বয়স তোমার চেয়ে ঢের বেশি, কথাবার্তা একান্ত মামুলি। তোমার ভয় পাবার মত লোক সে নয়। আমি বলছি আমার বড় অসুবিধা হচ্ছে। ফিঙের মত একটা লোক যদি সর্বদা

পিছনে লেগে থাকে—এই দেখ না, এতক্ষণ তাকে ঝেড়ে ফেলতে পারিনি বলেই আমার পড়তে আসতে দেরি হল।"

শুধু যেন পড়তেই আসে রোজা কর্নেলিয়াসের কাছে—এমনি কথার ভাবখানা।

"কী নাম লোকটার?"—জিজ্ঞাসা করে কর্নেলিয়াস।

"জেকব।"

"আগে তোমার বাবার সঙ্গে পরিচয় ছিল না কি?"

"মনে তো পড়ে না, যদিও প্রথম যেদিন এখানে এল ও, আমার কেমন মনে হয়েছিল ওকে আগেও দেখেছি। কিছুতেই মনে করতে পারিনি, কোথায় দেখেছি।"

"হুঁ!"

এরপর জেকবের কথা প্রতিদিনই ওঠে। হয় রোজাই তোলে, নয় তো তোলে কর্নেলিয়াস। বাড়াবাড়ি করে তুলছে লোকটা। রোজার উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখে সর্বদা, রোজা যদি বাগানে গেল, সেও আড়াল থেকে অনুসরণ করবে। এই আড়াল-খোঁজা জিনিসটাই বেশি বিরক্তিকর।

"বাগানে?"—সন্দিগ্ধভাবে প্রশ্ন করে কর্নেলিয়াস।

"সন্ধ্যার পরেই তো আমাকে বাগানের কাজ করতে বলেছ তুমি যাতে মাটি তৈরি করার কাজ অন্য কারও চোখে না পড়ে।"

"ও তোমার সঙ্গে যায় না কি?"

"আমি তো সন্দেহ করি যে যায়। গাছের আড়ালে ওর পায়ের শব্দ প্রায় রোজই পাই।"

"আড়ালে দাঁড়িয়ে কী করে? দেখে শুধু?"

"তা ছাড়া আর কী! কিন্তু প্রকাশ্যে যাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দেখা যাচ্ছে, তাকে আড়াল থেকে পাঁচ মিনিটের জন্য দেখে কী লাভ বলতে পার? তাও আবছা অন্ধকারে?"

কর্নেলিয়াস ভাবল। অনেকক্ষণ ভেবে ভেবে তারপর বলল, "ও বোধহয় তোমাকে দেখতে যায় না বাগানে, যায় তোমার বাগানের কাজ দেখতে।"

"বাগানের কাজ দেখতে?" রোজা অবাক।

"তোমাকে বলেছি তো! কালো টিউলিপের উৎপাদনে যে প্রথম সাফল্য লাভ করবে, সে লক্ষ গিল্ডার পুরস্কার পাবে। কাজেই এ-ব্যাপারটার উপর অনুসন্ধিৎসা আছে অনেকের। যদি কোন অসাধু লোক কোনক্রমে জানতে পেরে থাকে যে রোজা গ্রাইফাসের কাছে এমন তিনটি কোঁড আছে, যা মাটিতে পুঁতলেই কালো টিউলিপ জন্মাবে, তবে সে রোজার বাগানের প্রতি আকৃষ্ট হবে, এটা কি আশ্চর্য কিছু?"

রোজা ভয় পেয়ে গেল—"তুমি বলতে চাও যে টিউলিপ ফুটলেই সে চুরি

করে নিয়ে যাবে?"

"ফুটবার আগেই। কোঁড় মাটিতে বসালেই ও চুরি করবে সেই কোঁড়। নিয়ে নিজের বাগানে বসাবে। সাধনার ঝামেলা না পুইয়েই সিদ্ধির অধিকারী হবে। পুরস্কার আদায় করবে লক্ষ গিল্‌ডার।"

রোজার মুখ দিয়ে কথা ফোটে না আর।

কর্নেলিয়াসই তাকে সাহস দেয়। "অত ঘাবড়াবার কিছু নেই। তুমি এক কাজ কর। চোরের সঙ্গে চাতুরি খেল। মাটি তো, যেমন যেমন বলেছিলাম, তৈরি হয়েছে?"

"নিশ্চয়। দুই-একদিনের ভিতর তো কোঁড় বসাবার কথা!"

"কাল তুমি বাগানে গিয়ে এমন একটা ভাব দেখাও যেন কোঁড় বসাচ্ছ মাটিতে। তারপর সরে এসে কোন একটা ঝোপঝাড়ের আড়ালে দাঁড়াও। মনোযোগ দিয়ে দেখ—জেকব কী করে। আমার তো মনে হয় ও ছুটে গিয়ে মাটির ভিতর হাতড়াবে কোঁড় তুলে নেবার জন্য। আর তা যদি হাতড়ায়, তুমি নিশ্চিত হতে পার যে, ওর লক্ষ্য তুমি নও, তোমার টিউলিপ।"

* * *

পরের রাত্রে রোজা যখন এল, তখন সে রীতিমত উত্তেজিত।

সমস্যার সমাধান হয়েছে। লোকটা টিউলিপ চোরই বটে। রোজার পিছনে পিছনে সে যে ছায়ার মত ঘোরে, তার কারণ রোজা নয়, এটা বুঝতে পারা গিয়েছে।

কর্নেলিয়াস ভ্রূকুঞ্চিত করে বলে—"সব আগাগোড়া খুলে বল।"

রোজা বলতে লাগল—"ঠিক যেমন যেমন তুমি শিখিয়ে দিয়েছিলে আমি সেইরকমই করেছি। জেকবকে দেখিয়ে দেখিয়েই বাগানের দিকে চলে গেলাম। রাত তখন আটটা। বাবা নেশার ঘোরে ঢুলে পড়েছেন যেমন রোজই পড়েন। আমি বেরুলাম, জেকব তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল।

বাগানে গিয়ে কেয়ারির ঝুরো মাটির ধারে হাঁটু গেড়ে বসলাম। আকাশের কোন্ কোণে চাঁদ উঠেছে, দেখা গেল না, কিন্তু জ্যোছনার আবছা আভা এসে মলিন ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে আমার আশেপাশে। চোখ না তুলেও আমি বেশ বুঝতে পারলাম অদূরের হাসনা-ঝোপের আড়ালে কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে বাঘের মত জ্বলন্ত চোখে জেকব আমার প্রত্যেকটি কাজ লক্ষ্য করে যাচ্ছে।

আমি যেন জামার ভিতরে হাত দিলাম, যেন হাতের মুঠোয় কোনও একটা পদার্থ বার করে নিয়ে এলাম সেখান থেকে, যেন হাতের মুঠি খুলে সতৃষ্ণ চোখে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম তার দিকে, তারপর বাঁ হাত দিয়ে আলগা মাটি গভীরভাবে খুঁড়ে একটি গর্ত করে ফেললাম। তারপর আমি যেন কল্পিত কোঁড়টি সেই গর্তে সযত্নে বসিয়ে ধীরে ধীরে মাটি চাপা দিলাম তার উপরে। তারপর

আমি যেন চলেই যাচ্ছি, এইভাবে বাড়ির দিকে ফিরলাম খানিকটা। কিন্তু বেশি দূর নয়, অন্য একটা ঝাড়ালো ফুলগাছের পিছনে বসে পড়ে আমি সেই কেয়ারির দিকে ফিরে তাকালাম—

যা ভেবেছিলাম, তাই। হাসনা-ঝাড়ের পিছন থেকে জেকব বেরিয়ে এসেছে পা টিপে টিপে, চারিদিকে সাবধানে চাইতে চাইতে এগিয়ে এসেছে ঠিক সেইখানটিতে, যেখানে আমি কোঁড় বসাবার মূক অভিনয় করে এলাম এইমাত্র। যেখানটিতে আমি বসেছিলাম দুই মিনিট আগে, হতভাগা সেইখানেই জাপটে বসল, হাত দিয়ে আলগা মাটি খুঁড়ে তুলতে লাগল, যেখানে কোঁড় পাওয়ার কথা।

তারপর, কী ব্যস্ততা তার! খোঁড়ে, আরও খোঁড়ে। গভীর করে খোঁড়ে, ডাইনে খোঁড়ে, বাঁয়ে খোঁড়ে, তিন-চার ফুট মাটি সে খুঁড়ে ফেলল। তার মুখটা ভাল দেখতে পাচ্ছিলাম না, কিন্তু বাঁ হাত দিয়ে সে যে ঘনঘন কপালের ঘাম মুছছে, তা আমার দৃষ্টি এড়াল না।

হতভাগা চোর যখন নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারল যে মাটিতে কোঁড় নেই, তখন সে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল, ধীরে ধীরে চলে যেতে প্রস্তুত হল, কিন্তু তক্ষুণি আবার ফিরে এসে মাটিটা সমান করে দেবার জন্য বসে পড়ল। আমি ততক্ষণ বাড়ির দরজায় পৌঁছে গেছি।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কর্নেলিয়াস বলল—"দেখলে তো?"

"দেখলাম বই কি! আমাদের কাছে যে কালো টিউলিপের কোঁড় আছে, তা ও জেনেছে—যেভাবে হোক। জেনেছে অনেক আগেই। তুমি বুইটেনহফে থাকতেই।"

"বুইটেনহফে থাকতেই?" অবাক হয়ে যায় কর্নেলিয়াস।

"কাল বলিনি, লোকটাকে দেখেই আমার মনে হয়েছিল চেনা লোক বলে? কাল কিছুতেই মনে করতে পারিনি। আজ ওকে কেয়ারির ধারে বসে থাকতে দেখে হঠাৎ কী জানি কেমন করে যেন খেয়াল হল—তুমি বুইটেনহফে বন্দী হয়ে এলে যেদিন, এই লোকই বাবার কাছে এসেছিল কয়েকবার, তোমার খোঁজখবর নেবার জন্য। তখন ও কী নাম বলেছিল, আমার মনে নেই, কিন্তু সে-নাম যে জেকব নয়, তা আমি নিশ্চয় বলতে পারি। এবার এসেছে জেকব নাম নিয়ে। নিশ্চয়ই সেবারকার নাম বা এবারকার নাম কোনটাই ওর আসল নাম নয়।"

"নিশ্চয়ই নয়।"

"সেবার ও এসে বলেছিল—তোমার বিশেষ বন্ধু ও। এবার কিন্তু এসে অবধি তোমার নাম একবারও মুখে আনেনি। কাজেই তোমার বন্ধু যে ও নয়, তা দিব্যি গেলে বলা যায়।"

"তোমায় তো আগেই বলেছি বন্ধু আমার কেউ নেই। বন্ধু না, আপনজনও

না, একমাত্র স্ত্রী ছাড়া। এ লোকটা কোন অসাধু ভাগ্যান্বেষী। আমার টিউলিপ-চর্চার কথা কীভাবে জানল, তা বুঝতে পারছি না। কিন্তু জেনেছে ঠিকই। কালো টিউলিপ আবিষ্কারের পথে আমি যে অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছি, তাও নিশ্চিতভাবেই জেনেছে। তাই ও এমন মরিয়া হয়ে উঠেছে। লক্ষ গিল্ডার পুরস্কার তো সামান্য কথা নয়!"

"এখন আমাদের কর্তব্য কী, তাই ভাবো। ঘরের ভিতর দুশমন, আমার খুবই ভয় করছে।"

কর্নেলিয়াস বলল—"ভয়ের কারণ ষোল আনাই আছে। কিন্তু তবু ভয় পেলে চলবে না। শোনো, বাগানে কোঁড় বসিয়ে দরকার নেই, বসালেই চুরি যাবে। তার চেয়ে—"

"তার চেয়ে?"—রোজা উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করে।

"একটা মাটির পাত্রে আমার এই ঘরে কোঁড় বসাবো।"

"এই ঘরে? বাবা রয়েছে না?"

"ছোট পাত্র—আমার বিছানার আড়ালে লুকিয়ে রাখব কোন রকমে। একটা মেটে হাঁড়ির নিচের অংশটুকু আমাকে এনে দিও, আর তোমার বাগানের মাটি। যে মাটি সার মিশিয়ে মিশিয়ে অনেক যত্নে তুমি তৈরি করেছ। এক এক মুঠি করে আনতে হবে। তা নইলে বেশি মাটি একেবারে ওপরে নিয়ে আসতে দেখলে তোমার বাবার সন্দেহ হবে।"

কর্নেলিয়াসের ইচ্ছা রোজার কাছে বাইবেলের বাণী। রোজা সন্ধ্যার পরে বাগানে যায়। জেকব যথারীতি অনুসরণ করে। কোঁড় একদিন পুঁতবেই রোজা—তাতে সন্দেহ নেই জেকবের। কারণ সে নিজে টিউলিপ চাষী। কোঁড় থেকে ফুল ফোটাতে হলে সে কোঁড় এখন দুই-চার দিনের ভিতরই মাটিতে বসাতে হবে। তা নইলে এ-বছর আর ফুটবে না ফুল।

জেকব পিছনে আছে, জেনেও যেন জানে না রোজা। সে বাগানে গিয়ে এটাতে হাত দেয়, ওটাতে হাত দেয়, উঠে আসে। আসার সময় যে মুঠি ভরে মাটি নিয়ে আসে, অন্ধকারে তা ঠাহর করতে পারে না জেকব।

কয়েকদিন দিন কেটে গেল কোঁড় বসাবার মত সামান্য মাটি কর্নেলিয়াসের কয়েদখানায় তুলে আনতে। তারপর একটা ভাঙা জলপাত্রের তলায় অগভীর অংশটাতে সেই মাটি ছড়িয়ে তার ভিতর—

ভগবানের নাম করে প্রথম কোঁড়টি বসিয়ে দিল কর্নেলিয়াস।

কাগজে মোড়া তিনটি কোঁড় ছিল এতদিন রোজার বুকের আশ্রয়ে। এখন রইল দুটি।

সাবধানতার শেষ নেই, যত্নের নেই সীমা। রাত্রে জানালায় বসানো রয়েছে ফুলের টবটি। (টব ছাড়া আর কীই বা তাকে বলা যাবে?) দিনের বেলায় অল্প

রোদ্দুরে দেওয়া হয়, কেবল সেই সময়টি ছাড়া, যখন গ্রাইফাস আসে টহল দিতে। তখন ওকে বিছানার আড়ালে গোপন করে রাখতে হয়।

দিনে বেশি রোদ্দুরে বা রাতে বেশি ঠাণ্ডায় রাখা হয় না টব। কোঁড়ের ক্ষতি হতে পারে তাতে।

মাঝে মাঝে গোড়ার মাটি আলগা করে সাবধানে কর্নেলিয়াস কোঁড়ের পরিণতি লক্ষ্য করে। এই যে একটু ফুলে উঠেছে। এই যে অঙ্কুর বেরুবার উপক্রম হয়েছে—এই যে কোঁড়টার ভিতর থেকে ঘোর কালো আভা ফুটে বেরুচ্ছে যেন।

দেখে আর আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয় কর্নেলিয়াস। আর রাত্রে রোজার কাছে তার নব নব আবিষ্কারের কথা সানন্দে ঘোষণা করে।

জেকব এদিকে ব্যাপারখানা বুঝতে পারছে না।

আর জেকব জেকব করে লাভই বা কী! এ লোক যে পরম অধ্যবসায়ী টিউলিপ-প্রেমিক বক্সটেল, তা আর কে না বুঝতে পেরেছে!

বক্সটেল কিছুই বুঝতে পারছে না ব্যাপারটা। কর্নেলিয়াস কি ভয় পেয়ে টিউলিপ ফোটাবার কল্পনাই ত্যাগ করল? তাহলে তো বক্সটেলের সর্বনাশ! কারণ ফুল ফুটলে তা যে বক্সটেলের ভোগেই লাগবে, এতে বক্সটেলের নিজের তিলমাত্র সন্দেহ নেই। একজন কয়েদী, আর একজন একটা সংসার-অনভিজ্ঞা বোকা মেয়ে, এদের মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়া বক্সটেলের মত ঝুনো বেপরোয়া লোকের পক্ষে কি বড় একটা শক্ত কথা?

তার সন্দেহ হল যে কর্নেলিয়াস নিজের নির্জন কারাকক্ষেই বুঝি বা কোনরকম কায়দা করে কোঁড় বসিয়েছে। কয়েদীদের ফিকিরের অন্ত নেই, তা গ্রাইফাস নানা গল্পের সাহায্যে তাকে ভাল করেই বুঝিয়ে দিয়েছে।

জেকব নিজে তো উঠতে পারবে না উপর তলায়। সে অনুমতি গ্রাইফাস তাকে দেবে না কোনমতেই। যতই মদ খাক, কর্তব্যনিষ্ঠায় সে অটল।

গ্রাইফাসকে দিয়েই কাজ উদ্ধার করার চেষ্টা করলে কেমন হয়? যদি কোঁড় বসিয়ে থাকে কর্নেলিয়াস, টবেই বসিয়েছে নিশ্চয়। টবটা সে গোপন করেই রাখবার চেষ্টা করবে তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু খুঁজলে অবশ্যই পাওয়া যাবে। আর পাওয়া যদি যায়, গ্রাইফাস অবশ্যই তা কেড়ে নিয়ে আসবে বন্ধু জেকবকে দেখাবার জন্য। জেকব শুধু গ্রাইফাসের অগোচরে টবের মাটির ভিতর হাত ঢুকিয়ে দেবে আর কোঁড়টি তুলে নেবে।

মতলব ঠিক করে সে গ্রাইফাসকে জপাতে বসল। কয়েদীদের চক্রান্ত ষড়যন্ত্রের কথা তুলল সান্ধ্যভোজনের আসরে। তারপর গম্ভীরভাবে বলল—"তোমার ঐ ভ্যান বেয়ার্লিই বা কবে কী করে বসে, দেখ।"

"কী করবে?"—চমকে ওঠে গ্রাইফাস।

"কী না করতে পারে? তুমিই তো বলেছিলে সে ঘরে বসে আকাশের পায়রা টেনে এনেছিল নিজের কাছে। এ তো ইন্দ্রজাল ছাড়া কিছু নয়। আমার তো মনে হয় ওর ঘর খুঁজলেই কোন না কোন ষড়যন্ত্রের নিশানা মিলবে। ও-রকম লিখিয়ে-পড়িয়ে লোক সারাজীবন তোমার কয়েদ খাটবে মুখ বুজে, এমনটা যদি তুমি আশা করে থাক, ভুল করেছ।"

গ্রাইফাস মনে মনে স্বীকার করল, ভুল সে সত্যিই করেছে। যেরকম কড়া তদারকি করা উচিত ছিল কর্নেলিয়াসের উপরে, তা সে করেনি। ভুল সে শুধরে নেবে, সংকল্প করল। কালই।

সকালবেলায় যখন রোঁদে বেরুবার পালা, তখন সঙ্গে সহকারীদের দুই-একজনকে আজ ডাকল গ্রাইফাস। অন্যদিন সে একাই যায়।

সারা কারগার ঘুরে তারপর সে কর্নেলিয়াসের কুঠরিতে উঠল। প্রথমেই এসে টান দিল বিছানা ধরে। কারণ কোন কিছু লুকোবার জায়গা ওর আড়ালেই হতে পারে।

এক টানেই বামাল বেরিয়ে পড়ল। বিশেষ কিছু নয় অবশ্য। একটা মেটে হাঁড়ি নিচের অংশটা ভেঙে নিয়ে মাটি দিয়ে তা আদ্ধেক ভরতি করা হয়েছে। ওতে জল দেওয়া হয় মাঝে মাঝে, মাটির চেহারা দেখলেই তা বোঝা যায়।

বিশেষ কিছু নয়, তবু বে-আইনী ব্যাপার তো! কয়েদীর ঘরে মাটিভরা হাঁড়ি থাকবার কথা নয়। সে বজ্রকঠোর স্বরে বললে—"এটা কী? বলি, এটা কী হে? এটা কী ব্যাপার?"

গ্রাইফাস বিছানা টেনে ফেলে টব বার করার সঙ্গে সঙ্গেই কর্নেলিয়াস চোখে সরষে ফুল দেখছে। এ আবার কী দুর্দৈব! গ্রাইফাস লোকটা যে-রকম বর্বর, তাতে টিউলিপের কোঁড়ের আজ বুঝি অকালমৃত্যু হয়। কর্নেলিয়াসের সমুখে যেন আসন্ন সর্বনাশ! মনের অবস্থা তার ঠিক সেই রকম, যে-রকমটা হয়েছিল কয়েকমাস আগে, বুইটেনহফের চত্বরে বধ্যমঞ্চের উপর শুয়ে কাঁধের উপর তরোয়ালের আঘাত প্রতিমুহূর্তে প্রত্যাশা করতে করতে।

"এর ভিতর কী আছে? কী আছে এতে, শুনি?" এই বলে মাটিটা আঙুল দিয়ে ওলটাতে গেল গ্রাইফাস।

"আহা-হা, হাত দিও না ওতে! দোহাই তোমার, হাত দিও না ওতে!"—বলে ব্যাকুলভাবে গ্রাইফাসের হাত চেপে ধরল কর্নেলিয়াস।

"হাত দেব না? খুব তো আবদার? এ আবার কোন্ ইন্দ্রজাল, শুনি? সেবারে পায়রা ধরেছিলে, এবারে কী ধরবে? কিসের এ তোড়জোড়? শুধু শুধু মাটিতে জল দেয় না কেউ। কিছু একটা এতে আছেই আছে।"

কর্নেলিয়াসের হাত ছুড়ে ফেলে দিয়ে গ্রাইফাস আবার মাটি ওলটাতে লাগল। কর্নেলিয়াস চোখে রক্ত দেখছে তখন, গেল বুঝি তার কালো টিউলিপ, গেল বুঝি

তার সাধনার ধন।

কর্নেলিয়াসের ভাবভঙ্গি দেখে প্রহরী দুজন দু'পাশ থেকে গ্রাইফাসকে আগলে রেখেছে, কয়েদী যাতে আচমকা গ্রাইফাসকে আক্রমণ করতে না পারে।

গ্রাইফাস মাটি ঘাঁটতে ঘাঁটতে পেয়ে গেছে কর্নেলিয়াসের সাত রাজার ধন এক মানিক। কালো টিউলিপের কোঁড়টা টেনে তুলেছে পৈশাচিক উল্লাসে।

"ছাড়! ছাড়! রেখে দাও! রেখে দাও! তা নইলে আমি—"

ঝাঁপিয়ে পড়তে যায় কর্নেলিয়াস তিন তিনটা জোয়ানের উপর। এমন সময়ে জানালার ওধার থেকে অনুচ্চ কাতর আহ্বান এল তার কানে—"কর্নেলিয়াস! লক্ষ্মীটি! গোঁয়ারতুমি করো না।"

কী একটা দুর্দৈব আশঙ্কা করে রোজা আজ অসময়ে উপরে উঠে এসেছিল, বাবার সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি মাথায় নিয়েও। উপরে উঠে এসে দেখে তার আশঙ্কা সত্যে পরিণত হতে বসেছে। টিউলিপের কোঁড় তার বাবার আঙুলের ভিতরে পিষ্ট হচ্ছে, রস গড়িয়ে পড়ছে তা থেকে, আর ক্রোধে নৈরাশ্যে প্রায় উন্মাদ কর্নেলিয়াস হিতাহিত চিন্তা বিসর্জন দিয়ে প্রহরীদের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে অসমান যুদ্ধ।

সে ডেকে উঠল পিছন থেকে—"কর্নেলিয়াস! গোঁয়ারতুমি করো না।"

হায়, এ গোঁয়ারতুমিতে যে প্রাণদণ্ড হতে পারে! কয়েদীর পক্ষে কারাপ্রহরীকে আক্রমণ যে সাংঘাতিক অপরাধ!

আগুনে জল পড়ল। কর্নেলিয়াস বুঝল যে ধৈর্যচ্যুত হলে বিপদ তারই। সে এক পা পিছিয়ে, দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগল। আর তার অসহায় ক্রোধকে ব্যঙ্গ করবার জন্যই যেন গ্রাইফাস হাত থেকে কোঁড়টাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে ভারী বুট দিয়ে সেটাকে মাড়িয়ে চটকে থেঁতো করে ফেলল একেবারে।

কর্নেলিয়াসের দু'চক্ষু দিয়ে রক্ত ছুটে বেরুবে যেন। মুষ্টিবদ্ধ দুই হাতের নখ হাতের মাংসের ভিতর গভীরভাবে ঢুকে গিয়েছে, সেখান থেকেও রক্ত বেরুবার মত অবস্থা।

কর্নেলিয়াসের প্রতি রোজার কাতর আবেদন উত্তেজিত গ্রাইফাসের কানে যায়নি। কানে গেল এইবার রোজার দ্বিতীয় উক্তি, সে নিজেই তার লক্ষ্য। "ছিঃ ছিঃ বাবা, একটা সামান্য টিউলিপের কোঁড় নিয়ে তুমি একী ছেলেমানুষি করছ? চলে এস বাইরে!"

গ্রাইফাস খেঁকিয়ে উঠল—"কোঁড়টা সামান্য হতে পারে, কিন্তু আইনভঙ্গটা তো সামান্য নয়! এ হাঁড়ির কানা কে এনে দিল ওকে? নিশ্চয় ওর প্রিয় বন্ধু, খোদ শয়তান। তা নইলে লিভেস্টিন দুর্গের চারতলায় নির্জন কারাকক্ষে টিউলিপের চাষ! এতে যদি শয়তানের যোগসাজশ না থাকে, তাহলে আমি কী

বলেছি!"

হাঁড়ির কানাটা হাতে নিয়ে সে বীরদর্পে বেরিয়ে গেল কারাকক্ষ থেকে, দরজায় পড়ল ডবল তালা, আর জানালার গরাদের ফাঁক দিয়ে রোজার দু'খানি হাত এসে কর্নেলিয়াসের তপ্ত ললাটে ছুঁইয়ে দিল সান্ত্বনার কোমল পরশ। "ভয় কি বন্ধু? এখনও তো আরও দুটি কোঁড় রয়েছে! এবার আমরা আরও সাবধান হব। ভাগ্যিস একসঙ্গে সব কয়টি কোঁড় আমরা বসাইনি!"

সেইদিন রাত্রে গ্রাইফাস বাহাদুরি নিচ্ছে বন্ধু জেকবের কাছে সালংকারে সকালের ঘটনা বর্ণনা করে। জেকব গিলছে তার কথা। হাঁড়ির কানাটা সে ফেলে দেয়নি। বামাল নিজের ঘরেই এনে রেখেছে বন্ধুকে তাক লাগিয়ে দেবার জন্য।

"ঐ? ঐ হাঁড়ি ছিল ওর ঘরে? ওতে আছে কি?" উত্তেজনায় তার গলা কাঁপছে।

"ছিল! ছিল! টিউলিপের কোঁড় ছিল। ছোকরার শখ দেখ না! জেলখানায় বসেও উনি ফুলের চাষ করবেন!"

"টিউলিপের কোঁড় ছিল? দেখি, কী রকম কোঁড়, দেখি!" গলা দিয়ে কথা বার হচ্ছে না জেকবের।

"সে কি আর আছে? আমি জুতোর তলায় থেঁতলে দিয়েছি সে-কোঁড়।"

"কী বললে?" বাঘ ডেকে উঠল যেন একটা। জেকব গর্জে উঠল—"কোঁড়? থেঁতলে দিয়েছ?" সে বুঝি গলা টিপে ধরে গ্রাইফাসের।

গ্রাইফাস তার প্রচণ্ড ক্রোধ দেখে অবাক হয়ে গেল। দ্বিধার সঙ্গে বলল—"টিউলিপের কোঁড় এমন কী দামী জিনিস, তা তো জানি না বাপু। তোমার দরকার থাকে তো বল, আমি বাজার থেকে হাজারটা কিনে দিচ্ছি তোমাকে।"

জেকব আর কী বলবে? তার ক্ষোভ কর্নেলিয়াসের চেয়ে কম নয়। কারণ ঐ কোঁড় থেকে ফুল ফুটলে তার ফলভাগী হত জেকবই, জেকবের এইরকমই দৃঢ় ধারণা। সে শুধু হতাশভাবে একবার বলল—"তিনটি কোঁড়ই পিষে ফেলেছ?"

অবাক হয়ে গ্রাইফাস বলল—"তিনটি? তিনটি নয় তো! মাত্র একটাই ছিল! তুমি তিনটির কথা বলছ কেন?"

জেকব দাঁতে জিভ কাটল—বেফাঁস কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। সে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার মত করে বলল—"তিনটি করেই একসাথে থাকে কি না!"

সাত

খাওয়ার টেবিলের এক কোণে যে রোজাও বসে আছে, তা গ্রাইফাস বা জেকব কারোই খেয়াল ছিল না। জেকবের উত্তেজনা এবং নৈরাশ্য রোজা ভাল করেই লক্ষ্য করল। তার আগের বিশ্বাস আরও বদ্ধমূল হল। জেকব টিউলিপের জন্যই এখানে এসে তার বাবার কাঁধে ভর করেছে এবং কর্নেলিয়াসের ঘরে

তল্লাশি চালাবার জন্য সেই তার বাবাকে উসকে দিয়েছে।

রাত্রে সব কথাই সে কর্নেলিয়াসকে বলল।

"তিনটে করেই কোঁড় থেকে থাকে"—এ কথা জেকব জানে। টিউলিপের কোঁড় গ্রাইফাস নষ্ট করে ফেলেছে এ কথা শুনে জেকব খেপে গিয়েছিল গ্রাইফাসের উপরে—এ সব শুনে একটাই সিদ্ধান্তে পৌঁছোনো সম্ভব। কিংবা অন্যভাবে ঘুরিয়ে বলা যায়, যে সিদ্ধান্ত নানা কার্যকারণ বিবেচনা করে ইতিপূর্বেই করেছে কর্নেলিয়াস, তা আরও বদ্ধমূল হল আজকের এই ঘটনার কথা শুনে।

সে সিদ্ধান্ত এই যে যেন-তেন-প্রকারেণ এই জেকব নামধেয় ব্যক্তিটি কর্নেলিয়াসের কালো টিউলিপের সকল বৃত্তান্তই জেনেছে, এবং জানবার পরে কোন বিশেষ একটি উদ্দেশ্য নিয়ে পাকাপাকিভাবে এসে শিকড় গেড়ে বসেছে এই লিভেস্টিন কারাদুর্গে।

সে উদ্দেশ্য যে কী হতে পারে, তা কল্পনা করতেই শিউরে উঠল কর্নেলিয়াস। নিশ্চয় তার উদ্দেশ্য চুরি। কালো টিউলিপ সে চুরি করবে, ঐ নরাধম জেকব। লক্ষ গিল্ডার পুরস্কার সে আত্মসাৎ করবার জন্য হাত বাড়িয়েছে। আবিষ্কারের কষ্ট একটুও সহ্য না করে ইতিহাসে সে নিজের নাম লিপিবদ্ধ করতে চাইছে কালো টিউলিপের আবিষ্কর্তা বলে।

এ হেন প্রবঞ্চককে গুলি করে মারলে দোষ কি?

কিন্তু হায় রে! কে করে গুলি? যে প্রকৃত আবিষ্কারক, সে বিনা দোষে কারারুদ্ধ আজ; তুচ্ছ নরদমার জীব গ্রাইফাস তাকে অপমান করে, তার যত্ন-লালিত টিউলিপ শিশুকে পায়ের তলায় পিষে মারে।

এ দুর্দিনে তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে যে স্বর্গদূতী, সেও যে প্রায় তারই মত অসহায়! মাথার উপরে বর্বর পিতা একটা, চারপাশে বিরুদ্ধ পরিবেশ, অসহায়া সংসার-অনভিজ্ঞা সরলা বালিকা রোজার দ্বারা কতটুকু সাহায্য হতে পারে তার? বেপরোয়া দস্যু ঐ জেকবের আক্রমণ থেকে কর্নেলিয়াসকে রক্ষা করবার কোনই সামর্থ্য তো তার নেই?

তবু রোজা! রোজা! রোজা ভিন্ন কর্নেলিয়াসের কেউ নেই। মজ্জমান ব্যক্তি যেমন করে তৃণখণ্ডকে আঁকড়ে ধরে, রোজাকে তেমনি করেই আঁকড়ে ধরতে চাইছে কর্নেলিয়াস।

রোজাও পরাঙ্মুখ নয়। প্রিয় বন্ধুর মনোবেদনা লাঘব করবার জন্য, তার পথের কণ্টক দূর করবার জন্য সে যে কোন ক্লেশ হাসিমুখে বরণ করে নিতে রাজী। কর্নেলিয়াস শুধু বলে দিক—কী করলে কার্যোদ্ধার হবে।

রাত্রে দুজনে নিম্নস্বরে পরামর্শ করছে আবার। তিনটি মহামূল্য কোঁড়ের একটি বিনষ্ট হয়েছে, তবু দুটি এখনও বাকি। একেবারে নৈরাশ্যে ভেঙে পড়বার মত অবস্থা এখনও হয়নি। সাবধানতার দরকার! খুবই দরকার! কিন্তু নিরুদ্যম হয়ে

বসে থাকবার প্রশ্নই ওঠে না।

কর্নেলিয়াস বলছে—"বাগান নিরাপদ নয়, আমার এ কক্ষ তো নিরাপদ নয়ই। বাকি রইল শুধু একটি জায়গা। তোমার ঘর।"

"আমার ঘর।" রোজা সোৎসাহে বলে ওঠে—"ঠিক। আমার ঘর। সেখানে তো কারও প্রবেশের অধিকার নেই। আমি সর্বদা তালা বন্ধ করে রাখব ঘরে।"

"তা ছাড়া গতি নেই। তুমি কালই তোমার ঘরে একটি টব এনে তোলো, সকলের অলক্ষ্যে। তাতে মাটি এনে ভরো বাগান থেকে। সার-মেশানো তৈরি মাটি। তারপর ভগবানের নাম করে টিউলিপের কোঁড় বসাও। নিষ্পাপ আমরা, ভগবান কি মুখ তুলে চাইবেন না আমাদের উপরে?"

সে রাত্রে অনেক কিছু উপদেশ নির্দেশ রোজাকে দিল কর্নেলিয়াস।

পরের দিন সকালেই রোজা একটি চীনামাটির গামলা রান্নাঘর থেকে এনে তুলল নিজের ঘরে, জেকব তার বাবার ঘরে এসে ঢুকবার আগেই। তারপর প্রতি সন্ধ্যায়, কর্নেলিয়াসের কাছে যাওয়ার আগেই, এক এক মুঠি করে মাটি বাগান থেকে এনে সেই গামলায় ফেলতে লাগল।

কারাদুর্গের সান্ত্রীরা আছে, গ্রাইফাসের দাসী আছে, কেউ যেন জানতে না পারে রোজার মাটি নেওয়ার কথা।

অবশেষে রোজা একদিন চীনামাটির গামলায় দ্বিতীয় কোঁড়টি বসিয়ে দিল।

তারপর থেকে কর্নেলিয়াসের হল এক অসহ্য যাতনা। প্রতি মুহূর্তে মনে হয়—কী জানি তার টিউলিপের শাবক কতখানি পরিণতি লাভ করল এতক্ষণে। প্রথম কোঁড়টি বসানো হয়েছিল তার নিজের ঘরে। সর্বদা সে লক্ষ্য রাখতে পারত তার উপরে। এবারকার ব্যাপার আলাদা। তার সবচেয়ে প্রিয় বস্তু চোখের আড়ালে বাড়ছে, শত্রুর শ্যেনদৃষ্টির নিচেই। কী জানি কখন সেই শোন চঞ্চুঘাতে তার পরমায়ু শেষ করে দেয়—এই তার প্রতিমুহূর্তের দুশ্চিন্তা। রোজা আসে রাত্রে মাত্র একঘণ্টার জন্য। যতক্ষণ সে থাকে—একমাত্র কথা কর্নেলিয়াসের মুখে টিউলিপ কতটা বাড়ল।

শেষ পর্যন্ত এইরকম দাঁড়াল যে রোজাকে সে আর পুরো এক ঘণ্টা বসতেও দেয় না তার কাছে। ঘরে সে তালা বন্ধ করে এসেছে—তা ঠিক। কিন্তু তালা ভেঙেও তো চোর ঢুকতে পারে! জেকব যে সুযোগ পেলেই তার কোঁড়টি চুরি করবে, তাতে সন্দেহ নেই তার। সে সুযোগ তৈরি করে নেবার মত দুষ্টবুদ্ধির অভাব হবে না জেকবের। "এইবার তুমি যাও রোজা, কী জানি এতক্ষণ ওখানে কী হচ্ছে!"

এতে কিন্তু হিতে বিপরীত হল অন্যদিক দিয়ে। রোজা ব্যথিত হল। সে দেখল টিউলিপের উপরই কর্নেলিয়াসের মন পড়ে আছে। সে-মনে রোজার কোন স্থান নেই। তার উপর যেটুকু দরদ কর্নেলিয়াস দেখায়, সে শুধু টিউলিপকে ফোটানোর

pathagar.net

প্রয়োজনে।

একটা ভুল-বোঝাবুঝির সূত্রপাত হল। অভিমান হল রোজার। শুধু টিউলিপটির কুশলবার্তাই যখন কর্নেলিয়াস চায়, তখন রোজা আসবেই বা কেন তার কাছে! মাঝে মাঝে চিঠি লিখে সে-খবর তাকে দিলেই তো চলবে!

রোজা ইতিমধ্যে লেখাপড়ায় বেশ খানিকটা অগ্রসর হয়ে গিয়েছে। পড়তে সে সবই পারে, হাতের লেখাও খুব সুন্দর যদিও এখনো হয়নি—তবু সে লেখা পড়তে কারও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

পরদিন কর্নেলিয়াস অবাক হয়ে গেল—রোজা এল না তার কাছে। রাত নয়টা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত অসহ্য উৎকণ্ঠায় সে মিনিট গুনল, এল না পাষাণী। কী সে যন্ত্রণা বেচারীর! একটা কিছু অনর্থ ঘটেছে! অনর্থটা কার উপর দিয়ে ঘটল? রোজার? না, টিউলিপের?

টিউলিপের উপর কোন বিপদ ঘনিয়ে এসেছে, এ চিন্তাতেও তার মাথা ঘুরে যায়। অথচ সেই চিন্তাই তার মাথায় আসে বারবার।

কিন্তু একটা কথা তার মাথায় আসে না। বিপদ যদিই হয়েছে, রোজার আসবার পক্ষে বাধা কোথায়? এসে সে ঘটনাটা খুলে বলে না কেন? সর্বনাশও যদি হয়ে থাকে, সেটা খোলাখুলি জানতে পারলে মন তো এত অস্থির হয় না!

পরের রাত্রেও এল না রোজা।

রোজা আর আসবে না, স্থির করেছে। ফুল ফুটুক—তারপর চিঠি লিখে খবরটা জানিয়ে দেবে। কর্নেলিয়াসের হৃদয়ে দ্বিতীয় স্থান পেয়ে সন্তুষ্ট নয় রোজা। কর্নেলিয়াস থাক তার ফুল নিয়ে।

কর্নেলিয়াসের কাছে এলে যে সময়টা কথাবার্তায় ব্যয় হয়ে যেত, এখন সেটা সে লেখাপড়ার পিছনে প্রয়োগ করেছে। নিজে নিজেই দ্রুত অগ্রসর হয়ে যাচ্ছে। অনবরত লিখছে আর লিখছে। ক্রমে তার হস্তাক্ষর সুডৌল সুন্দর হয়ে এল। সাধনায় কী না হয়!

এমনি সময়ে—অর্থাৎ পুরো একটি সপ্তাহ এমনিভাবে কাটবার পরে একদিন খাওয়ার টেবিলে সে আচমকা এক আঘাত পেল। যথারীতি জেকব উপস্থিত আছে টেবিলে। তাকে লক্ষ্য করে গ্রাইফাস বলছে—"ওহে বন্ধু! আমার বন্দীসংখ্যা বুঝি একটি কমে যায়!"

জেকব উদাসীনভাবে বলে—"কেন? অন্য কোনও কারাগারে বদলির হুকুম এসেছে বুঝি কারও?"

"কারাগারে বদলি নয়, একেবারে যমালয়ে বদলি! সেই টিউলিপওয়ালা হে! ভেবেছিলাম সে আর জীবনে লিভেস্টিন থেকে বেরোবে না। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে—আমারই ভুল! শীগগির যাতে বেরোতে পারে, তার ফিকির সে বাগিয়ে এনেছে প্রায়। তবে কী জানো, পায়ে হেঁটে সে বেরুবে না। বেরুবে বাক্স-বন্দী

pathagar.net

হয়ে। বাক্স মানে কফিন—শবাধার।"

এই পর্যন্ত শুনেই রোজার বুকের ভিতরটা হিম হয়ে এসেছে।

জ্ঞান লোপ পেতে চাইছে বুঝি, কিন্তু তাহলে তো চলবে না। কোনমতে জ্ঞানকে ধরে রেখে সে উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগল—

"আজ কয়দিনই কিছু খাচ্ছে না হতভাগা। খাবার রেখে আসি। যেমন রেখে আসি, তেমনিই ফিরিয়ে আনতে হয়। এক টুকরো রুটিও দাঁতে কাটে না। আজ দুই দিন বিছানা ছেড়ে ওঠে না। ডাকলেও সাড়া পাই না। হয়ে এসেছে আর কি! আপদ গেলে যে বাঁচি।"

রোজা কিভাবে যে উঠে এল টেবিল থেকে, তা সে জানে না। ব্যাপারটা সে বুঝতে পেরেছে। টিউলিপের খবর না পেয়ে হতাশ হয়ে আত্মহত্যা করতে বসেছে কর্নেলিয়াস। টিউলিপেরই জন্য, রোজার জন্য নয়।

তা না হোক রোজার জন্য, কর্নেলিয়াসকে মরতে তো আর সে দিতে পারে না! দুর্জয় অভিমান রোজার, নিজে আর সে যাবে না ওর কাছে। একটা চিঠি, হ্যাঁ চিঠি লিখে খবরটা দিয়ে দেবে সে—যে-খবরের জন্য সে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে।

কাগজ কলম নিয়ে সে গোটা গোটা অক্ষরে সুন্দর চিঠিখানি লিখল। সুন্দর, কিন্তু অতি সংক্ষিপ্ত।

"চিন্তা নেই। তোমার টিউলিপের খবর ভাল।"

পরদিন সকালে একবার জানালার কাছে এসে বসতেই চোখে পড়ল কর্নেলিয়াসের—দোরের নিচে একখানা কাগজ। দুর্বল শরীরেও ছুটে গিয়ে সে ছোঁ মেরে তুলে নিল সেটা। যা আশা করতে পারেনি, তাই। রোজা নিজে আসেনি বটে, কিন্তু চিঠি লিখেছে টিউলিপের খবর দিয়ে। সেদিক দিয়ে আপাতত সে নিশ্চিন্ত হল বটে, কিন্তু রোজার চিঠির অন্তর্নিহিত ব্যঙ্গটি সে ধরে ফেলল, এবং তাতে দুঃখও পেল। রোজা তাহলে ভালই আছে, সে অসুস্থ নয়, অসন্তুষ্ট। সে নিজের ইচ্ছাতেই আসা বন্ধ করেছে; কর্নেলিয়াস যে ধারণা করেছিল যে গ্রাইফাসই তাকে আটক রেখেছে, সে ধারণা ভুল তাহলে।

কর্নেলিয়াস মরে যাচ্ছে রোজার অদর্শনে, অথচ—রোজা, নিষ্ঠুরা রোজা, আসবার পক্ষে বাধা না থাকলেও, আসা বন্ধ করেছে। অভিমানিনী নারী এত কঠোরও হতে পারে!

রোজাই কাগজ পেনসিল এনে দিয়েছিল কর্নেলিয়াসকে, তাই দিয়ে সে চিঠি লিখল—

"টিউলিপের জন্য নয়, তোমার অদর্শনের জন্যই অসুস্থ আমি।"

গ্রাইফাস শেষবারের মত দর্শন দিয়ে গিয়েছে; সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল, এমনি সময় কর্নেলিয়াস তার ছোট্ট চিঠিখানা দরজা দিয়ে গলিয়ে দিল। তারপর সারা রাত্রি সে কান খাড়া করে রইল—কখন রোজা আসে! কখন রোজা আসে! হাঁ, আসবে

সে নিশ্চয়ই! চিঠি যখন লিখেছে, তখন চিঠির উত্তরের প্রত্যাশাও সে করে বইকি!

কিন্তু সারা রাত কান খাড়া করে থেকেও সে না শুনতে পেল রোজার পায়ের ধ্বনি, না শুনতে পেল তার গাউনের খসখসানি।

তা না শুনুক, অবসন্ন দেহ যখন ঘুমে অচেতন হয়ে আসছে, সেই মুহূর্তে অতি মৃদু, অতি কোমল একটি ফিসফিস বাণী তার কানে এল—"কাল"—

কাল অর্থাৎ সাতদিন কেটে গিয়ে অষ্টম দিনে।

যথাসময়ে অর্থাৎ রাত নয়টায়—রোজা এল—

"তোমার অসুখ করেছে, মিন্‌হিয়ার* কর্নেলিয়াস?"

"তা করেছে—যার মনে শান্তি বা দেহে স্বাচ্ছন্দ্য নেই, তার যদি অসুখ করেনি, তবে করেছে কার?"

"তুমি খাও না, বিছানা ছেড়ে ওঠো না—সব শুনেছি বাবার কাছে। তাই চিঠি লিখেছিলাম—তোমার জিনিসটি সম্বন্ধে তোমার দুশ্চিন্তা দূর করবার জন্য।"

"আমিও তো উত্তর দিয়েছি তার! আমার চিঠি পাওনি? এবার তো আর বলতে পার না যে পড়তে জানো না তুমি!"

"তা বলতে পারি না বটে। পড়েছি তোমার চিঠি। তাই এলাম, দেখি তোমাকে ভাল করে তুলবার কোন উপায় করতে পারি কিনা!"

"ভাল করে তোলা? কোন ভাল খবর যদি এনে থাকো—"

"ভাল খবর মানে তোমার টিউলিপের খবর তো? তা এনেছি সে খবর।" রোজার কথায় যেন বরফের শৈত্য, কর্নেলিয়াসের বুকের ভিতরটা পর্যন্ত যেন হিম হয়ে গেল সে কণ্ঠস্বরে।

রোজা বলে যাচ্ছে—"তুমি তো জানোই দ্বিতীয় কোঁড়টি মাটিতে বসিয়েছি আজ নয় দিন হল।"

"তা তো জানি! কিন্তু রোদ্দুর হাওয়া কেমন লাগে তোমার ঘরে?"

"আকাশে যখন সূর্য থাকে, সারাদিনই রোদ্দুর পায়। কিন্তু কোঁড় থেকে পাতা বেরুলে আমি ওকে জানালায় বসিয়ে রাখব—পুবদিকের জানালায় সকালে আটটা থেকে এগারোটা। তারপর বিকালে তিনটা থেকে পাঁচটা রাখব পশ্চিমের জানালায়।"

"বাগানের কাজ তো চমৎকার শিখেছো রোজা! কিন্তু আমি ভাবছি টিউলিপের সেবাতেই তোমার সমস্ত সময়টা কাটবে।"

"তা কাটবে। কাটুক তা।" রোজার মনের কথা মুখে এল না।

"নয় দিন মাটির ভিতর রয়েছে, অ্যাঁ? এখনও পাতা বেরুচ্ছে না?"

"কাল পর্যন্ত বেরুবে বলে মনে হয়।"

* মিস্টার, মহাশয়

pathagar.net

রোজা বিদায় নিয়ে গেল বটে, কিন্তু পিছনে রেখে গেল হতভাগ্য বন্দীর জন্য অনেকখানি সান্ত্বনা, পরিপূর্ণ আশ্বাস।

পরের দিন রোজা এল অরুণ-রাঙা প্রভাতের মত হাসিমুখে।

"বেরিয়েছে! বেরিয়েছে!"

"সোজা উঠেছে তো?"

"হাউইয়ের মত সোজা।"

"কতটা উঠল?"

"দু' ইঞ্চি তো বটেই!"

"সাবধান! সাবধান! বিপদ চারিদিকে! আমার সাত-রাজার-ধন এক মানিককে নিয়ে যতদূর সম্ভব, সাবধানে থাকবে রোজা!"

তারপর প্রতি দিনে, প্রতি ঘণ্টায় টিউলিপ বেড়েই উঠছে। পাতা ছড়াচ্ছে, ফুলের কুঁড়ি দেখা দিয়েছে, নিত্য সন্ধ্যায় নতুন খবর।

"কুঁড়ি দেখা দিয়েছে"—কর্নেলিয়াস আনন্দে অধীর।

"বৃন্তটা নিখুঁত তো? ডাঁটিটা পুষ্ট? ডগাটা সবুজ?"

"সব ঠিক আছে! সব ঠিক আছে।"

"কুঁড়ি ফুটেছে গো!"—দুই দিন পরের খবর।

"রং? কী রং?"—কাঁপছে উত্তেজনায় কর্নেলিয়াস।

"গাঢ়।"

"বাদামী?"

"বাদামীর চেয়ে গাঢ়—"

"গাঢ়? মানে—"

"মানে—যে-কালি দিয়ে তোমাকে চিঠি লিখেছিলাম, তার চেয়ে গাঢ় কালো রং।"

আনন্দের আতিশয্যে পাগলের মত চিৎকার করে উঠল কর্নেলিয়াস—তারপরই হঠাৎ চুপ করে গিয়ে আবার বলল—"রোজা! স্বর্গের কোন দেবদূত তোমার সঙ্গে তুলনীয় নয়।"

"বল কী গো?"

"শোনো রোজা, কুঁড়ি কি দুই-তিন দিনের ভিতর বিকশিত হবে?"

"কাল যদি না ফোটেও, পরশু নিশ্চয় ফুটবে।"

"আমি তা দেখতে পাব না। আমার সাধনা যখন সিদ্ধিলাভ করবে, তখন তা সমুখে দাঁড়িয়ে দেখবার সৌভাগ্য হবে না আমার। তা সে যাক, কাজের কথা বলি শোনো রোজা। টিউলিপ ফোটা মাত্র তুমি হার্লেমের পুষ্পপ্রদর্শনী সমিতির প্রেসিডেন্টকে একখানি পত্র লিখবে। লিখবে যে বহু সাধনার ধন কৃষ্ণ টিউলিপ প্রস্ফুটিত হয়েছে। হার্লেম বহু দূর, তা জানি। কিন্তু পয়সা খরচ করলে চিঠি নিয়ে

pathagar.net

যাওয়ার একটা লোক কি পাবে না তুমি?"

"তা কেন পাব না?"

"কিন্তু আমি কি বোকা! গোড়াতেই গলদ করছি। তোমার হয়ত পয়সা বলতে কিছুই নেই।"

"আছে, আছে! আমি জমিয়েছি। তিনশো গিল্ডার আছে আমার।"

"তিনশো গিল্ডার? তাহলে রোজা, বার্তাবহ নয়; তুমি নিজেই যাও।"

"নিজেই যাব? গেলে ভালই হয় বোধ হয়। কিন্তু তুমি আবার খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে শুকিয়ে থাকবে না তো?"

"সে যা বলেছ। তুমি চলে গেলে আমি অন্ধকার দেখব। না, তোমার যাওয়া হতে পারে না। লোকই পাঠাবার বন্দোবস্ত কর। চিঠিটা জোর দিয়ে লিখতে হবে, প্রেসিডেন্টকে আসতে বলতে হবে লিভেস্টিনে। কালো টিউলিপ! অসাধারণ ব্যাপার এটা। এর জন্য প্রেসিডেন্টকে স্বয়ং আসতে বলার অধিকার আছে আমাদের।"

বলতে বলতেই হঠাৎ কী জানি কেন উৎসাহ নিবে গেল কর্নেলিয়াসের। সে এক মিনিট একেবারে নীরব। তারপর ভাঙা গলায় বলে উঠল, "কালো টিউলিপ, কালো টিউলিপ করছি। কিন্তু সত্যিই কি কালো টিউলিপ হবে? আমার যেমন বরাত। কুঁড়িতে কালো দেখাচ্ছে, ভুল নেই। ফুটলে হয়ত দেখা যাবে মাঝে মাঝে অন্য রংয়ের ফুটকি রয়েছে। তা যদি থাকে, তাহলে পুরস্কার পাওয়া যাবে না।"

ভবিষ্যতে কী হবে, জোর করে রোজা বলতে পারে না। সে তো টিউলিপ বিশেষজ্ঞ নয়! এ অবস্থায় যা করা যেতে পারে, তাই সে করবে প্রতিশ্রুতি দিল। "কী হয় না হয় তুমি সঙ্গে সঙ্গে জানতে পারবে। যদি রাত্রে ফোটে, আমি তক্ষুণি তোমাকে বলে যাব। আর যদি দিনে ফোটে, আমি কোন সুযোগে দরজার নিচে একটুকরো কাগজ রেখে যাব।"

"তাহলে আমার অর্ধেক উদ্বেগ কমে যাবে রোজা। যাও তুমি এইবার, ফুলটার খোঁজ নাও। শত্রু ওত পেতে আছে, ঐ জেকব।"

তা ঠিক। তবু চলে যেতে যেতে মনটা বিষণ্ণ হল রোজার। কর্নেলিয়াসের মন পড়ে আছে তার টিউলিপের উপর।

* * *

পরের রাত্রে। রোজা এল যেন উড়তে উড়তে।

"কী? কী? কী হল? ফুটেছে?

"না, এখনও ফোটেনি। কিন্তু আজ রাতের ভিতরই নিশ্চয় ফুটবে। আজ রাতেরই ভিতর।"

"ফুটবে তো, কালো রং নিয়ে ফুটবে তো?"

"মিশ কালো।"

"তাহলে—তাহলে তোমার বার্তাবহ—"

"ঠিক হয়ে আছে। সেই এই লিভেস্টিনেরই খেয়ার মাঝি। আমার খুব ভক্ত। তাকে বিশ্বাস করা যায় নিশ্চয়ই। তাকে যদি আমি বলি মিউজ নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করতে, সে তাই করবে।"

"তাহলে ধর, দশ ঘণ্টার মত ওর লাগতে পারে হার্লেম পৌঁছোতে। কাগজ কালি নিয়ে এস, চিঠিখানা লিখে ফেলি। না, আমি লিখব না, লেখো তুমিই। একটা কারাবন্দী কালো টিউলিপ সৃষ্টি করেছে, এ-কথা বিশ্বাস করতে অনেকে হয়তো ইতস্তত করবে। চিঠি তুমিই লেখো।"

"তা তো লিখবো। কিন্তু প্রেসিডেন্ট যদি আসতে দেরি করেন!"

"অসম্ভব। টিউলিপ সম্বন্ধে যার অত আগ্রহ, সে এক মুহূর্তও দেরি করবে না। এ খবর পেয়ে, তবু যদিই কোন কারণে দুই-এক দিন দেরি হয়ও, ক্ষতি হবে না। দুই দিনে ফুল শুকোবে না। একবার এসে প্রেসিডেন্ট দেখে নিন, একটা চিঠিতে 'দেখলাম' বলে স্বীকৃতি লিখে দিন, ব্যস্, আমরা নিশ্চিন্ত। হায়, নিজেরা যদি নিয়ে যেতে পারতাম! আমরা দু'জনে মিলে! কখনো আমার হাতে, কখনো তোমার হাতে! তা হবার নয়! তা হবার নয়! নিষ্ঠুর ভবিতব্য আমাকে বন্দী করে রেখেছে। কিন্তু, যাক সে কথা। একটি কথা এক মুহূর্তের জন্যও ভুলবে না। প্রেসিডেন্ট এসে দেখবার আগে কেউ যেন কালো টিউলিপ দেখতে না পায়। এক মুহূর্তের জন্যও না। দেখলেই ও গেল। নির্ঘাত চুরি হয়ে যাবে।"

"বল কি?"

"জেকবের কথা ভুলে গেলে? পৃথিবীতে হাজার হাজার জেকব আছে। সুযোগ পেলে একটা মাত্র গিল্ডারও লোকে চুরি করে। এ তো একেবারে এক লক্ষটা গিল্ডার!"

"না, এ জিনিস আর চুরি করতে হয় না কারও। আমি পাহারা দিচ্ছি না?"

"দাও, দাও, পাহারা দাও। পাহারার শৈথিল্য না হয় একটি মুহূর্তের তরেও!"

pathagar.net

আট

ঠিক সেই মুহূর্তে।

রোজার শয়নকক্ষে, কালো টিউলিপের টবের সামনে।

মোমের আলো হাতে একটি লোক দাঁড়িয়ে।

এ সেই জেকব ওরফে বক্সটেল।

রোজার শয়নকক্ষে এ লোকটা কী করে ঢোকে? কেনই বা ঢোকে?

ঢোকে অসৎ মতলবেই। টিউলিপ চুরির জন্যই। যা ভয় করেছে কর্নেলিয়াস, তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। একটা গিল্ডার চুরি করতে পেলে লোকে তাতে দ্বিধা

করে না, এ তো লক্ষ গিল্‌ডারের ব্যাপার।

জেকব আশা ছাড়েনি।

কোঁড়ের খোঁজে বাগানের মাটি হাতড়াতে গিয়ে সে রোজার কাছে জব্দ হয়েছিল যেদিন, সেই দিন থেকে সে চতুর্গুণ সতর্ক হয়ে গিয়েছে। রোজার গতিবিধি লক্ষ্য করেছে শ্যেন দৃষ্টি নিয়ে।

প্রথম কোঁড়টা বর্বর গ্রাইফাস নষ্ট করে ফেলল। সেদিন গ্রাইফাসকে খুন করে ফেলবার জন্য বক্সটেলের অদম্য আকাঙ্ক্ষা হয়েছিল।

তারপর—তারপর যে কর্নেলিয়াস চুপ করে থাকবে না, সে বিষয়ে বক্সটেল ছিল নিঃসন্দেহ। এমন কি থাকতে পারে কেউ, আরও দু' দুটো কোঁড় হাতে থাকতে? কোঁড় যে তিনটিই ছিল, এ কথা আর বক্সটেলকে বলে দিতে হয় না। কে না জানে যে টিউলিপ-চাষী মাত্রেই তিনটি কোঁড় রাখে প্রত্যেক নতুন রকম ফুলের?

তাহলে দ্বিতীয় কোঁড়টা বসাবেই কর্নেলিয়াস। টিউলিপ বসাবার সময় পার হয়ে যাবার আগেই বসাতে হবে তাকে। আর দুই-এক সপ্তাহ বাদে বসানো আর না বসানো সমান হবে। ফুল ফুটবে না গাছে।

বসাবে। রোজা আছে কর্নেলিয়াসের হাতের যন্ত্র।

রোজাকে নিজের বাধ্য করার জন্য বক্সটেল প্রথমে ভালবাসার অভিনয় করেছিল কয়েকদিন। কিন্তু রোজা এমন ঘৃণাভরে তাকিয়েছে তার দিকে যে বক্সটেল আর বেশিদূর এগুতে সাহস পায়নি ও পথে। অবশ্য গ্রাইফাস এখন পর্যন্ত এই বিশ্বাসে দৃঢ় হয়ে আছে যে জেকব প্রাণ দিয়ে ভালবাসে তার মেয়েকে এবং তাকে বিবাহ করবার আশাতেই সে এখানে শিকড় গেড়ে বসে আছে এই কারাগারের ভিতর।

এজন্যই জেকবের এত আনাগোনাকে সে প্রশ্রয়ের চোখে দেখে। অবশ্য শুধু হাতে জেকব কখনোই আসে না, সেও একটা কারণ। মদ এক বোতল বা দুই বোতল তার বগলে থাকেই থাকে।

হ্যাঁ, রোজা বশীভূত হলে বক্সটেলের কাজ কত যে সোজা হয়ে যেত! তা হয়নি। রোজা বরং উলটে কর্নেলিয়াসেরই দিকে ঢলে পড়েছে। রোজাকে দিয়েই কর্নেলিয়াস টিউলিপ উৎপাদনের স্বপ্ন দেখছে!

ভালই! এতে বক্সটেলের সুবিধা ছাড়া অসুবিধা নাই। কারণ, গ্রাইফাস যতক্ষণ হাতের ভিতর রয়েছে, ততক্ষণ রোজার উপর গোয়েন্দাগিরি করার সম্পূর্ণ সুযোগ আছে বক্সটেলের। টিউলিপ যদি কখনও জন্মায়, বক্সটেল সঙ্গে সঙ্গেই খবর পাবে।

কর্নেলিয়াসের নিজের তো কিছু করবার উপায় নেই! নিজের কক্ষে কোঁড় বসানোর পরিণাম হয়েছিল মর্মান্তিক। আবার সে চেষ্টা সে কখনও করবে না।

pathagar.net

বিশেষত গ্রাইফাস যখন সেই ঘটনার পর থেকে নিয়মিতভাবে বন্দীর ঘরে তল্লাশি চালিয়ে যাচ্ছে, একটা নুড়ি-পাথর পেলেই টেনে এনে জেকবকে দেখাচ্ছে!

না, রোজাকে দিয়েই চাষ করাচ্ছে কর্নেলিয়াস। কিন্তু কোথায়? বাগানে নয়। রাতের পর রাত বাগানে ওত পেতে থেকে এ বিষয়ে বক্সটেল নিশ্চিন্ত হয়েছে যে বাগানে টিউলিপ উৎপাদনের চেষ্টা রোজা করছে না। বক্সটেলের ভয়েই নিশ্চয়। বক্সটেল নিজেকে অভিসম্পাত করে। গোড়ার চাল ভুল করার দরুনই ওরা সাবধান হয়ে গেল। তা না হলে বাগানেই টিউলিপ ফুটতো, চুরি করা কতো যে সহজ হতো।

কিন্তু চুরির কথা পরে। আগে জানা দরকার ঠিক কোন্ জায়গায় কীভাবে কোঁড়টি বসিয়েছে রোজা।

রোজা রোজ সন্ধ্যার পরে বাগানে একবার যাবেই।

কেন যায় বাগানে রোজা?

এ-প্রশ্নের উত্তরও রোজার আচরণের ভিতরেই আছে।

বাগান থেকে এসে রোজা সোজা উঠে যায় তার নিজের ঘরে।

অর্থাৎ বাগান থেকে কোন একটা জিনিস নিয়ে সে ঘরে রেখে আসে। মাটি ছাড়া এ আর কি হতে পারে?

মাটি! মাটি! টিউলিপ বসাবার উপযুক্ত সার-মাটি। তাহলে অবশ্যই নিজের ঘরেই কোঁড় বসিয়েছে রোজা।

তাহলে তো লক্ষ্য রাখতে হয় রোজার ঘরের উপর!

লিভেস্টিন কারাদুর্গের যে-অংশে গ্রাইফাসের বাসস্থান, ঠিক তার নিচেই সদর রাস্তা। আর সেই রাস্তার উলটো দিকে একটা বড় হোটেল বাড়ি। সেই বাড়িতে গিয়ে একখানা ঘর চাইল বক্সটেল। তার ভাগ্য ভাল, রাস্তার দিকেই ঘর মিলে গেল একখানা। এবং রোজার ঘরের ঠিক সামনা-সামনি।

কথায় বলে—ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে অনেক সময়ে। ঠিক সেই ব্যাপারই ঘটল বক্সটেল আর বেয়ার্লির জীবনে। ডর্ট শহরের বাসগৃহে নিজের উদ্যানে বা নিজের ঘরে বসে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছে বেয়ার্লি, আর দেওয়ালের মাথায়, সাইকামোর ঝাড়ের আড়াল থেকে তার প্রতিটি কাজের উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রেখেছে এক গোয়েন্দা টেলিস্কোপের সাহায্যে।

সেই একই ঘটনা, কেবল তা সংঘটিত হচ্ছে দৃশ্যান্তরে। ডর্টের বদলে লিভেস্টিন। পৈতৃক বাসগৃহের বদলে কারাদুর্গ। বেয়ার্লি নিজে অবস্থাচক্রে নিষ্ক্রিয়, তার প্রতিনিধিত্ব করছে সুন্দরী রোজা। উদ্যম বা আন্তরিকতায় রোজা কম যায় না বেয়ার্লির চেয়ে; কারণ বেয়ার্লি নিজেকে যা ভালবাসত সেদিনে, তার চেয়ে রোজা আজ বেয়ার্লিকে ভালবাসে তার চেয়ে বেশি।

চোখে টেলিস্কোপ লাগিয়ে বক্সটেল ওরফে জেকব দৃষ্টি সন্ধান করে বসে

আছে হোটেলের জানালায়। অনতিপরিসর রাজপথ, তার ওপারেই লিভেস্টিনের দ্বিতলে কারাধ্যক্ষের বসতি-মহল। তার একখানি ঘরে রোজা আর তার টিউলিপের টব।

টবটি চিনে বার করতে বক্সটেলের দেরি হল না। রোজার এত যত্ন ঐ যে চীনামাটির গামলাটার উপরে, ওতে টিউলিপের কোঁড় বসানো হয়েছে, একথা হলপ করে বলতে পারে বক্সটেল।

বক্সটেল নড়ে না জানালা থেকে। রাত্রে ছাড়া গ্রাইফাসের আড্ডায় আসে না। সেখানে আসে এক একবার, শুধু গ্রাইফাসের যাতে তার উপর সন্দেহ না হয়, সেইজন্য। একেবারে আসা বন্ধ করে দিলে লোকটা ভাববে—রোজাকে বিবাহ করবার মতলব সে ত্যাগ করেছে, পরে প্রয়োজন হলেও জেকবকে আর দুর্গে ঢুকতে না দিতে পারে গ্রাইফাস। তাহলে তো সমূহ বিপদ, কারণ টিউলিপ যদি ফোটে, ফুটবে ঐ লিভেস্টিনের চার প্রাচীরের অভ্যন্তরেই।

বক্সটেল তার দূরবীন ধরে জানালায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শ্যেনদৃষ্টি নিবদ্ধ করে বসে আছে চীনামাটির গামলাটির উপরে। রোজার কী যত্ন তার উপরে। রক্তমাংসের শিশুর উপরেও কোন জননী অত স্নেহ বর্ষণ করতে পারে না বুঝি।

সকালে যেই রৌদ্র উঠল, রোজা গামলাটি বার করে দিল পুবের জানালায়। বেলা আটটা থেকে বেলা এগারোটা। রোদ যদি দৈবাৎ খুব চড়া হল কোনদিন, এগারোটার আগেই গামলা অন্তর্ধান করল ঘরের ভিতরকার শীতলতায়। গামলার পরিপূর্ণ বিশ্রাম তারপর তিনটা পর্যন্ত। তিনটার সময় সে আবার দেখা দিল পশ্চিমের বাতায়নে। বিকালের পড়ন্ত রোদে আরও দুই ঘণ্টা সে আরাম করবে। বেলা পাঁচটায় গামলা আবার ঘরের ভিতর প্রবেশ করল, রাত্রির অন্ধকারে জীবনীশক্তিতে তাজা করে তুলবার জন্য।

রোজা কোঁড় বসাবার তিন দিন পরেই বক্সটেল ঘাঁটি গেড়েছে হোটেলের জানালায়। তারপর চারদিন গেল। আজ টেলিস্কোপ বাগিয়ে ধরতেই বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ডটা লাফিয়ে উঠল তার। উঠেছে, ঐ যে উঠেছে। খুব ঠাহর করে না দেখলে চোখে ধরা পড়ে না, কিন্তু চারা বেরিয়েছে, তাতে ভুল নেই। খুব বেশি বাড়েনি, ইঞ্চি দুই হয়েছে। বেশ দেখতে পাচ্ছে—সবুজ একটি ডাঁটা, তার মাথায় বর্শার ফলার মত গুটি তিনেক ক্ষুদে পাতা। এই তো! টিউলিপ না হয়ে তো যায় না এ!

বক্সটেল মনে মনে ঠিকই জানে যে ও-গামলায় টিউলিপ ছাড়া আর কিছু থাকতেই পারে না। কিন্তু মনে মনে জানা এক কথা, আর নিজের চোখে দেখা আর এক কথা। আজ নিশ্চিন্ত বক্সটেল।

যুগপৎ নিশ্চিন্ত এবং ব্যস্ত হয়ে উঠল বক্সটেল।

নিশ্চিন্ত, কারণ সব সংশয়ের নিরসন করে দিয়ে কালো টিউলিপ ঐ অবশেষে

pathagar.net

ফুটতে যাচ্ছে!

ব্যস্ত, কারণ, কল্পনার দিন পার হয়ে গিয়েছে, এখন কোমর এঁটে কাজে নামতে হবে।

টিউলিপ হস্তগত করতে হবে।

চুরি? প্রয়োজন হলে তা-ও করতে হবে বইকি!

চুরির হাতে-খড়ি তো অনেকদিন আগেই হয়ে রয়েছে। ডর্টে বেয়ার্লির বাগানে টিউলিপের কোঁড় হাতড়ানো, দোতলার ঘরে মই লাগিয়ে ওঠা রাত্রির অন্ধকারে, লিভেস্টিনে এসে রোজার বাগানেও কোঁড়ের জন্য মাটি হাটকানো—এসব কাজ চোর ছাড়া আর কে করে? তবে এতদিনকার চুরির প্রয়াসগুলো ব্যর্থ হয়েছে। এবার আর ব্যর্থ হবে না—আশা করা যায়। কারণ—বাঞ্ছিত বস্তুটা এবার আর খুঁজে বেড়াতে হবে না, ঐ যে সমুখেই দেখা যায়, রাস্তার ওপারে, রোজার ঘরের জানালায়।

রোজ সন্ধ্যায় গ্রাইফাসের সঙ্গে সান্ধ্যভোজনে সে মিলিত হয়। কড়া মদ নিয়ে যায়, এবং দরাজ হাতে পরিবেশন করে গ্রাইফাসকে। ফলে গ্রাইফাস অচিরেই পড়ে অজ্ঞান হয়ে, এবং রোজা তাকে শুইয়ে দেয় তার শয্যায়।

রোজারও এতে সুবিধা, তাই জেকবের (বক্সটেলকে সে তো জানে জেকব বলেই) এই কারসাজি সে দেখেও দেখে না। গ্রাইফাস ঘুমিয়ে পড়লে তবেই না রোজা নিশ্চিন্ত মনে উপরে উঠে যেতে পারে বন্দীশালায়। সেখানে যে কর্নেলিয়াস তৃষিত নয়নে তার আশাপথ চেয়ে বসে আছে!

জেকব আগে আগে এই সময়টা বাগানে ঘুরত। কারণ তার আশা ছিল যে রোজা বাগানেই টিউলিপের কোঁড় বসাবে। বাগানে ঘুরত, কাজেই রোজার গতিবিধির উপর লক্ষ্য সে রাখেনি, লক্ষ্য রাখবার দরকার আছে, এমনও অনুভব করেনি।

কিন্তু এখন? জেকব স্বচক্ষে দেখেছে টিউলিপ ফুটছে রোজার বাগানে নয়, রোজার শয়নকক্ষে। এ-অবস্থায় রোজার তো সারাক্ষণ সেই শয়নকক্ষেই থাকবার কথা!

কিন্তু তা সে থাকে কই?

ঘরের দরজায় আড়ি পাততে গিয়ে জেকব দেখেছে—দরজাই বাইরে থেকে তালা বন্ধ! রোজা গেল কোথায় তাহলে? পরের দিন সে সতর্ক রইল। গ্রাইফাসকে শয্যায় পৌঁছে দিয়েই রোজা একবার নিজের ঘরে গেল বটে, কিন্তু পরক্ষণেই বেরিয়ে এসে তালা বন্ধ করল দরজায়।

জেকব লক্ষ্য রেখেছে।

ঘরের তালা বন্ধ করেই সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠল রোজা। জেকব পিছনেই আছে। পা টিপে টিপে উপরে উঠল।

হুঁ, কর্নেলিয়াসের ঘরের জানালায় বসে পড়েছে রোজা। কথা শোনা যাচ্ছে দুই জনের। জেকব কান খাড়া করে রয়েছে। কিন্তু নিচু-গলায় কথা শোনা যায় না স্পষ্ট। টিউলিপের কথাই বেশি, অন্য কথাও আছে।

কর্নেলিয়াসের সঙ্গে রোজার সম্পর্কটা জেকবের অজ্ঞাত নয়। ইচ্ছা করলে গ্রাইফাসকে বলে দিয়ে এ-সম্পর্কের উপরে সে যবনিকা টেনে নামাতে পারত। কিন্তু তা সে করেনি, করলে তারই ক্ষতি হবে তা সে বোঝে। কর্নেলিয়াসের সাথে যোগাযোগ না থাকলে রোজা তো টিউলিপ ফোটাবার চেষ্টা করবে না! কর্নেলিয়াসের কোঁড় শুকিয়ে যাবে কর্নেলিয়াসেরই বুকের ভিতর।

আজ জেকবের এই সুবুদ্ধির সুফল ফলেছে, টিউলিপ ফুটতে চলেছে। নিজেকে বাহবা দিচ্ছে চক্রী।

লক্ষ্য করে দেখলে—রোজা সন্ধ্যা নয়টা থেকে দশটা পর্যন্ত থাকে কর্নেলিয়াসের কাছে। রোজই থাকে। একদিন, দুইদিন, তিনদিন পরপর লক্ষ্য করে দেখল—রোজার সময়ের নড়চড় হয় না।

সে স্থির করল—যা কিছু করণীয়, তা করতে হবে ঐ এক ঘণ্টা সময়ের মধ্যেই।

সে ফিরে এল নিজের আস্তানায়। দূরবীন চোখে দিয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল রোজার ঘরের উপর। দশটাতেই রোজা ফিরেছে।

অতঃপর সে কাজে নেমে পড়ল।

পরদিন সান্ধ্যভোজনের টেবিলে সে যথারীতি হাজির। গ্রাইফাস নেশায় বুঁদ হয়ে ঘুমোতে চলে গেল—জেকব তাকিয়ে দেখছে। রোজা নিঃশব্দ পদক্ষেপে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠল—তাও জেকব তাকিয়ে দেখছে। আজ কিন্তু সে আর রোজার পিছনে গেল না।

গেল সে রোজার শয়নকক্ষের দরজায়।

তালা বন্ধ আছে দরজায়।

সে মোম এনেছে সঙ্গে। সেই মোম গালিয়ে গালিয়ে তালার ছিদ্রে সে ঢালছে। তারপর ধীরে ধীরে সে বার করে নিচ্ছে ছাঁচটা। তাড়া নেই, আশঙ্কাও নেই। কারণ রোজা একঘণ্টার ভিতর আসছে না।

সে রাত্রির মত ছাঁচ তুলে নিয়েই বিদায় হয়ে গেল জেকব। ফিরে এল পরদিন রাত্রে। আজ তার হাতে একটা চাবি। সে চাবি তালায় লাগানো মাত্রই দরজা খুলে গেল। রোজার শয়নকক্ষে চোর ঢুকল।

এখন কে রক্ষা করে কর্নেলিয়াস ভ্যান বেয়ার্লিকে? কে বাধা দেয় টিউলিপ-চোর জেকবকে?

ঘরে ঢুকেই দরজা চেপে বন্ধ করল জেকব। আলো জ্বালল। ঘরখানা লক্ষ্য করল ভাল করে। রাস্তার ওধার থেকে দূরবীনযোগে এ-ঘরের সব-কিছুই সে

pathagar.net

পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে দেখে নিয়েছে আগেই। টিউলিপ কোথায় আছে অনায়াসেই সে খুঁজে বার করল।

এই যে টিউলিপ!

ডাঁটি প্রায় একফুট উঁচু হয়েছে। পাতা হয়েছে পুষ্ট, কুঁড়ি ধরেছে মানানসই আকারের। ফুটতে অন্তত দুটো দিন দেরি আছে, তাহলেও তার ভিতরের রং বাইরে ঝিলিক দিচ্ছে এক এক জায়গায়। সে রং যে মিশকালো তা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

জেকব ওরফে বক্সটেলের শিরায় শিরায় রক্ত ছুটতে লাগল খরতর বেগে। কালো টিউলিপ আবিষ্কৃত হয়েছে।

কে করেছে আবিষ্কার? জেকব হঠাৎই নিজের মনে বলে উঠল—"আবিষ্কার করেছি আমি বক্সটেল!"

অবাক হবার মতো কথাই বটে! এ কি মনকে চোখ ঠারা?

তা হবেও বা। কিন্তু আসল কথা এই—দীর্ঘ দিন ধরে বক্সটেল এই কালো টিউলিপটিরই ধ্যানে আত্মসমাহিত হয়ে আছে। নিজের অধিকারের ভিতর একে পায়নি এতদিন, সে জন্য দোষী সে নয়, দোষী তার ভাগ্য, ততোধিক দোষী এই ভ্যান বেয়ার্লি। কালো টিউলিপ ফোটাতে না পারলে, ঘোষিত পুরস্কার লক্ষ গিল্ডার না পেলে কোনমতেই বক্সটেলের চলবে না যখন, তখন কর্নেলিয়াসের কি উচিত ছিল না, কালো ফুলের কোঁড় হস্তগত হওয়া মাত্র তা হস্তান্তর করে দেওয়া বক্সটেলের কাছে? জিনিস তারই যার সেটা প্রয়োজন। কালো টিউলিপের প্রয়োজন বক্সটেলের চাইতে কার বেশি?

ভাবছে বক্সটেল, সেই ঘরের ভিতর দাঁড়িয়ে। টিউলিপটি কি এখনই, এই মুহূর্তে আত্মসাৎ করে চলে যাওয়া উচিত নয়? নিস্তব্ধ রজনী, কেউ দেখছে না, কেউ কিছু জানবে না, গামলাটি হাতে করে সে যদি বেরিয়ে যায়, বাধা দিতে আসবে না কেউ। খুব আশ্চর্যের কথা হলেও এ-কথা ঠিক যে সশস্ত্র সান্ত্রী দ্বারা সুরক্ষিত লিভেস্টিন দুর্গের এই বিশেষ অংশটাতে সান্ত্রী তো দূরে থাকুক, একটা যেমন-তেমন ভৃত্যও জেগে নেই বাসিন্দাদের ধনপ্রাণের উপর লক্ষ্য রাখবার জন্য। তবে হ্যাঁ, কুকুর একটা আছে বটে, সাংঘাতিক একটা হিংস্র কুকুর। কিন্তু বহুদিন ধরে ক্রমাগত দেখছে বলে জেকবের সে এখন পোষ মানা, তার উপর হামলা করার তার কোন সম্ভাবনাই নেই।

হ্যাঁ, নিয়ে সে যেতে পারে এক্ষুণি। টিউলিপ এখান থেকে নিয়ে নিজের ঘরে তুললেই সেটা তার নিজস্ব হয়ে গেল। তখন কর্নেলিয়াস বা রোজা যদি প্রতিবাদ তোলে, দাবি তোলে কালো টিউলিপের উপর, কে কান দেবে সে প্রতিবাদে বা দাবিতে? কর্নেলিয়াস প্রমাণ করবে কেমন করে যে কালো টিউলিপ আবিষ্কারের যে সাধনা সেটা কর্নেলিয়াসই করেছে, বক্সটেল করেনি? অধিকারই হল

মালিকানার প্রমাণ।

তারপর বক্সটেল একটা সজ্জন, সাধু নাগরিক, তার কথা নিশ্চয়ই বিশ্বাসযোগ্য। কিন্তু ভ্যান বেয়ার্লি? রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধে যে লোক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হতে যাচ্ছিল, দয়ালু স্ট্যাডহোল্‌ডারের অহেতুক করুণায় সে দণ্ড থেকে রেহাই পেলেও, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করবার জন্য যে লিভেস্টিনে আবদ্ধ হয়ে আছে, তার কথায় বিশ্বাস করবে কোন্ মূর্খ?

না, সেদিক দিয়ে বক্সটেল হয়ত নিরাপদ।

তবু অন্য একটা দিক ভাববার আছে। টিউলিপ পূর্ণ-প্রস্ফুটিত হতে এখনও অন্তত দুটো দিন দেরি আছে। আজই যদি এটিকে নিয়ে যাওয়া যায়, দুই দিন পার না হয়ে গেলে বক্সটেল হার্লেমের প্রেসিডেন্টের কাছে একে নিয়ে যেতে পারবে না। কারণ ফুলের রং শুধু কালোই হলে চলবে না তো! নিখুঁত কালো হওয়া চাই। কালোর ভিতর অন্য কোন রংয়ের এক-আধটা ফুটকি থাকলেও চলবে না। ফুল পুরোপুরি না ফুটলে তো বুঝতে পারা যাবে না যে তা নিখুঁত কি না!

তাহলে কথা দাঁড়াচ্ছে এই যে আজ ফুলের চারাটি নিয়ে গেলে অন্তত দুটো দিন একে নিজের হেপাজতে রেখে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে বক্সটেলকে। কিন্তু সে নিজে থাকে হোটেলে, মহামূল্য চারাটি সে রাখবে কোথায়? সে কক্ষে হোটেলের ভৃত্যদের ঢুকতে দিতেই হয়, তাদের নজরে পড়বে না ফুলটি, এমন গোপনীয় স্থান সেখানে কোথায়?

তারপর, ফুল অদৃশ্য হলে রোজা চুপ করে থাকবে না। যথাসাধ্য হইচই সে করবে। তার পরামর্শদাতা কর্নেলিয়াস কী পরামর্শ তাকে দেবে, তা কেমন করে আগে থেকে জানবে বক্সটেল? হয়তো হার্লেমে কর্নেলিয়াসের বা রোজার কোন সহায় থাকতে পারে। যে দুটো দিন বক্সটেল ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে বাধ্য হবে, সেই দুই দিনে রোজা হার্লেমে নালিশ করে বসে আছে! বক্সটেল যখন ফুল নিয়ে হাজির হবে, হাজার জবাবদিহির ভিতর তাকে পড়তে হবে। শেষ পর্যন্ত রোজা তার দাবি প্রমাণ করতে পারবে না হয়তো। কিন্তু মামলা শুরু হলে কোথাকার জল কোথায় গড়াবে, কেউ আগে থাকতে বলতে পারে কী? বক্সটেলের নিজেরও তো গলদ রয়েছে অনেক! সে যে ইদানীং ডর্টে থাকছে না, তা সবাই জানে। প্রথম প্রশ্নই উঠবে—ফুল তুমি ফোটালে কোথায়? কোঁড় তুমি তৈরি করলে কোথায়? ইত্যাদি ইত্যাদি।

সে-সব প্রশ্নের জবাব যে প্রেসিডেন্টের কাছে সন্তোষজনক হবেই, তা আগে থেকে জোর করে বলা যায় না।

হ্যাঁ, এখন ফুল চুরি করার সুবিধার চেয়ে অসুবিধা বেশি।

সুতরাং এখন ও থাকুক।

ফুলটা ঠিকমত ফুটুক আগে, তারপর ওকে সরিয়ে ফেললেই হবে। রোজার ঘরে ঢুকবার উপায় তো তার হাতেই রয়েছে! যখন খুশি তালাটি খুলবে, আর ফুলের টবটি তুলে নিয়ে চলে যাবে। যাবে, এবং তারপর আর এক মুহূর্তও দেরি করবে না। তৎক্ষণাৎ রওনা হয়ে যাবে হার্লেমে, সেই গভীর রাত্রেই। আগে থাকতে রওনা হওয়ার বন্দোবস্ত করে রাখতে হবে অবশ্য।

রোজা নারী, রোজার বয়স কম। রাত্রির মধ্যে ফুলচুরির কথা জানতে পারলেও কর্তব্য স্থির করতে তার দেরি হয়ে যাবে। তারপর অজ্ঞাত চোরের পশ্চাদ্ধাবন করে হার্লেম পর্যন্ত ছুটে যাওয়াই যদি সে স্থির করে, রাত্রি প্রভাত পর্যন্ত অপেক্ষা তাকে করতেই হবে; কারণ একাকিনী বালিকা নিশার অন্ধকারে পথে বেরুতে সাহস পাবে না কখনও।

সুতরাং আজ নয়। ফুল ফুটুক। তারপর তাকে আত্মসাৎ করা হবে। রোজ হোটেল থেকে দূরবীন কষে সে লক্ষ্য করবে, নিয়ে যাবার মত অবস্থায় ফুলটা পৌঁছেছে কি না। লক্ষ্য রাখবে চব্বিশ ঘণ্টা।

* * *

ফুল আর দুটো দিনের ভিতরই পূর্ণ প্রস্ফুটিত হবে, এ কথা তো রোজাও জানে! কর্নেলিয়াসও জানে!

প্রথমে ওরা ভেবেছিল ফুল নিয়ে রোজাই চলে যাবে হার্লেমে। কিন্তু অনেক ভেবে কর্নেলিয়াস মত বদলেছে। কারণ, রোজা যদি ফুল নিয়ে হার্লেম যাত্রা করে, রাস্তায় বিপদ আপদ তো হতে পারে। চুরি হয়ে যেতে পারে মহামূল্য ফুলটি, দৈবদুর্বিপাকে নষ্ট হয়েও যেতে পারে। একাকিনী তরুণীর পক্ষে ও বস্তু নিয়ে দূরপথে অজ্ঞাত স্থানে যাত্রা করা খুবই দুঃসাহসের কাজ হবে।

সুতরাং চিঠি লিখতে হবে হার্লেমে। পুষ্পপ্রদর্শনীর প্রেসিডেন্টের নামে। বার্তাবহ আগে থাকতেই স্থির হয়ে আছে। চিঠি লেখা হল এইবার। রোজাই লিখল। ইদানীং তার হাতের লেখার অসাধারণ উন্নতি হয়েছে। নিষ্পাপ হৃদয়ের আবেগ দিয়ে সোজা ভাষায় সে একখানি চিঠি লিখল—

"মাননীয় প্রেসিডেন্ট মহাশয়!

কালো টিউলিপ অবশেষে প্রস্ফুটিত হয়েছে। নিখুঁত কালো, যেমনটি আপনারা চেয়েছিলেন। লিভেস্টিন দুর্গের কারাধ্যক্ষ গ্রাইফাসের দুহিতা আমি, লিভেস্টিনে এলেই আপনি কালো টিউলিপ দেখে চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করতে পারবেন। দেরি করবেন না, ভগবানের দোহাই, আসুন! চলে আসুন!"

লিভেস্টিন দুর্গ। রোজা গ্রাইফাস

নয়

রোজা চিঠি লিখছে হার্লেমের পুষ্পপ্রদর্শনীর প্রেসিডেন্টের কাছে। চিঠি পড়ে শোনাচ্ছে কর্নেলিয়াসকে। একজন লোক সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে শুনছে তাদের সব কথা, সব গোপন পরামর্শ।

সে-লোক অবশ্য বক্সটেল। পায়ের জুতো খুলে এসেছে, যাতে কিছুমাত্র শব্দ না হয়।

হার্লেমে চিঠি লিখছে ওরা। আজ রাত্রেই এক বার্তাবহ রওনা হয়ে যাবে প্রেসিডেন্টকে লিভেস্টিনে ডেকে আনবার জন্য।

সব পরামর্শ শুনে বক্সটেল নিঃশব্দে নেমে গেল। ওৎ পেতে থাকল রোজার ঘরের দরজার অতি নিকটে।

রোজা নেমে এল, ঘরে ঢুকল একবার, তারপরই আবার বেরিয়ে এল, বাইরে বেরুবার মত পোশাক পরে।

রোজা সিঁড়ি দিয়ে নামছে, বক্সটেলও এক এক পা করে রোজার দরজার নিকটবর্তী হচ্ছে।

রোজা যখন সিঁড়ির সব চেয়ে নিচু ধাপে পৌঁছোলো, বক্সটেলের হাত তখন রোজার দরজার উপরে। সে-হাতে সেই নকল চাবি।

এদিকে রোজাকে বিদায় দিয়ে কর্নেলিয়াস ঠায় দাঁড়িয়ে আছে, নিজের গরাদে ঘেরা জানালাটিতে। সুখস্বপ্নে বিভোর সে। টিউলিপ ফুটেছে। ধন্য ধন্য পড়ে যাবে সারা পৃথিবীতে। আবিষ্কর্তা বলে কর্নেলিয়াস ভ্যান বেয়ার্লির নাম ছড়িয়ে পড়বে। জনমতের দৌলতে স্ট্যাডহোল্ডার মুক্তি দিতে বাধ্য হবেন তাকে। তখন একদিকে রোজা, অন্য দিকে লক্ষ গিল্ডার পুরস্কার। সুখের আর বাকি কী থাকবে জীবনে?

কতক্ষণ সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই জাগ্রত স্বপ্ন দেখছিল, জিজ্ঞাসা করলে সে বলতে পারত না। হঠাৎ তার মনে হল, সিঁড়িতে ত্রস্ত পায়ের শব্দ। কে যেন দ্রুত উঠে আসছে।

কে? কে হতে পারে? গ্রাইফাস? এত রাত্রে গ্রাইফাস তো কখনো আসে না!

"কর্নেলিয়াস! কর্নেলিয়াস!"

একি! রোজা? রোজা কান্নায় ভেঙে পড়ছে কেন?

"কর্নেলিয়াস! সর্বনাশ হয়েছে! টিউলিপ নেই।"

"নেই? রোজা! কী বলছ?"

"হার্লেমে বার্তাবহ পাঠাবার জন্য একবারটি কয়েক মিনিটের জন্য ওয়ান নদীর খেয়াঘাটে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে দেখি—"

"টিউলিপ নেই? দরজা খুলে রেখে গিয়েছিলে?"

"না, না! বারবার করে তালা টেনে দেখেছিলাম। চাবি হাতের মুঠোর মধ্যে ছিল, এখনও রয়েছে দেখ।"

pathagar.net

"তবে? ঘরে কী করে লোক ঢুকল? কী করে চুরি করল ফুল? হায়, হায়, হায়!"

পরক্ষণেই সে লাফিয়ে উঠল—"এ সেই জেকবের কাজ! আমি ধরব তাকে! ধরবই!"

রোজার কান্না আর বাধা মানে না। হাহাকার করে সে বলে উঠল—"কী করে ধরবে অভাগা বন্ধু আমার? তুমি যে কারাদুর্গে বন্দী, তা কি ভুলে গেলে?"

"বন্দী! বন্দী! কিন্তু আর তো আমার বন্দী থাকলে চলে না! আমি পালাব! আমি পালাব! তুমি আমার পালাবার পথ করে দাও রোজা!"

"পালাবার পথ?"—রোজা হতবুদ্ধি হয়ে যায় এ প্রস্তাবে।

"দেবে না? দেবে না রোজা? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে আমার সর্বনাশ?"

"কেমন করে মুক্ত করব তোমায় কর্নেলিয়াস? পারলে কি এতদিন করতাম না"? গলা ভেঙে আসছে কান্নায়।

"এতদিন বন্দী থাকায় কিছু এসে যায়নি। এমন জীবন-মরণ সমস্যা এতদিন দেখা দেয়নি। শোনো, তোমার বাবা নেশায় অজ্ঞান হয়ে থাকে এ সময়, তুমিই বলেছ সে-কথা। কাজেই তার পকেট থেকে চাবি বার করে আনা তোমার পক্ষে কিছুমাত্র শক্ত হবে না। এনে তুমি এই কক্ষের দরজা খুলে দাও। চল, আমরা এক্ষুণি বেরিয়ে পড়ি। যাচ্ছ না তুমি? যাবে না তুমি? যাও, যাও—তবু না? তবে এই দেখ! এই দেখ! এই দেখ!"

বলতে বলতে কারাকক্ষের লৌহদ্বারের উপর সশব্দে মাথা ঠুকতে লাগল কর্নেলিয়াস। সে সত্যিই পাগল হয়ে গিয়েছে না কি? আত্মহত্যা করবে?

দারুণ ভয় পেয়ে রোজা চেঁচিয়ে উঠল—"তুমি শান্ত হও, আমি যাচ্ছি, এখনই চাবি এনে তোমাকে মুক্ত করে দিচ্ছি।"

"মুক্ত করে দিচ্ছ? বেইমান মেয়ে?"—এই বলে কে যেন রোজার চুলের মুঠি চেপে ধরল।

সর্বনাশ! গ্রাইফাস!

গ্রাইফাস এ-সময়ে জাগে না কোন রাতে। আজ যে জেগেছে, তার কারণও রোজা এবং কর্নেলিয়াস—এরা নিজেরাই। উত্তেজনার বশে এদের স্মরণ ছিল না যে চেঁচামিচি করলে নিচে ঘুমন্ত গ্রাইফাসের নিদ্রাভঙ্গ হওয়ার সম্ভাবনা।

ঘুম ভাঙতেই কর্নেলিয়াসের উন্মাদের মত কথাবার্তা শুনে গ্রাইফাস ছুটে এসেছে উপরে। এসেই শুনেছে রোজার কথা—"মুক্ত করে দিচ্ছি।"

রোজার এই কাণ্ড! তলে তলে ও এত বাধ্য হয়েছে হতভাগা বন্দীর? ওর মুখ চেয়ে নিজের বাবার সর্বনাশ করতে প্রস্তুত হয়েছে? বন্দী পালিয়ে যাওয়া মানেই যে কারাধ্যক্ষের চাকরি যাওয়া তা কি জানে না ও?

বিশ্বাসহন্ত্রী! ওকে কুকুর দিয়ে খাওয়ানো উচিত!

pathagar.net

কর্নেলিয়াস ঘাবড়ায়নি গ্রাইফাসকে দেখে। তাকে শাসাচ্ছে উন্মাদের মত—"খবর্দার! রোজার গায়ে হাত দিও না! এখনও বলছি—মুক্ত করে দাও আমাকে"—ইত্যাদি ইত্যাদি।

ফলে গ্রাইফাসও ক্রোধে উন্মাদের মত হয়ে ওঠে—"দাঁড়াও, হতভাগা বন্দী, রাতটা ভোর হোক, তোমাকে যদি চাবুক লাগিয়ে শায়েস্তা না করি, তাহলে আমার নামই মিথ্যে। তুমি আস্ত শয়তান, আমার মেয়েটিকে পর্যন্ত পর করে দিয়েছ। ও মেয়েকে আমি এখুনি লোহার শিকল দিয়ে বাঁধছি দাঁড়াও—"

রাগের মাথায় রোজার চুলের মুঠি ছেড়ে দিয়ে গ্রাইফাস এসে কর্নেলিয়াসের জানালার পাশে তার মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সুযোগে রোজা—

কী যেন একটা কথা মাথায় এসেছে তার—হঠাৎ সে চেঁচিয়ে উঠল, "কর্নেলিয়াস! কর্নেলিয়াস! তুমি হতাশ হয়ো না, আমি সব দিক রক্ষা করব। কথা দিচ্ছি তোমায়।"

বলতে বলতে রোজা তীরবেগে সিঁড়ি দিয়ে ছুটে নেমে গেল। গ্রাইফাসও নামল বটে, কিন্তু রোজার ঘরের দিকে গেল না।

রোজার দরজা ভিতর থেকে বন্ধ দেখে সে অনুমান করল, রোজা বিছানায় পড়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে নিশ্চয়। এখন আর ওকে ঘাঁটিয়ে ফল নেই। গ্রাইফাসের নিজেরও ঘুম পাচ্ছে খুব। মরুক গে রোজা! কাল তখন দেখা যাবে ওকে। শাসন আর পালাচ্ছে কোথায়? কিন্তু মেয়েটা এমন নেমকহারাম হয়েছে? আরে ছিঃ!

গ্রাইফাস গজগজ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ল আবার।

এদিকে রোজা—

বিছানায় পড়ে ফুঁপিয়ে কাঁদবার মেয়ে রোজা নয়। কর্নেলিয়াসকে মুক্ত করতে সে পারবে না, কিন্তু কর্নেলিয়াসের টিউলিপ তাকে উদ্ধার করতে হবেই। কর্নেলিয়াস রোজার উপর টিউলিপের ভার দিয়ে পরম নিশ্চিন্ত ছিল, রোজা রক্ষা করতে পারেনি তা।

ঐ জেকব! ঐ পামরই যে চুরি করেছে টিউলিপ, তাতে কি আর সন্দেহ থাকে? নিশ্চয়ই জাল চাবি তৈরি করিয়েছিল চোরটা। বাবাই খাল কেটে ঐ কুমিরকে ঘরে ঢুকিয়েছিল! মদ যে খায়, তার দ্বারা কী না সর্বনাশ হতে পারে!

জেকব! টিউলিপ উদ্ধার করতে হবে তার কাছ থেকে! কাঁদবার সময় এ নয়, ঘুমোবারও সময় নয়! কাজ করতে হবে! এই রাত্রেই অসমসাহসের কাজ করতে হবে।

হোক অন্ধকার রাত, গভীর রাত, ভয়াবহ রাত। হোক একাকিনী নারীর পক্ষে এ রাত বিপজ্জনক। তবু রাজপথে বেরুতে হবে রোজাকে এই রাত্রেই।

দুই-একটা জামাকাপড় গুছিয়ে নিয়ে সে একটা ছোট্ট পুলিন্দা তৈরি করল। তারপর বাক্স খুলে নিজের সঞ্চয়ের তিনশো গিল্ডার বার করে নিল। আর নিল

pathagar.net

টিউলিপের তৃতীয় কোঁড়টি, কেন যে নিল, তা সে জানে না।

এখনও এই শেষ কোঁড়টি সেই কাগজখানিতে জড়ানো, যাতে কর্নেলিয়াস ডি-উইট চিঠি লিখেছিলেন মৃত্যুকালে। চিঠি লিখে ধর্মপুত্র বেয়ার্লিকে অনুরোধ করেছিলেন গোপনীয় কাগজপত্র পুড়িয়ে ফেলবার জন্য।

সব গুছিয়ে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল রোজা। দরজা এঁটে দিল। কর্নেলিয়াসকে একবার একটি আশ্বাসের বাক্য শুনিয়ে আসবার জন্য, মিষ্টি করে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে আসবার জন্য অদম্য আগ্রহ হয়েছিল তার। কিন্তু সে আগ্রহ দমন করল রোজা। একটা মিনিটেরও অনেক দাম এখন। আর তাছাড়া গ্রাইফাস হয়তো এখনও সেখানে রয়েছে।

রোজা নিঃশব্দে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল। নিঃশব্দে বেরিয়ে এল লিভেস্টিনের পার্শ্বদ্বার দিয়ে।

নিকটেই এক প্রতিবেশীর একখানা ঘোড়ার গাড়ি আছে, সে তা ভাড়া দিয়ে থাকে। প্রথমেই তার কাছে ছুটল রোজা গাড়িখানা ভাড়া করবার জন্য। কিন্তু প্রতিবেশী বাধ্য হল তাকে নিরাশ করতে। গাড়ি এই একটু আগে ভাড়া হয়ে গেল। না, শীঘ্র ফিরে আসার আশা নেই। গাড়ি গিয়েছে হার্লেমে! অচেনা এক ভদ্রলোক ভাড়া নিয়ে গেল। গাড়ির দাম জমা দিয়ে গিয়েছে।

রোজা বুঝল অচেনা এই ভদ্রলোক জেকব ছাড়া কেউ নয়। চোরটা পায়ের তলায় ঘাস গজাতে দেয়নি। টিউলিপ হস্তগত হওয়ামাত্র রওনা হয়েছে হার্লেমে।

অন্য গাড়ি কারও আছে কি এ পাড়ায়? না, তা নেই। তবে ঘোড়া হলে চলে যদি, তা এই প্রতিবেশীর রয়েছে একটি। মন্দ ঘোড়া নয়, হার্লেমে পৌঁছোতে পারবে গাড়ির সঙ্গে সঙ্গেই।

রোজাকে আর ঘোড়ার দাম জমা দিতে হল না, কারণ সে অচেনা লোক নয়। ঘোড়ার মালিক বিলক্ষণ জানে যে সে কারাধ্যক্ষ গ্রাইফাসের মেয়ে। ঘোড়া পেয়ে তাতে সওয়ার হয়ে পথে বেরুল রোজা।

বেশিদূর যেতে হল না। মাইল পাঁচেকের ভিতরই তার বার্তাবহ যুবককে সে সমুখেই দেখতে পেল। তাকে ডেকে পত্রখানা ফেরত নিল তার কাছ থেকে। কিন্তু যুবককে ছেড়ে দিল না রোজা। পত্রবাহক হিসাবে না হোক, দেহরক্ষক হিসেবে ওকে যেতে হবে রোজার সঙ্গে। দূরের পথ, শত্রু রয়েছে সম্মুখেই, সঙ্গে বিশ্বাসী একটি লোক থাকলে অনেক সাহস থাকে।

ছেলেটি বিশ্বাসী তো বটেই, কষ্টসহিষ্ণুও খুব। ঘোড়া ছুটছে পূর্ণবেগে, সেও ঘোড়ার লাগাম ধরে সমান বেগে ছুটে চলেছে তার পাশে। থামছে না, ক্লান্তির লক্ষণও প্রকাশ করছে না।

নিশীথ রাতের পথিকেরা পাঁচ ঘণ্টায় পঁচিশ মাইলের মত পথ অতিক্রম করে গিয়েছে, এখনও গ্রাইফাসের মনে এমন সন্দেহ জাগেনি যে তার মেয়ে হয়তো নিজের ঘরে বিছানায় পড়ে নেই।

বদমেজাজী নিষ্ঠুর গ্রাইফাস! অনেক বেলা পর্যন্তও রোজাকে যখন সে দেখতে পেল না, মনে মনে কী হাসি তার! আচ্ছা ভয় পেয়ে গেছে মেয়েটা! ভয়ে গ্রাইফাসের সমুখেই আসছে না। সন্ধ্যাবেলা বন্ধু জেকবকে রোজার ভয়ের কথা শুনিয়ে খুব খানিকটা মজা করে যাবে।

কোথায় জেকব? সে এতক্ষণ ডেলফ্-এর কাছাকাছি। রোজার চাইতে প্রায় বারো মাইল সে এগিয়ে আছে।

আর কোথায় রোজা? গ্রাইফাস জানে, সে নিজের ঘরে পড়ে পড়ে কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু আসলে রোজা দ্রুতগামী ঘোড়ার পিঠে চড়ে হার্লেমের দিকে ছুটে চলেছে, জেকবের পিছে পিছে।

কাজেই, একমাত্র কর্নেলিয়াসই রয়েছে নিজের জায়গায়, দুর্গের ভিতরকার কারাকক্ষে। না থেকে উপায় কী তার? সে যে বন্দী!

টিউলিপের চাষে মন দেওয়ার পর থেকে, রোজা ইদানীং তার পিতার সাহচর্যে খুব কম সময়ই কাটাত। কাজেই ডিনারের সময় যতক্ষণ না এল, গ্রাইফাসের খেয়ালই হল না যে রোজা সারাদিন দেখা দেয়নি। ভারী রাগ হল তার। মেয়েটা এতও মন গুমরে থাকতে পারে! তার সহকারীদের একজনকে সে পাঠিয়ে দিল রোজাকে ডেকে আনতে। প্রায় তক্ষুণি সে ফিরে এল এবং জানাল যে রোজার দেখা সে পায়নি। তখন গ্রাইফাস নিজেই বেরুলো মেয়ের খোঁজে।

দরজায় ক্রমাগত ধাক্কা। কোন সাড়া নেই। তখন দরজা খুলে সে ভিতরে ঢুকল। রোজা যেমন ঘরে ঢুকে টিউলিপ দেখতে পায়নি, গ্রাইফাসও তেমনি দেখতে পেল না রোজাকে।

ঠিক সেই মুহূর্তে রটারডাম শহরে প্রবেশ করছে রোজা।

গ্রাইফাস প্রথমে খুঁজল রান্নাঘরে, তারপরে খুঁজল বাগানে।

দুর্গের ভিতরে যখন রোজাকে পাওয়া গেল না, তখন স্বভাবতই গ্রাইফাসকে ছুটতে হল বাইরে এবং রাস্তায়। খানিকটা ঘোরাঘুরির পর সে তার সেই ঘোড়াওয়ালা প্রতিবেশীর কাছে শুনল যে তারই ঘোড়া ভাড়া নিয়ে রোজা কোথায় যেন চলে গিয়েছে।

রোজা চলে গিয়েছে! অর্থাৎ সব নষ্টামির গোড়া ঐ ভ্যান বেয়ার্লি তাকে পাঠিয়েছে কোথায়। ভ্যান বেয়ার্লিকে দেখে নেবে গ্রাইফাস। সে ধুলোপায়ে ছুটল উপরে। ধমক চমক করল, ভয় দেখাল, আসবাবপত্র (আসবাব নামের অযোগ্য সেই সব তুচ্ছ জিনিস) ভেঙেচুরে তছনছ করল। "তোমায় কী মজা দেখাব, দেখে নিও। চাবুক মারব, না খেতে দিয়ে শুকিয়ে মারব"—ইত্যাদি ইত্যাদি।

কর্নেলিয়াস কিন্তু গ্রাইফাসের আসল বক্তব্যটা মন দিয়ে শোনেনি। ধমক চমক গালাগালি অপমান এ সব কিছুকেই সে কালকের ব্যাপারের জের বলে ধরে নিয়েছে। রোজা যে দুর্গত্যাগ করে চলে গিয়েছে, এ তথ্যটা মগজে ঢোকেনি

তার। ঢুকত যদি, একটু আশার আলোক সে দেখতে পেত। শোনেনি বলেই সে নৈরাশ্যে ডুবে আছে, নড়ছে না, কথা কইছে না, কোন তর্জনগর্জন শাসানিই সে কানে তুলছে না।

রোজাকে যখন কোথাও পাওয়া গেল না, তখন গ্রাইফাস জেকবকে খুঁজতে লাগল একটা পরামর্শ করার জন্য। এতক্ষণে খেয়াল হল যে নৈশভোজের টেবিলে আজ জেকবও গরহাজির। সে ছুটল সমুখের হোটেলে। কী তাজ্জব! আজ সকাল থেকেই জেকব তার হোটেলে অনুপস্থিত।

এতক্ষণে একটা অন্যরকম সন্দেহ প্রবেশ করল গ্রাইফাসের মনে। রোজা জেকবের সঙ্গেই পালিয়ে গেল না তো?

তা ছাড়া দুজনের একসঙ্গে অন্তর্ধান করার আর কোন কারণ তো কল্পনায় আসে না!

যাঃ,- তাহলে তো কর্নেলিয়াসকে অকারণ বকাবকি করা হল।

অবশ্য অকারণেও বকাবকি করা যায় একটা কয়েদীকে। কারণ, সে তুচ্ছ কয়েদী বই তো নয়। ও জাতের উপরেই সহজাত একটা বিদ্বেষ আছে গ্রাইফাসের।

* * *

রোজা মাত্র দুই-ঘণ্টা দেরি করেছে রটারডামে, ঘোড়াটাকে এবং তার দেহরক্ষীকে একটু বিশ্রাম দেওয়ার জন্য। তারপর সে রওনা হয়েছে আবার, রাত্রি যাপন করেছে ডেল্‌ফে। পরদিন সকালে সে পৌঁছে গেছে হার্লেমে।

বক্সটেল পৌঁছেছে ঠিক চার ঘণ্টা আগে।

এক মিনিট বিশ্রাম না করেই রোজা সন্ধান নিতে শুরু করল মিনহিয়ার ভ্যান হেরিসেন থাকেন কোথায়। পুষ্পপ্রদর্শনী সমিতির প্রেসিডেন্ট ভ্যান হেরিসেন।

প্রেসিডেন্ট একটি রিপোর্ট লিখছেন প্রদর্শনী সমিতির পরিচালকদের উদ্দেশে। মস্ত বড় একখানা কাগজ নিয়ে সুন্দর হস্তাক্ষরে সযত্নে রিপোর্ট লিখছেন প্রেসিডেন্ট।

রোজা নিজের নাম পাঠিয়ে দিল। রোজা গ্রাইফাস? এখন রোজা গ্রাইফাসের সঙ্গে দেখা করবার মত সময় নেই প্রেসিডেন্টের। এই মুহূর্তে তাঁর সময়ের দাম খুব বেশি।

কিন্তু 'দেখা হবে না' শুনেই ফিরে যাওয়ার জন্য লিভেস্টিন থেকে রুদ্ধশ্বাসে ছুটে আসেনি রোজা। তাকে ধরে নির্মম প্রহার করলেও সে ফিরে যাবে না। সে আবারও বলে উঠল—"ব্ল্যাক টিউলিপের সম্বন্ধে কথা কইবার জন্য আমি এসেছি।"

কী আশ্চর্য! কালো টিউলিপের নামে কি মন্ত্রশক্তি আছে? যে দ্বার রুদ্ধ ছিল, তা নিমেষে খুলে গেল। রোজা প্রবেশ করা মাত্র প্রেসিডেন্ট হেরিসেন উঠে

দাঁড়িয়ে তাকে সম্ভাষণ জানালেন।

"কী খবর লক্ষ্মী মেয়ে? ব্ল্যাক টিউলিপ সম্বন্ধে কী বলতে চাইছ? সব কুশল তো ব্ল্যাক টিউলিপের?"

রোজা বিষণ্ণ হয়ে বলল—"তা তো জানি না, মহাশয়!"

"জান না? সে কি? কোন বিপদ ঘটেনি তো তার?"

"বিপদই ঘটেছে। ভয়ানক বিপদ। তবে টিউলিপের নয়, আমার বিপদ।"

"কী রকম?"

"ব্ল্যাক টিউলিপ চুরি গিয়েছে আমার কাছ থেকে।"

"চুরি? ব্ল্যাক টিউলিপ?" প্রেসিডেন্টের স্বরে হাহাকার।

"হ্যাঁ, চুরি—"

"চোরকে চেন?"

"সন্দেহ করি বই কি! কিন্তু অভিযোগ করি কেমন করে?"

"কিন্তু আমি যে মাত্র দুই ঘণ্টা আগে দেখে এলাম ফুলটিকে!"

"আপনি দেখেছেন কৃষ্ণ টিউলিপকে!" উত্তেজনার বশে ভ্যান হেরিসেনের কাছেই একেবারে ছুটে গেল রোজা।

"তোমায় যেমন দেখছি, ঠিক তেমনিই দেখেছি কৃষ্ণ টিউলিপকে।"

"কোথায়? কোথায়?"

"তোমার প্রভুর কাছে! আর কোথায়?"

"আমার প্রভু?"

"মিনহিয়ার বক্সটেল তো তোমার প্রভু!"

"মহাশয়, মিনহিয়ার বক্সটেল যে কে, আমি তা জানি না। ওর নাম আমি এই প্রথম শুনছি।"

"নাম এই প্রথম শুনছ বক্সটেলের? তাহলে তোমারও একটা কালো টিউলিপ ছিল?"

রোজা কাঁপছে—"আমার কালো টিউলিপ ছাড়া আরও কি কালো টিউলিপ আছে তাহলে?"

"মিনহিয়ার বক্সটেলের আছে।"

"কালো?"

"অবশ্যই কালো।"

"অন্য রঙের ফুটকি নেই?"

"একটিও না।"

"এখানেই আছে সে টিউলিপ?"

"না, তবে এখানেই থাকবে। কমিটিকে দেখাতে হবে তো! তা না হলে পুরস্কার পাবে কি করে?"

pathagar.net

"পুরস্কার পাবে? এই বক্সটেল? শুনুন মহাশয়, এই বক্সটেল যে নিজেকে কালো টিউলিপের মালিক বলে বলছে—"

"মালিক বলেই মেনে নিয়েছি তাকে—"

"খুব রোগা মানুষ নয়?"

"তা রোগা—"

"টাক আছে?"

"তা আছে—"

"চোখ কোটরে ঢোকানো?"

"তাই বটে।"

"কুঁজো? পা ধনুকের মত? ছটফট করে?"

"হুবহু ছবিখানা এঁকেছ বক্সটেলের।"

"আর পাত্রটা? যাতে টিউলিপ বসানো আছে? সেটা কি সাদাতে নীলেতে মেশানো চীনামাটির গামলা নয় একটা? যার গায়ে ঝুড়িভরা হলদে ফুল আঁকা?"

"সেটা আমি ঠিক ঠাহর করে দেখিনি। আমি ফুলটির দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিলাম কিনা!"

"কিন্তু ও-ফুল আমার ফুল। আমার কাছ থেকে চুরি করে আনা হয়েছে ও ফুল। আমি আমার ফুল দাবি করতে এসেছি।"

রোজার দিকে স্থির লক্ষ্যে তাকিয়ে বলে উঠলেন ভ্যান হেরিসেন, "বক্সটেলের টিউলিপ তুমি দাবি করতে এসেছ? তোমার সাহস আছে দেখছি!"

"না, আমি বক্সটেলের টিউলিপ দাবি করতে আসিনি। দাবি করতে এসেছি আমার নিজের টিউলিপ।"

"নিজের?"

"নিশ্চয়। আমি নিজের হাতে মাটিতে কোঁড় বসিয়েছি, নিজে ওর যত্ন-শুশ্রূষা করে ফুটিয়ে, বাড়িয়ে তুলেছি। এতেও যদি না আমার টিউলিপ হয়, তবে কিসে হবে?"

"তাহলে তোমাকে যেতে হয় বক্সটেলের কাছে। হোয়াইট সোয়ান ইন! শ্বেতহংস সরাই। সেখানেই আছে বক্সটেল তার টিউলিপ নিয়ে। রাজা সলোমনের কাছে দুটি স্ত্রীলোক এসেছিল এক শিশুর মালিকানার দাবি নিয়ে। এ মামলাও দেখছি সেইরকমই শক্ত। কিন্তু আমি সলোমনের মত জ্ঞানী নই। কাজেই বিচার করতে আমি বসব না। আমি স্রেফ রিপোর্টটি লিখব, আর যার কাছে টিউলিপ পাওয়া যাচ্ছে, লক্ষ গিল্‌ডার পুরস্কার তাকেই দেবার সুপারিশ করব। যাও বাছা, যাও এখন!"

"মশাই শুনুন, মশাই শুনুন!"—অনুনয় করে রোজা।

"শুনবার কিছু নেই আর। তবে তোমার বয়স কম, তুমি হয়ত একেবারে

pathagar.net

পাকাপোক্ত জুয়াচোর বনে যাওনি এখনো, তাই তোমাকে সৎ পরামর্শ দিচ্ছি একটা। সাবধান! সাবধান! হার্লেমে বিচারালয় আছে, কারাগার আছে, তাছাড়া আমরা হার্লেমবাসীরা আমাদের টিউলিপের সম্বন্ধে বড় বেশি খুঁতখুঁতে। ও নিয়ে কোন গোলমাল আমরা বরদাস্ত করতে পারি না। যাও মাস্টার আইজাক বক্সটেল থাকেন হোয়াইট সোয়ান ইন্-এ। মনে রেখো ঠিকানাটা।"

এই বলে ভ্যান হেরিসেন সোনালি কলমটি তুলে নিয়ে আবার রিপোর্ট রচনায় মন নিলেন। রোজা এসে সময় নষ্ট না করলে এতক্ষণ শেষ হয়ে যেত রিপোর্ট লেখা।

দশ

আশা আর নৈরাশ্যের দোলায় দোল খেতে খেতে রোজা শ্বেতহংস সরাইয়ের দিকে যাত্রা করেছে। সঙ্গে আছে তার খেয়ামাঝি বন্ধু। সব কথা তাকে খুলে বলেছে রোজা। সে তো এক্ষুণি খুনোখুনি করতে রাজী। কেবল রোজা তাকে সাবধান করে দিয়েছে, "মানুষ খুন কর, তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু সাবধান, যেন টিউলপের গায়ে আঁচড়টি না লাগে।"

কথাটি মুখে এসেছে কি না এসেছে, হঠাৎ তার মাথায় এল এক নতুন চিন্তা। সে ধরেই নিয়েছে যে এই বক্সটেল লোকটা তারই সুপরিচিত জেকব। চেহারার বর্ণনা শুনে হেরিসেন যেভাবে সায় দিয়েছেন, তাতেও রোজার ধারণা সত্য বলেই তো মনে হয়। কিন্তু, তবু একটা 'তবু' থেকে যাচ্ছে না? এক চেহারার মানুষ কি দু'জন থাকে না? অবশ্যই থাকে; রোগা, টেকো এবং কুঁজো লোক দুনিয়ায় একমাত্র জেকবই নেই।

তাহলে? কী সাহসে সে বক্সটেলকে চোর বলে অভিযুক্ত করতে চলেছে? বক্সটেল নামক অপর একজন টিউলিপবিলাসী সত্যিই থাকতে পারে, যে নিজের চেষ্টায় সৎপথেই কালো টিউলিপ আবিষ্কার করেছে; জেকব নামক তস্করের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক না থাকতে পারে।

না, ঠিক এক্ষুণি বক্সটেলের সম্মুখীন হওয়া চলে না। তার আগে হেরিসেনকে আরও দুই-চার কথা বলার প্রয়োজন আছে; তাঁকে বোঝাবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করতে পারেনি রোজা।

সে আবার ফিরল হেরিসেনের কাছে।

চারিদিকে তখন একটা হইহই আনন্দ কোলাহল উঠেছে। রোজা ভাবল, কালো টিউলিপেরই জয়গান করছে নাগরিকেরা। সে ওতে কান না দিয়ে হেরিসেনের বাড়িতে ঢুকে পড়ল।

হেরিসেন আবার তাকে আসতে দেখে রেগেই আগুন। ভদ্রলোক ধরে নিয়েছেন যে এই সুন্দরী মেয়েটি একান্তই পাগল। দয়া হলেও একে প্রশ্রয় দিতে

তিনি রাজী নন। বিশেষ করে কৃষ্ণ টিউলিপের ব্যাপারে একে মাথা গলাতে দিয়ে আসন্ন উৎসবটাকে তিনি পণ্ড হতে দেবেন না।

"তুমি আবার এলে যে? তোমাকে যে বললাম বক্সটেলের কাছে যেতে! আমি তোমার সঙ্গে বকাবকি করি কখন? এত বড় রিপোর্টটা লিখতে হবে—"

"মিথ্যের উপর ভিত্তি করে আপনি কি রিপোর্ট লিখবেন, ভ্যান হেরিসেন? আগে সত্য কথাটা প্রকাশ পেতে দিন। আপনি ঐ বক্সটেলকে ডেকে পাঠান। আমার ধারণা সে সেই জেকব ছাড়া আর কেউ নয়। তাকে আসতে বলুন তার কালো টিউলিপ নিয়ে। যদি আমি প্রমাণ করতে না পারি যে ঐ টিউলিপ আমার—তাহলে আপনি তখন নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আপনার রিপোর্ট লিখতে পারবেন।"

হেরিসন তবু দ্বিধা করছেন দেখে, রোজা হতাশের সাহস অবলম্বন করল। ভয় দেখাতে লাগল হেরিসেনকে—"মনে করুন, বক্সটেল লক্ষ গিল্ডার পুরস্কার আত্মসাৎ করে চলে যাওয়ার পরে আপনি একদা জানতে পারলেন যে কালো টিউলিপের আবিষ্কর্তা সে প্রকৃতই নয়, সে একটা প্রবঞ্চক তস্কর মাত্র, তখন আপনার বিবেক কি বলবে আপনাকে? সে ঝুঁকি নেওয়ার চাইতে আজ হাতে যখন সময় আছে আপনার—আজ কি আপনার সাবধান হওয়া ভাল নয়?"

হেরিসেনকে টলতে হল এবার। সত্যিই এখনো হাতে সময় আছে। কাল আর সে সময় থাকবে না। তখন যদি বাস্তবিকই একথা প্রমাণ হয়ে যায় যে প্রকৃত আবিষ্কারকের প্রতিবাদে কর্ণপাত না করে ভ্যান হেরিসেন একটা প্রতারককে পুরস্কার দিয়ে বসেছেন—

সর্বনাশ!

না, না, সাবধান হওয়াই ভাল। তিনি তাঁর কর্মচারীদের ডেকে আদেশ করলেন—"বক্সটেলকে এখুনি এখানে নিয়ে এস, তার কালো টিউলিপ সমেত—"

কর্মচারীরা প্রস্থান করতে না করতে—সেই কোলাহল রোজা যা বাইরে শুনে এসেছিল—একেবারে হেরিসেনের দোরগোড়ায় এসে উপস্থিত হল। সেই কোলাহলের ভিতর একটা কথা কানে যেতেই হেরিসেন ভয়ানক চঞ্চল হয়ে উঠলেন, ছুটে বেরুলেন রাস্তায় নেমে যাওয়ার জন্য। কিন্তু তিনি নেমে যাওয়ার আগেই সিঁড়িতে অনেক লোকের পায়ের শব্দ পাওয়া গেল; মাঝপথেই একটি লোককে দেখতে পেলেন হেরিসেন। মাত্র বছর তেইশ বয়স হলেও যার সম্মুখে সমস্ত জনতা একান্ত শ্রদ্ধায় নতশির হয়ে রয়েছে।

হেরিসেনও প্রায় ভূলুণ্ঠিত হয়ে পড়লেন, এই নবযুবককে সম্মান জানাতে গিয়ে। অত্যন্ত বিচলিত স্বরে বলে উঠলেন—"মহারাজ! মহারাজ! এ কী অভূতপূর্ব সম্মান এই দরিদ্রের ভাগ্যে! তার গরিবখানায় মহামহিম স্ট্যাডহোল্ডারের পদার্পণ

হবে, এ যে স্বপ্নেও ভাবেনি সে কোনদিন?"

স্ট্যাডহোল্ডার উইলিয়াম প্রসন্ন হাস্যে বললেন—"প্রেসিডেন্ট মশাই! স্ট্যাডহোল্ডার হলেও আমি তো হল্যান্ডেরই স্ট্যাডহোল্ডার। অন্য পাঁচজন হল্যান্ডবাসীর মত আমিও পুষ্পবিলাসী। ফুল, বিশেষ করে টিউলিপ ফুল আমার অতি প্রিয়। সেই টিউলিপের বংশাবলীতে আপনারা নূতন বিস্ময়ের আমদানি করেছেন শুনে আমি কি দূরে সরে থাকতে পারি? কোথায় আপনার কালো টিউলিপ, দেখান শীগগির আমাকে।"

আবার আভূমি নতমস্তকে অভিবাদন করে হেরিসেন বললেন—"মহারাজ দয়া করে একটুখানি বসুন এখানে, টিউলিপ নিয়ে টিউলিপের মালিক এক্ষুণি এসে উপস্থিত হবে। আমি তাদের আনবার জন্য লোক পাঠিয়েছি।"

সমিতির উপবেশনকক্ষেই সাধারণ কাঠাসানে বসে পড়ে উইলিয়াম বললেন—"কে এই টিউলিপের মালিক? আসাধারণ প্রতিভা তো তার। আপনারা যে পুরস্কার দিচ্ছেন তাকে, তা ছাড়াও রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কৃষ্ণ টিউলিপের আবিষ্কর্তাকে কী সম্মান আমি দিতে পারি, ভেবে দেখতে হবে। লোকটি কে?"

"ডর্টে বাড়ি, নাম আইজাক বক্সটেল। তবে মহারাজ!" হেসে ফেললেন হেরিসেন, "ইতিমধ্যেই আবিষ্কারকের সম্মান এবং পুরস্কারের লোভে জাল দাবিদার একজন এসে গিয়েছে।"

"জাল দাবিদার?" প্রথমে বিস্মিত, পরে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন স্ট্যাডহোল্ডার, "টিউলিপের উপরেও জালিয়াতি? সাধারণ অপরাধের চেয়ে এ অপরাধ আরও ঘৃণ্য। আমি কঠোর দণ্ড দেব সে জালিয়াতকে।"

"একটা ছোট্ট মেয়ে, মহারাজ!" হেরিসন রোজার অপরাধকে হালকা করে দেখাতে চাইলেন, "সম্ভবত ওর পিছনে পরামর্শ জোগাবার অন্য ধুরন্ধর লোক আছে। মেয়েটাকে কি মহারাজ দেখবেন? সে এই মুহূর্তে ঐ পাশের ঘরেই আছে।"

"দেখব, নিয়ে আসুন তাকে। অবশ্যই হ্যাঁ, তার সম্মুখে আমায় মহারাজ-টহারাজ না বলে মামুলি মিনহিয়ার বলবেন। তাতে তার সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করার সুযোগ পাব বেশি।"

"আমি আমার সলোমন পেয়ে গেছি, আমি আমার সলোমন পেয়ে গেছি"—বলতে বলতে সোল্লাসে হেরিসেন পাশের ঘরে চলে গেলেন।

ফিরে এলেন রোজাকে সঙ্গে নিয়ে। তাক থেকে একখানি বই পেড়ে নিয়ে স্ট্যাডহোল্ডার তখন তারই আড়ালে মুখ ঢেকে ফেলেছেন।

তাঁরই ইঙ্গিতে হেরিসেন খুব ভারিক্কি চালে জেরা আরম্ভ করলেন—

"শোনো বাছা, সব সত্যি কথাই বলবে তো টিউলিপ সম্বন্ধে?"

"আমি দিব্যি গেলে বলছি—"

"তাহলে যা বলবার, এই ভদ্রলোককেই বল। ইনিও পুষ্পপ্রদর্শনী সমিতির

একজন সভ্য।"

"আমার তো নতুন করে বলবার নেই কিছু। আপনাকে আগে যা বলেছি, এঁকেও তাই বলছি আবার। মিনহিয়ার বক্সটেলকে ডেকে পাঠান কালো টিউলিপ সমেত। আমার ফুল বলে আমি যদি ওটা চিনতে না পারি, আমি অকপটে তা স্বীকার করব। আর চিনতে যদি পারি, আমার দাবি আদায় করার জন্য, দরকার হলে আমি মহারাজ স্ট্যাডহোল্‌ডারের কাছে পর্যন্ত যাব। আমার হাতে প্রমাণ রয়েছে তাঁকে দেখাবার মতো।"

"প্রমাণ আছে তাহলে?"

"ভগবানের অশেষ দয়া, প্রমাণ আছে আমার।"

ভ্যান হেরিসন তাকিয়ে আছেন রাজার দিকে। রাজা কেবলই মনে করার চেষ্টা করছেন মেয়েটিকে কোথায় দেখেছেন। ওর চেহারা ঠিক মনে পড়ছে না বটে, কিন্তু ওর মিষ্টি কণ্ঠস্বর যেন তাঁর পরিচিত।

"তুমিই ঐ কালো টিউলিপের আবিষ্কার করেছ?" সময় কাটাবার জন্যই প্রশ্ন করেন হেরিসেন।

"আমার নিজের কক্ষে আমি ঐ টিউলিপ টবে বসিয়েছি, বড় করে তুলেছি।"

"তোমার কক্ষ? কোথায় সে কক্ষ?"

"লিভেস্টিনে।"

"তুমি লিভেস্টিন থেকে আসছ?"

"লিভেস্টিনের কারাধ্যক্ষের কন্যা আমি।"

উইলিয়াম হঠাৎ একটু নড়ে বসলেন অর্থাৎ তাঁর মনে পড়েছে মেয়েটিকে।

"তুমি তাহলে ফুল ভালবাস?"

"তা বাসি—"

"ফুলের চাষে অভিজ্ঞতাও তোমার যথেষ্ট?"

এইবার রোজাকে সংকোচ বোধ করতে হল। কিন্তু কথা যখন কইল, সে-কথার পর্দায় পর্দায় সত্যের সুর ঝংকার দিয়ে উঠল—

"আমি ভদ্রলোকদের সঙ্গে কথা কইছি, যে ভদ্রলোকেরা আমার গোপন কথা অকারণে ফাঁস করে দিয়ে আমায় বিপন্ন করে তুলবেন না। প্রকৃতপক্ষে ফুল সম্বন্ধে আমার নিজের কোন অভিজ্ঞতা নেই, অতি মূর্খ মেয়ে আমি, তিনমাস আগেও আমি একান্ত নিরক্ষর ছিলাম, না জানতাম লিখতে, না জানতাম পড়তে। না, কালো টিউলিপ আমার নিজস্ব আবিষ্কার নয়।"

"কার তবে?"

"লিভেস্টিনের এক অভাগা কয়েদীর।"

মহারাজা এতক্ষণে কথা কইলেন—"লিভেস্টিনের কয়েদী?"

সে-স্বরে চমকে উঠল রোজা। এ-স্বর তো সে শুনেছে আগে!

pathagar.net

মহারাজা বলছেন—"সে কয়েদী তা হলে রাজবন্দী। লিভেস্টিনে অন্য কয়েদী থাকে না।"—এই বলেই তিনি যেন আবার তাঁর বইয়ের ভিতর ডুবে গেলেন।

রোজা কম্পিত স্বরে বলল—"রাজবন্দী, তা সত্য।"

এই সাক্ষীর সম্মুখে এই সাংঘাতিক স্বীকারোক্তি? হেরিসেন ভয় পেয়ে গেলেন মেয়েটার জন্য। রাজবন্দীর সঙ্গে যে কোন রকমের যোগাযোগই যে রাষ্ট্রদ্রোহের সামিল।

"প্রশ্ন করুন"—উইলিয়াম শুধু হেরিসেনকে বললেন, "প্রশ্ন করুন।"

রোজা ভাবছে হেরিসেনই তার বিচারক। সে ভয়ে ভয়ে তাঁকে বলল, "এ স্বীকারোক্তি আমার খুবই বিরুদ্ধে যাবে বোধ হয়?"

"অবশ্যই যাবে, কারণ রাজবন্দীর সংস্রবে অন্য কারও আসবার কথা নয়। অথচ তুমি স্বীকার করছ যে কারাধ্যক্ষের কন্যা বলে কারাগারে ভিতরে তোমার যাতায়াতের যে সুবিধাটুকু আছে, তারই অপব্যবহার করে এই রাজবন্দীর সঙ্গে তুমি আলাপ জমিয়েছ, এবং টিউলিপের চাষের বিষয়ে উপদেশ নিয়েছ তার কাছে!"

"এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই মহাশয়!"

"অভাগিনী!" বলে উঠলেন হেরিসেন।

কিন্তু ও-কোণ থেকে অধ্যয়নরত প্রদর্শনী সদস্য বলে উঠলেন, "এসব রাষ্ট্রদোহ-দ্রোহ ব্যাপার পুষ্প প্রদর্শনী সমিতির বিবেচ্য নয়। তাঁরা শুধু কালো টিউলিপের উৎপাদন সংক্রান্ত ব্যাপারটির মীমাংসা করতে পারেন, বলে যাও বালিকা, বলে যাও।"

রোজা একটু উৎসাহ পেল এই কথাগুলিতে। গত তিনমাসে লিভেস্টিনে যা-যা ঘটেছে, যা-যা সে করেছে, যে-যে কষ্ট সে পেয়েছে, সবই সবিস্তারে বলে গেল একে একে। গ্রাইফাসের অকারণ নিষ্ঠুরতা, প্রথম কোঁড়টি সে নষ্ট করে দেওয়ার পরে বেচারী কয়েদীর দারুণ নৈরাশ্য, দ্বিতীয় কোঁড়টি যাতে নষ্ট না হয়, তার জন্য অশেষপ্রকার সতর্কতা, বন্দীর ধৈর্য, তার দুশ্চিন্তা, এক হপ্তা টিউলিপের খবর না পাওয়ায় তার অনাহারে প্রাণত্যাগের সংকল্প, তার পর টিউলিপ চুরি যাওয়ার খবরে তার প্রায় উন্মাদ হয়ে যাওয়া—কোন কথাই সে বলতে বাকি রাখল না।

এ সব কথার এক বর্ণও যে মিথ্যা নয়, তা হেরিসেন বা উইলিয়াম কারও বুঝতে কষ্ট হল না।

অবশেষে রাজা বললেন—"কিন্তু বন্দীর সঙ্গে তোমার পরিচয় তো দীর্ঘদিনের নয়!"

রোজা দু'চোখ বিস্ফারিত করে তাঁর দিকে তাকাল—"কেন এ কথা বলছেন, মহাশয়?"

"কারণ কারাধ্যক্ষ গ্রাইফাস তার মেয়েকে নিয়ে লিভেস্টিনে গিয়েছে—এখনও চার মাস হয়নি।"

"তা ঠিক।"

"অর্থাৎ, হেগ থেকে লিভেস্টিনে এমন কোন বন্দী বদলি হয়ে গিয়েছিল, যার অনুসরণ করবার জন্য চার মাস আগে তুমি তোমার বাবারও বদলির প্রার্থনা করেছিলে।"

"মহাশয়—" রোজা আর কথা বলতে পারল না।

"কী বলছিলে, বল—"

"আমি অস্বীকার করব না যে হেগেতেও বন্দীকে আমি জানতাম।"

"বন্দীটির ভাগ্য ভাল"—হাসি ফুটল রাজার মুখে।

এই সময়ে হেরিসেনের কর্মচারী এসে খবর দিল যে বক্সটেল এসে পড়েছে তার টিউলিপ নিয়ে।

* * * *

পাশের ঘরের টেবিলের উপরে বসানো রয়েছে কৃষ্ণ-টিউলিপের টব। উইলিয়াম এসে পাশে দাঁড়িয়ে মুগ্ধনেত্রে তার সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করলেন কিছুক্ষণ, তারপর ফিরে গেলেন তাঁর নিজের জায়গায়।

বোন্সা উঁকি দিয়ে দেখছে—বক্সটেলকে দেখতে পায়নি, কিন্তু এই সময়ে বক্সটেল কী যেন বলে উঠল হেরিসনকে। আর অমনি ভয়ানক চমক খেল রোজা—"ঐ তো! ঐ তো জেকব!"

রাজা ইশারায় তাকে এগিয়ে যেতে বললেন। যেতেই রোজার প্রথমে চোখে পড়ল টেবিলের উপরে টিউলিপ—"আমার! আমার টিউলিপ! আমি চিনতে পেরেছি আমার টিউলিপ! হায় আমার অভাগা কর্নেলিয়াস!"

তারপরই সে অঝোরে কেঁদে ফেলল।

রাজা উঠে দুই ঘরের মাঝখানে দরজার উপর দাঁড়ালেন। এতক্ষণে তাঁকে ভাল করে দেখতে পেল রোজা, তার কেবলই মনে হতে লাগল, আগেও সে এঁকে দেখেছে কোথাও।

রাজা ডাকলেন—"বক্সটেল মহাশয়, এদিকে আসুন দয়া করে।"

বক্সটেল এসেই দেখল—সমুখে স্ট্যাডহোল্ডার। চমকে উঠে বলল—"একি! মহারাজ?"

"মহারাজ?" রোজা দারুণ ভয় পেয়ে গেল, এইবার সেও চিনেছে।

রোজার কণ্ঠস্বরে চমকে উঠে বক্সটেল সেই দিকে ফিরে তাকাল—আর তাকে দেখেই তড়িতাহতের মত থরথর করে কেঁপে উঠল তার সারা দেহ।

রাজা তাকে লক্ষ্য করছিলেন, মনে মনে বললেন—'লোকটা ঘাবড়ে গিয়েছে।' কিন্তু মুখে তাকে সান্ত্বাণ করলেন ভদ্রভাবেই—"বক্সটেল মশাই,

আপনি দেখছি কালো টিউলিপ আবিষ্কার করেছেন।"

বক্সটেল প্রথম আতঙ্কের ধাক্কা কাটিয়ে উঠে যথাসম্ভব শান্তভাবে উত্তর দিল—"হ্যাঁ মহারাজ।"

"কিন্তু এই মেয়েটিরও দাবি এই যে—সেও তা আবিষ্কার করেছে!"

বক্সটেল যেন ঘৃণাভরে মাথা নাড়ল একটি বার।

"একে চেনেন না আপনি?"

"না।"

"রোজা, তুমি এঁকে চেনো?"

"ভাল রকম চিনি। কিন্তু বক্সটেল বলে চিনি না, চিনি জেকব নামে।"

"তার মানে?"

"মানে এই যে লিভেস্টিনে এই ভদ্রলোক জেকব নামে নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন—"

"এর জবাবে তোমার কী বলবার আছে বক্সটেল?"

"বলবার আছে শুধু এই যে, এ মিথ্যা কথা বলছে। টিউলিপটি আমার। আমি এর আগেও টিউলিপচাষী হিসাবে কিছু কিছু খ্যাতি লাভ করেছি। লিভেস্টিনে এসেছিলাম কোন ব্যক্তিগত কাজে। সেখানে গ্রাইফাসের সঙ্গে পরিচয় হয়, এবং তার এই কন্যাকে আমি বিবাহ করতে চাই। সেই সময় একে আমার কালো টিউলিপের কথা বলেছিলাম, জানিয়েছিলাম যে এই টিউলিপ ফুটলে আমি লক্ষ গিল্ডার পুরস্কার পাব।"

উইলিয়াম লক্ষ করেছেন একটি ব্যাপার। বক্সটেল একটু আগেই বলেছে সে রোজাকে চেনে না। এখন সে বলছে, রোজার পাণি প্রার্থনা করে নিজের গুপ্তকথাও তাকে সবই বলেছিল।

বক্সটেল বলে চলেছে—"ওর এক ভালবাসার পাত্র আছে—কর্নেলিয়াস ভ্যান বেয়ার্লি—মহারাজের মনে পড়তে পারে রাষ্ট্রদ্রোহী জন ডি-উইট আর কর্নেলিয়াস ডি-উইটের গোপন দলিলপত্র গচ্ছিত রাখার অপরাধে যার মৃত্যুদণ্ড হওয়ার কথা ছিল—"

মহারাজ আগেই অনুমান করেছেন যে রোজার প্রণয়ীর নাম কী। তাই তিনি নীরস কণ্ঠে বললেন—"আমরা এখানে পুষ্প প্রদর্শনীর কথাই কইতে পারি। রাষ্ট্রদ্রোহের কথা অন্যত্র হবে। রোজা গ্রাইফাস! তোমার কোন প্রমাণ আছে যে এ টিউলিপটি তোমার?"

"আছে মহারাজ! আমি দুই-একটা কথা জিজ্ঞাসা করব একে!"

"কর—"

"বক্সটেল ওরফে জেকবমশাই। আপনি বলেছেন—এ কালো টিউলিপ উৎপন্ন করেছেন আপনি! যে শিকড় থেকে একে উৎপন্ন করেছেন, তার কয়টি কোঁড়

ছিল?"

"তিনটি। তিনটি করে কোঁড়ই রেখে থাকে সবাই।"

"এটা কোন্ কোঁড়ের ফুল?"

"দ্বিতীয়। প্রথমটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।" অপ্রত্যাশিত প্রশ্নের জবাব হঠাৎ দিতে বাধ্য হয়ে স্বাভাবিক ভাবেই সত্য কথা বলে ফেলেছে বক্সটেল। চিন্তা করে জবাব দিতে পারলে সে নিশ্চয় বলত যে দুটো নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর তৃতীয় কোঁড় থেকে এই ফুলটি জন্মেছে।

সে তা বলেনি।

এইবার রোজার অনিবার্য প্রশ্ন—"তাহলে তৃতীয় কোঁড়টি কোথায়?"

এ-প্রশ্ন যে আসছে, তা আগেই অনুমান করেছে বক্সটেল। সে একবার ভেবেছিল যে লিভেস্টিনের হোটেলের কথা বলবে। কিন্তু বলবার বেলায় বলল, "তৃতীয় কোঁড়টি ডর্টে আছে।"

"তুমি ফুল ফুটিয়েছ কোথায়? ফুটন্ত ফুল নিয়ে যে গাড়িতে এসেছ তুমি, সে গাড়ি যে লিভেস্টিন থেকে ভাড়া করা, তা অস্বীকার কর তুমি?"

ভয়ানক ইতস্তত করছে বক্সটেল। তার দ্বিধাগ্রস্তভাব উইলিয়ামের দৃষ্টি এড়াচ্ছে না। অবশেষে সে বলল—"ফুল লিভেস্টিনেই ফুটিয়েছি।"

"অথচ তৃতীয় কোঁড়টি রইল ডর্টে?" এই বলেই রোজা উইলিয়ামের দিকে ফিরল, "দেখুন মহারাজ! তৃতীয় কোঁড় ডর্টেও নেই, এই মিথ্যাবাদীর কাছেও নেই। সে রয়েছে আমার কাছে। তিনটি কোঁড়ই বধ্যভূমিতে নীত হওয়ার প্রাক্কালে ঐ রাজবন্দী কর্নেলিয়াস ভ্যান বেয়ার্লি আমার কাছে রেখে যান। দানপত্র করে আমাকে দিয়েই যান তিনি।"

বলতে বলতে জামার ভিতর থেকে কাগজে মোড়া তৃতীয় কোঁড়টি সযত্নে টেনে বার করল রোজা। কাগজের মোড়ক খুলে কোঁড়টি সসম্মানে স্ট্যাডহোল্ডারের হাত তুলে দিতে যাবে, এমন সময় কাগজের উপর কী যেন লেখার উপর তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে গেল।

রোজা এখন পড়তে শিখেছে।

পড়তে পড়তে সে কাঁপছে। সে কোঁড়টি উইলিয়ামের হাতে তুলে দিতে ভুলে গেল। তার এই আশ্চর্য ভাবান্তর দেখে উইলিয়ামও আশ্চর্য হয়ে তার দিকে তাকালেন।

রোজা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে বলল—"মহারাজ! পড়ুন, পড়ুন! ভগবানের দোহাই, কাগজটা পড়ুন।"

উইলিয়াম ডান হাতে নিলেন কোঁড়টি, বাঁ হাতে নিলেন কাগজখানি। প্রথমে কাগজখানিই পড়লেন। পড়তে পড়তে তিনিও কেঁপে উঠলেন। টলতে লাগলেন, যেন আকস্মিক একটা মর্মান্তিক আঘাত খেয়েছেন তিনি।

চিঠিটা সেই কর্নেলিয়াস ডি-উইটের চিঠি। বাইবেলের পাতা ছিঁড়ে পেনসিল দিয়ে লিখে যে চিঠি ভৃত্য ক্রেইকের হাতে তিনি ভ্যান বেয়ার্লির কাছে পাঠিয়েছিলেন, মৃত্যুর এক ঘণ্টা আগে।

উইলিয়াম পড়লেন—"প্রিয় পুত্র কর্নেলিয়াস, তোমার কাছে যে পুলিন্দাটা রেখে এসেছিলাম, সেটা পুড়িয়ে ফেল। ওর দিকে না তাকিয়ে, ওটা না খুলে পুড়িয়ে ফেল, যাতে ওর ভিতরের ব্যাপার চিরদিন তোমার অজ্ঞাত থেকে যেতে পারে। এ ধরনের গোপন কথা যারা জানতে পায়, তারা হয় যমালয়ের অতিথি। জন এবং কর্নেলিয়াস ডি-উইটকে যদি বাঁচাতে চাও, পুলিন্দাটা এক্ষুণি পোড়াও।

বিদায়, আশীর্বাদ—

কর্নেলিয়াস ডি-উইট"

চিঠির নিচে একটা রক্তের দাগ। কর্নেলিয়াস ডি-উইটের বিক্ষত আঙুল থেকে রক্ত ঝরেছিল চিঠি লেখার সময়।

উইলিয়াম নিজেকে সংযত করলেন অতি কষ্টে। হৃদয়ে তখন বিবেকের দংশন চলেছে তাঁর। উইট ভ্রাতৃদ্বয়ের মৃত্যুর জন্য নয়, তাদের তিনি এখনও দণ্ডনীয় বলেই মনে করেন, রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধে। কিন্তু এই ভ্যান বেয়ার্লি? বেচারী কিছু না জেনেও, বিনা দোষে দীর্ঘ দিন চরম নির্যাতন সহ্য করেছে। এর জন্য দায়ী কে? এই অবিচারের জন্য?

দায়ী স্বয়ং স্ট্যাডহোল্ডার উইলিয়াম।

বক্সটেল কিছু বুঝতে পারছে না, রাজার এই বিচলিত ভাব দেখে। বুঝতে না পেরে শঙ্কিত হচ্ছে আরও। কিন্তু তার শঙ্কা খানিকটা দূর হল যখন উইলিয়াম তার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন—"তুমি যেতে পার বক্সটেল! তুমি সুবিচারই পাবে।"

* * * *

বহুবিঘোষিত কৃষ্ণ টিউলিপের অভিষেক উপলক্ষে হার্লেম নগরে মহোৎসবের আয়োজন হয়েছে। প্রকাণ্ড নগর-চত্বর পুষ্পমালা পতাকায় সুসজ্জিত। মাঝখানে উঁচু মঞ্চের উপরে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত কৃষ্ণ টিউলিপ। সুন্দরী তরুণীরা তার চারিদিকে ঘুরে ঘুরে নৃত্যগীত করছে। সারা শহরের এবং আশপাশের পল্লী অঞ্চলের লক্ষ লক্ষ নাগরিকের সমাবেশে আনন্দকোলাহলে মুখর সেই চত্বর।

বক্সটেল সেখানে রয়েছে। উইলিয়াম সুবিচারের আশ্বাস দিয়েছেন, সেই ভরসায় সে সেজে এসেছে জামাইয়ের মত। ঘন ঘন লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে লক্ষ গিল্ডারের তোড়াটির উপরে, যা টিউলিপের সিংহাসনের পাশেই স্থাপিত রয়েছে।

উইলিয়াম বসে আছেন একখানি সোনার চেয়ারে।

এমন সময় জনতা ভেদ করে একখানি রক্ষীবেষ্টিত গাড়ি এসে দাঁড়াল

pathagar.net

উইলিয়ামের সম্মুখে। গাড়ি থেকে নামানো হল এক ছিন্নবসন বন্দীকে। বন্দী নেমেই চারিদিকে একবার তাকিয়ে দেখল অবাক বিস্ময়ে, তারপর দুই হাত বাড়িয়ে উন্মাদের মত ছুটে এগিয়ে গেল একটা উল্লাসে হাহাকারে মেশানো চিৎকার করে—"কালো টিউলিপ! আমার কালো টিউলিপ!"

উইলিয়াম আহ্বান করলেন, "কৃষ্ণ টিউলিপের আবিষ্কর্তা! এগিয়ে এসে তোমার পুরস্কার নাও!"

এগিয়ে এল এদিক থেকে বক্সটেল, সেদিক থেকে রোজা এবং অন্যদিক থেকে কর্নেলিয়াস।

উইলিয়াম রোজার হাত ধরে তা বেয়ার্লির হাতের উপর স্থাপন করলেন—"তোমাদের এইটিই শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। লক্ষ গিল্ডারও তোমাদেরই হল, কিন্তু সে পুরস্কার গৌণ। অনেক কষ্ট পেয়েছ তোমরা, এইবার ভগবান তোমাদের সুখী করুন। কর্নেলিয়াস ভ্যান বেয়ার্লি। রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ তোমার নামে যারা এনেছিল, তাদের ভুল প্রমাণিত হয়েছে। তুমি মুক্ত এবং কালো টিউলিপের আবিষ্কর্তারূপে তুমি স্বীকৃত। তোমার এবং রোজার নাম একসাথে জড়িয়ে ঐ কালো টিউলিপের নামকরণ করা হল—রোজা নিগ্রা বেয়ার্লিয়েন্সিস।"

বুক চেপে ধরে হঠাৎ একটা লোক গড়িয়ে পড়ল উইলিয়ামের সমুখে। বেয়ার্লি অবাক হয়ে দেখল সে তারই ডর্টের প্রতিবেশী বক্সটেল। আশাভঙ্গে মৃত্যু হয়েছে অভাগার।

সমাপ্ত

pathagar.net